প্রকাশক :
তৈয়েবুর রহমান এম্‌-এ
তমদ্দুন পাবলিকেশন্‌স্‌
৫০, লালবাগ রোড,
ঢাকা।

মুদ্রাকর :
তৈয়েবুর রহমান এম্‌-এ
তমদ্দুন প্রেস
৫০, লালবাগ রোড,
ঢাকা।

# আব্বা ও আম্মাব খেদ্‌মতে—

তোমাদেব স্নেহধাবা চিবনিশিদিন
নামিযাছে অবারিত অশ্রান্ত ধাবায
জীবনেব প্রতি পদক্ষেপে ,
বুকেব শোণিত দিয়া আশৈশব কবেছো পালন,
না চাহি' নিজের সুখ নিত্য দিবাবাতি
কামনা কবেছো মোব উন্নত জীবন,
অন্তবেব স্নেহালোকে নাশি দুঃখ ভীতি
বাবে বাবে দেখায়েছো পথ
দুর্গমেব পথ যাত্রী মোবে,
অনন্ত প্রাণের ঋণে ঋণী মোব প্রতি বক্ত-কণা ।

মুসা কলিমেব মতো অন্তরেব সিনাই পাহাড়ে
অনন্ত আলোক হেরি' প্রাচ্য কবি শ্রেষ্ঠ ইকবাল
আনিল সত্যেব জ্যোতি অনির্বাণ, অম্লান, সুন্দর ।
তাবই এক কণা
লু'টে নিযে কালেব ভাণ্ডাব হোতে
তু'লে দিনু তোমাদেব কবে ।
নহে ইহা ঋণ-পবিশোধ ,
দীনেব এ তোহ্‌ফা শুধু
তোমাদেব সে অনন্ত ঋণেব স্বীকৃতি ।

موج ز خود رفتۀ تیز خرامید و گفت
هستم اگر میروم گر نروم نیستم

اقبال

দুর্বার তরংগ এক ব'য়ে গেলো তীর তীব্র বেগে,
ব'লে গেলো ঃ আমি আছি, যে মুহূর্তে আমি গতিমান,
যখনি হারাই গতি. সে মুহূর্তে আমি আর নাই ।

অনুবাদ ঃ **ফর্‌রুখ আহ্‌মদ**

সিনাই পাহাড় জ্বলে জ্বলে হ'ল খাক
মোর অনাগত নতুন মুসার তরে,
নার্গিসে তার বেদনার জ্বালা ঢেলে
চলে মুসাফির ব্যথাতুর অন্তরে
ওতানিয়াতের চার পাথরের কাটায়ে গণ্ড সীমা
দেখে সুবিশাল মখলুকাতের বিমুক্ত মানবিমা,
কাফেলার পথ মুখরিত আজ শোনে সে বাঙ্গে-দেরা
ঘুমন্ত নিশি শেষে বেদুইন আবার ছেড়েছে ডেরা
নতুন আশায় মন তার ছোটে যেন বাজে জিঞ্জিরা
আসবাবে খুদী বামুজে বেখুদা মাতাল করেছে দিল

আফতাব আজ ভুলেছে অপরিচয়
জাগে নিঃশঙ্ক মনে আপনারে চিনিবার বিস্ময়
ররগে গুলের শিখা হলো লালে লাল
পাকিস্তানের স্বর্ণ ঈগল মেলেছে ডানা ঢাল

দূর মদীনার শমীম সবুজ শীষে
এনেছে নূতন গান
স্বপ্ন দেখিছে হেজাজী হাওয়ায় মিশে
সোনালি পাকিস্তান,
স্বপ্ন দেখিছে বোত-শিকনির দিন
জিঞ্জির হীন লাখো অমলিন দিন।

সী-মোরগ এক শোনে আকাশের ডাক
মুর্দার মত বন্দী ওতান 'পরে,
নও বাহারের দিনে এল বৈশাখ
আজাদীর পথে ডেকে গেল হাহাস্বরে

দেরী শুধু তার জিঞ্জির খোল্‌বার---
দেরী শুধু তার নীল নেশা ভোল্‌বার.........
তবু তোলপাড় শোনে সে তারার
উধাও বহ্নি-স্রোতে
তুর্মর বেগে পয়ামের সুর ওঠে কোথা রণরণি-
ফারানের বুকে বহুদূর পর্বতে
নতুন দিনের বিশাল পক্ষধ্বনি ॥

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ

# পরিচিতি

মুসলিম জাহানের সর্বকালেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ইকবাল পাকিস্তান রাষ্ট্রোদ্বোধনের উদ্গাতা বলে সর্বজন-স্বীকৃত। তাঁব বাণীই পাকিস্তানের জীবনদর্শনরূপে গণ্য হবাব সব চেয়ে বেশী দাবী রাখে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানেও তাঁকে উপলব্ধি করবার কোনো প্রত্যক্ষ উপায় নেই; কারণ তাঁর কাব্য উর্দু ও ফারসী ভাষায় রচিত। বাংলায় তাঁকে পেতে হলে কেবল অনুবাদেই পাওয়া যেতে পারে এবং সে কাজ অবিভক্ত বাংলায সৈয়দ আবদুল মান্নান হাতে নিয়েছিলেন। তিনি ভাব নিয়েছিলেন ইকবালের কাব্যবার্তাকে বাংগালীব ঘরে ঘরে পৌছিয়ে দেবার। তারই ফলে তাঁর কৃত 'আসরারে খুদী'র বঙ্গানুবাদ রূপ নিয়েছিল।

ইকবালের ধর্মাশ্রিত আত্মোপলব্ধি স্বভাবতই প্রকাশ পেয়েচে গভীর তত্ত্বকথায়। তত্ত্বকে কাব্যরূপ দেওয়া এবং তাকে রসোত্তীর্ণ করা সহজ কাজ নয়। ইকবালের মূল বচনা পাঠের অধিকারী যাঁরা, তাঁরা তাঁর কাব্যরস উপভোগ কবাব সৌভাগ্য লাভ করেচেন। অনুবাদকের কাজ এদিক দিয়ে আরও কঠিন; কারণ তাঁর তো মূল রচনার বক্তব্য কোনোভাবে ক্ষুন্ন কবা চলবেই না, তাব উপর কাব্য-ভগীংও যতটা সম্ভব বজায় রাখতে হবে। ইকবাল নিজেই বলেচেন:

কাব্য সৃষ্টি নয় এ মসনভীর লক্ষ্য
এব লক্ষ্য নয সৌন্দর্য-পূজা
আব প্রেম-সৃষ্টি
ওগো পাঠক,
দোষ দিওনা আমাব সুবাপাত্র দেখে
গ্রহণ কবো অন্তব দিযে
এই সুবাব স্বাদ।

ইকবালের মূল রচনার রূপ গদ্যকবিতা কিনা, বাংগালীর তা' প্রত্যক্ষভাবে জানা নেই ; কিন্তু এর অনুবাদ শুধু গদ্য-কবিতার রূপই নিতে পারে। সৈয়দ আবদুল মান্নান কর্তৃক অনুবাদিত "আসরারে খুদী"র প্রথম অধ্যায়ের উদ্বোধনে আমরা পাই :

অস্তিত্বের রূপ হোল আত্মার পরিণাম,
সব কিছুই আত্মার রহস্য
যা দেখছো তুমি,
জাগ্রত হোল যখন আত্মা চৈতন্যে
প্রকাশ করলে সে
চিন্তার বিশ্ব।
নির্যাসে তার শত বিশ্ব লুক্কায়িত :
আত্ম-অনুভূতি আনয়ন করে সে-খুদীকে
প্রকাশ-আলোকে।

আর সে অধ্যায়ের শেষে আছে :

জীবন যখন শক্তি সঞ্চয় করে
আত্মা থেকে,
জীবন-তটিনী বিস্তার লাভ করে
সমুদ্রের মহত্বে।

প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে জীবনের মূলরূপে আত্মার পরিচয় বিধৃত। সাবলীল গদ্যকবিতায় এর যে অনুবাদ সৈয়দ আবদুল মান্নান করেছেন, সংবেদনশীল মনে তাঁর মর্ম গ্রহণ করতে কোনোই অসুবিধা বোধ হবে না। এমনি করে অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে উদ্ঘাটিত হয়েছে খাঁটি মুসলিম জীবনদর্শন। সৈয়দ আবদুল মান্নানের অনুবাদে তার বলিষ্ঠতা কোথাও ক্ষুন্ন হয়েছে বলে পাঠকের মনে হবে না। একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার : ইকবালের সাধনা ছিল মুসলিম মানসে

আত্মার ইসলামানুসারী বিবর্তনকে ফুটিয়ে তোলা, হৃদয়ের পরতে পরতে তিনি তাকে ছন্দায়িত করতে চেয়েছিলেন। জীবনের সব কিছু আত্মার বিকাশের অধীন; "আর্ট ফর আর্টস্ সেক" মতবাদকে তিনি বিনা দ্বিধায় অগ্রাহ্য করেছিলেন :

বিজ্ঞান ও কলার লক্ষ্য নয় জ্ঞান,
বাগিচার লক্ষ্য নয়
কুঁড়ি আর ফুল।
বিজ্ঞান হোল একটি যন্ত্র আত্মসংরক্ষণের,
বিজ্ঞান একটি পন্থা
আত্মাকে শক্তিশালী করবার।
বিজ্ঞান ও কলা জীবনের ভৃত্য,
যে ভৃত্য জন্ম নিয়েছে ও পালিত হয়েছে
তার আপন গৃহে।

সৈয়দ আবদুল মান্নানের অনুবাদ স্বচ্ছ; তাতে ইকবালের বাণীরূপ কোথাও বিকৃত বা অস্পষ্ট হয়েছে বলে সন্দেহ মনে আসবার অবকাশ পায় না।

প্রেম এলো আত্মাকে শক্তিশালী কর্‌তে: কোনোরূপ ভিক্ষা-বৃত্তির স্থান নেই তাতে। নাই যেন প্রেমিকের আত্মবিলোপেরও: ইসলামের বৈশিষ্ট্য এখানে স্পষ্ট। প্রেমের শক্তিতে আত্মা দুনিয়া জয় কর্‌বে: প্লেটোর ভাববাদিতার বিরুদ্ধে ইকবাল জানিয়েছেন সুস্পষ্ট প্রতিবাদ। কাব্য ও সাহিত্যও হবে বাস্তব প্রাণধর্মের অনুসারী। আত্মার বিকাশেরও রয়েছে বাস্তব, হাতেকলমে পালনীয় তিন দফা কার্যক্রম। তারপর নানা কাহিনীর ভিতর দিয়ে ইকবালের ধ্যান-ধারণার ইসলামের অন্তর্নিহিত দৃঢ়তা ও নিক্তিতে ওজন করা ছায়ান্যায়-বোধ ফুটে উঠেছে। এমনি করে লাভ হয়েছে এ দেশের মুসলিমের

অনুসরণীয় জীবনদর্শন। তাকে পূর্ণতায় নেওয়ার সময় আস্‌চে, এই কবির বিশ্বাস; এবং তারই জন্যে প্রার্থনায় বইখানি সমাপ্ত।

ইসলামের আদর্শে রাষ্ট্র ও সমাজপ্রতিষ্ঠায় বিংশ শতাব্দীর দাবী পূর্ণ করতে পাকিস্তান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তার সাফল্য সম্বন্ধে অমুসলমান সমাজে সন্দেহও গোপন নেই। তবু তা' করতে হ'লে সে রাষ্ট্র ও সমাজের বাণীরূপকে সামনে রেখেই তাতে ব্রতী হতে হবে। ব্যক্তিরও আত্মগঠন হবে তারই অনুসারী। ইকবাল গ'ড়ে তুলেচেন সে বাণীরূপ; সৈয়দ আবদুল মান্নান বাংগালী মানসে তাকে জাগিয়ে দেবার সাধনায় বিফল হননি। তারপর অপেক্ষা কীসের, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ বইখানির একটি কাব্যোপক্রমণিকায় সে কথা ব'লে দিয়েচেন:

দেরী শুধু তার জিঞ্জির খোল্‌বার—
দেরী শুধু তার নীল নেশা ভোল্‌বার...
তবু তোলপাড় শোনে সে তারাব
উধাও বহ্নি-স্রোতে
দুর্মর বেগে পযামের সুরে ওঠে কোথা রণরণি
ফারাণের বুকে বহুদূর পর্বতে
নতুন দিনের বিশাল পক্ষধ্বনি ॥

সে দিনেই মহাকবি ইকবাল হবেন জয়যুক্ত; সৈয়দ আবদুল মান্নান কৃত অনুবাদের সার্থকতাও সে দিনের অভিমুখে প্রসারিত।

২০/৪, অশ্বিনী দত্ত রোড,
কলিকাতা—২৯

বসুধা চক্রবর্ত্তী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে 'আসরারে খুদী' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিলো। তারপর এলো দেশব্যাপী রক্ত-ক্ষয়ী দাংগা। চারিদিকের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কিঞ্চিদধিক এক বছরের মধ্যে এর প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়। ইকবাল-দর্শনের প্রতি দেশবাসীর আকর্ষণ অনুবাদকের শ্রম সার্থক করেছে।

তারপর দেশের আজাদী লাভের পর পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা দার্শনিক-কবি ইকবালের দর্শন ও সাহিত্যের দিকে দেশবাসীর মনো-যোগ আরো বেশী করে আকৃষ্ট হয়েছে। দেশের সাহিত্য-রসিকদের কাছ থেকে দাবী এসেছে এর দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য। আর্থিক অসুবিধাই দ্বিতীয় সংস্করণে বিলম্বের কারণ। ঢাকা তমদ্দুন প্রেসের স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর জনাব তৈয়েবুর রহমান এম-এ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার ভার নিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

ইক্‌বালের 'আসরারে খুদী' কাব্যে প্রকাশিত আত্মদর্শনের পরিচিতি লিখে দিয়ে আমায় গৌরবান্বিত করেছেন শ্রদ্ধেয় বন্ধু বসুধা চক্রবর্ত্তী। প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা করেছেন শিল্পীবন্ধু কাজী আবুল কাসেম। কবির চিত্রটি করাচীর শিল্পী আগা হাসানের অংকিত। এঁদের সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

'তাহজিব' কার্যালয়ঃ
ঢাকা
ডিসেম্বর, ১৯৫০

সৈয়দ আবদুল মান্নান

# পূর্ব-কথা

"আস্‌রারে খুদী" ১৯১৫ সালে প্রথম লাহোরে আত্মপ্রকাশ করে। এর অব্যবহিত পরেই ক্যাম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্‌সী অধ্যাপক ডাঃ আর এ নিকল্‌সন বই খানা প'ড়ে মুগ্ধ হন ও মহাকবি ইক্‌বালের কাছে এর ইংরেজী অনুবাদের অনুমতি প্রার্থনা ক'রে পত্র লেখেন। তার প্রায় পনেরো বছর আগে ইক্‌বালের সাথে ক্যাম্‌ব্রিজে তাঁর দেখা হ'য়েছিলো। মহাকবি সানন্দে তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ডাঃ নিকল্‌সন কিছুকাল অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকায় অনুবাদ প্রকাশ কর্‌তে কিছুদিন বিলম্ব হয়েছিলো। এই ইংরেজী অনুবাদ ১৯২০ সালে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এর বাঙলা অনুবাদে আগাগোড়া ডাঃ নিকল্‌সনের ইংরেজী অনুবাদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

ডাঃ ইক্‌বাল পাশ্চাত্য দেশে অবস্থান কালে আধুনিক দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং এই বিষয়ে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ্‌-ডি উপাধি লাভ করেন। পারস্যে দর্শন শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তিনি যে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তা' সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিলো। ১৯০৮ সালে তা' পুস্তকাকারে বেরিয়েছিলো। এরপর থেকে তিনি একটা নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ গ'ড়ে তোলেন। সে সম্বন্ধে ডাঃ নিল্‌ক্‌সন তাঁর অনুবাদেব ভূমিকায় কবির নিজের কথা অনেকখানি উধৃ'ত ক'রে ইক্‌বালের দার্শনিক মতবাদের সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন। "আস্‌রারে খুদী" গ্রন্থে তার কোনো ধারাবাহিক আলোচনা পাওয়া না গেলেও তা'তে তাঁর চিন্তাধারা চিত্তাকর্ষকভাবে বিকাশলাভ করেছে। হিন্দু দার্শনিকেরা যেখানে সত্তার একত্বের মতবাদ প্রচার

কর্‌তে গিয়ে লক্ষ্য করেছেন মস্তিষ্কের দিকে ইক্‌বাল সেখানে আরো বিপজ্জনক পন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনি ফার্‌সী কবিদের মতো লক্ষ্য ক'রেছেন অন্তরের দিকে। তিনি কারুর চাইতে ছোট কবি নন্‌, তাঁর কাব্য মানুষের মাঝে একটা অপূর্ব প্রেরণা জাগিয়ে দেয়,—তাঁর বাণী শুধু ভারতীয় মুস্‌লিমের জন্য নয়, বিশ্বমুস্‌লিমের জন্য। তিনি সংগতভাবেই "আস্‌রারে খুদী" হিন্দী অথবা উর্দু ভাষায় না লিখে ফার্‌সী ভাষায় লিখেছেন। কারণ ফারসী শিক্ষিত মুস্‌লিম সমাজে বহু জনসমাদৃত ভাষা। দার্শনিক মতবাদ প্রকাশের জন্যও এ ভাষা অতি সমৃদ্ধ ও আকর্ষণযোগ্য বটে।

ইক্‌বাল অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন একজন প্রেরিত পুরুষের মতো—তাঁর নিজের যুগের কাছে না হোলেও ভবিষ্যতের মানুষের কাছে।

"প্রয়োজন নেই আমার আজকের মানুষের কাণের
আমি বাণী
অনাগত যুগের কানের।

আবার ঃ

"আমার সিনাই দগ্ধ হয় সেই মুসার জন্য
যে আসবে ভবিষ্যতে।'

ফার্‌সী কবিদের মতো তিনি সাকীকে আহ্বান করেছেন তাঁর পিয়ালা পূর্ণ ক'রে দিতে সুরারসে আর চন্দ্রালোক এনে দিতে তাঁর 'চিন্তার অন্ধকার নিশীথিনীর বুকে'—

"যেনো আমি পারি
ফিরিয়ে আনতে মুসাফিরকে তার গৃহে
আলস্য পরায়ণদের মাঝে আনতে পারি
অশান্ত ব্যাকুলতা,

যেনো এগিয়ে যেতে পারি উৎসাহের সাথে
নূতনের সন্ধানে —
আর পরিচিত হোতে পারি
নূতনের অগ্রদূত রূপে।"

প্রথমেই আমরা ইক্‌বাল-দর্শনের চরম লক্ষ্যের বিষয় আলোচনা কর্‌তে পারি। এ আলোচনার ফলে আমরা তাঁর লক্ষ্যবস্তুটি নির্দেশ কর্‌তে পারলে তাঁর দর্শনের ধারা স্থির কর্‌তে পার্‌বো। ইক্‌বাল ইউরোপীয় সাহিত্যের সুধাপাত্র উজাড় ক'রে পান ক'রেছিলেন। তাঁর দর্শন নিট্‌শে ও বার্গসর কাছে অনেকখানি ঋণী। তাঁর কাব্য মনে করিয়ে দেয় মহাকবি শেলীর ভাবালুতা। তথাপি তিনি চিন্তা করেছেন ও উপলব্ধি করেছেন সত্যিকার মুসলমানের দৃষ্টিভংগিতে। সেই জন্যই তাঁর দর্শন এত গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে মানুষকে তিনি ছিলেন আগাগোড়া ধর্মানুপ্রাণিত, স্বপ্ন দেখ্‌তেন এক নব মিলন-ক্ষেত্রের যেখানে বিশ্বমুস্‌লিম দেশ-বর্ণের বৈষম্যের ঊর্ধে হবে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত—পরিপূর্ণ এক। জাতীয়তাবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের স্থান ছিলো না তাঁর কাছে। এ সব মতবাদ তাঁর মতে 'হরণ করে আমাদের স্বর্গ-সুখ' আমাদের পারস্পরিক অনুভূতির আঁখিকে করে অন্ধ, ভ্রাতৃত্বের উপলব্ধিকে করে ধ্বংস, আর বপন করে সংগ্রামের তিক্ত বীজ, তিনি কল্পনা কর্‌তেন একটা বিশ্বের ধর্ম-দ্বারা শাসিত, রাজনীতি দ্বারা নয়, নিন্দা কর্‌তেন তাদেরকে, যারা মিথ্যা দেবতার পূজারী—যারা অন্ধ করেছে অনেককে। ইক্‌বালের চিন্তাধারার আলোচনা কর্‌লে দেখা যায় যে, তিনি ধর্ম বল্‌তে ইস্‌লামকে বুঝাতেন।

একটা মুক্ত-স্বাধীন মুস্‌লিম ভ্রাতৃত্ব—কেব্‌লা যার কাবা, সংঘবদ্ধ এক আল্লার প্রেমে আর তাঁর প্রিয় পয়গাম্বরের ভক্তিতে—এই ছিলো

ইকবালেব আদর্শ। তিনি এই আদর্শ প্রচাব কবেছেন অতুলনীয আন্তবিকতাব সাথে তাঁব বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ—'আসবাবে খুদী" ও "বামুজে বেখুদী"তে। তিনি তাতে দেখিয়েছেন—কি কবে এ লক্ষ্যে পৌছতে পাবা যায়। "আসবাবে খুদী" মুসলিম মানুষেব ব্যক্তিগত জীবনেব ও 'বামুজে বেখুদী" মুসলিম জাতিব জাতীয জীবনেব প্রেবণাব উৎস।

কোবাণ ও হযবত মুহাম্মদেব (দ) আদর্শেব দিকে প্রত্যাবর্তনেব জন্য বহু আন্দোলন আগে ও হ'যেছিলো, কিন্তু তা'তে সাড়া মিলেছে খুব কমই। ইকবাল অবতীর্ণ হলেন পাশ্চাত্য দর্শনেব বিপ্লবাত্মক শক্তি নিযে। তিনি প্রাণ ঢেলে ও আন্তবিকতাব বিশ্বাস কবতেন যে, তাঁব দর্শন এই আন্দোলনকে আবো শক্তিশালী ক'বে তুলবে ও তাব বিজয এনে দেবে। তাঁব মতে হিন্দু জ্ঞানবাদ ও মুসলিম অদ্বৈতবাদ ধ্বংস কবেছে কর্মশক্তিকে—যাব পূর্ণবিকাশ বিশ্বজীবন দৃষ্টিতে ও প্রকৃতিব পূর্ণ উপলব্ধিতে। এই কর্মশক্তিই কীর্তিমান কবেছে পাশ্চাত্য জাতি-সমূহকে, বিশেষ কবে ইংবেজ জাতিকে। এই শক্তি নির্ভব কবে একটি মাত্র নিশ্চিত উৎসে যে 'খুদী' (অহং সত্য)—শুধু তত্ত্বেব নাস্তিমাত্র নয। মহাকবি ইকবাল তাই নিজেকে পূর্ণ শক্তিতে ভাববাদী দার্শনিক ও মিথ্যা বহস্যবাদী কবি সাহিত্যিকদেব মতেব বিবুদ্ধে নিযোজিত কবেছিলেন—যাবা ইসলামেব ধ্বংসকাবী। তাঁব মতে মুসলিম আবাব মুক্ত-স্বাধীন হোতে পাবে—শক্তিমান হোতে পাবে—শুধু আত্মবিশ্বাস আত্মপ্রকাশ ও আত্মশক্তিব বর্ধন দ্বাবা। তিনি হাফিযেব মুগ্ধকব কল্পোচ্ছ্বাস থেকে আবর্তন কবতে বলেন জালালউদ্দীন রুমীব নীতি-বাদে,—প্লেটোবাদীব অন্ধ্রামক ইস্লাম থেকে সতেজ, সজীব, কর্মময অদ্বৈতবাদে, যা' একদিন অনুপ্রেবণা দিযেছিলো মহাপুরুষ হযবত

মুহাম্মদকে আর অস্তিত্বে আনয়ন করেছিলো ইস্‌লামের মতো মহাধর্মকে। *

ইক্‌বালের দর্শন ধর্মদর্শন। কিন্তু দর্শনকে কোনো দিন তিনি ধর্মের পরিচারিকা বলে মনে করেন নি। তাঁর মতে ব্যক্তির পূর্ণ-বিকাশেই সমাজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা এবং তিনি আদর্শ সমাজ বল্‌তে বুঝ্‌তেন হয্‌রত মুহাম্মদের (দ) প্রচারিত সত্যিকার ইস্‌লাম। প্রত্যেক মুস্‌লিম পূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হ'য়ে সাহায্য করছে বিশ্বের বুকে আল্লার শান্তির রাজ্য স্থাপনে—এই ছিলো তাঁর ধারণা। "রামুজে বেখুদী" গ্রন্থে তাঁর এই মতবাদ প্রচারিত হয়েছে।

"আস্‌রারে খুদীর" ছন্দ ও রচনাভংগি রুমীর মস্‌নভী কাব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইক্‌বালের সাথে জালাল উদ্‌দীন রুমীর সম্বন্ধ কতোখানি, তা' বল্‌তে গেলে দান্তের সাথে ভার্জিলের সম্বন্ধের কথাই বল্‌তে হয়। "আস্‌রারে খুদী'র পূর্বাভাষ অধ্যায়ে কবি সুন্দর বর্ণনা করেছেন, কি ভাবে জালাল উদ্‌দীন রুমী স্বপ্নে অবতীর্ণ হয়ে তাঁকে আদেশ করলেন উত্থান কর্‌তে আর সংগীতের যাদুতে বিশ্বকে বিমুগ্ধ কর্‌তে।

"আমি জেগে উঠ্‌লাম,
যেমন করে জাগে সংগীত তন্ত্রী থেকে,
নির্মাণ করতে এক ফির্‌দাউস্‌
মানব-কর্ণের জন্য।"

ইক্‌বাল হাফিযের প্রদর্শিত সুফীবাদকে যেমন সমর্থন কর্‌তেন না, তেম্নি তিনি শ্রদ্ধায় অবনমিত হোতেন ইরাণের বিখ্যাত কবি-দার্শনিক

* ফারসী-কবি হাফিযের সমালোচনা প্রকাশের ফলে হাফিযের অনুগামীগণ ইকবালের তীব্র প্রতিবাদ করেন, কিন্তু কবি তার ফলে তাঁর মতবাদ প্রত্যাহার করেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পর তিনি "আসরারে খুদী" কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণে অধ্যায়টি বাদ দেন। এই অনুবাদেও সেটি স্থান পায়নি।

জালাল উদ্‌দীন রুমীর স্বচ্ছ-গম্ভীর মহিমার কাছে,—যদিও তিনি রুমীর আত্ম-অস্বীকারের মতবাদ সমর্থন করেন নি কোনোদিন।

ডাঃ নিকল্‌সনের অনুরোধে আল্লামা মুহাম্মদ ইক্‌বাল তাঁর দার্শনিক কাব্য "আস্‌রারে খুদী"তে প্রচারিত মতবাদ সম্পর্কে একটা বর্ণনা দিয়েছিলেন। যদিও তাঁর এ বিবৃতি খুব ব্যস্ততার মধ্যে লেখা, তথাপি এর নিজস্ব ক্ষমতা ও মৌলিকতা ছাড়া এই কাব্যের মতবাদ ও যুক্তিগুলি পাঠকদের কাছে স্বচ্ছ ক'রে তোলাই এর সার্থকতা। নিম্নে কবির বিবৃতিটির অনুবাদ দেওয়া গেলো।

## "আসরারে খুদী"র দার্শনিক ভিত্তি

"ভূয়োদর্শনের মূল সীমাবদ্ধ কেন্দ্রে এবং তার একটা সীমাবদ্ধ প্রকট রূপ লাভ করা প্রয়োজন—এই মতবাদ শেষ পর্যন্ত অব্যাখ্যেয়।" এ হচ্ছে প্রফেসর ব্রাড্‌লীর কথা। কিন্তু ভূয়োদর্শনের এই দুর্বোধ্য কেন্দ্র থেকে শুরু ক'রে তিনি এমন এক ঐক্যে এসে সমাপ্তির রেখা টেনেছেন, যাকে তিনি বলেছেন পরমাত্মা (Absolute) এবং যার ভেতরে সেই সীমাবদ্ধ কেন্দ্র তার সীমাবন্ধন ও স্পষ্টতা হারিয়ে ফেলে। তাঁর মতে এই সীমাবদ্ধ কেন্দ্র শুধু একটা অনুভূতিমাত্র। বাস্তবের স্বাদ পাওয়া যায় সর্বাঙ্গনিবেশে; এবং যখন সকল সীমাবদ্ধতা আপেক্ষিকতা দোষে সংক্রামিত,—এই তাঁর মত। এর মানে আপেক্ষিকতা হচ্ছে শুধু ভ্রান্তি মাত্র। আমার মতে, ভূয়োদর্শনের এই দুর্বোধ্য সীমাবদ্ধ কেন্দ্রই হচ্ছে বিশ্বের মূল সত্য। সকল জীবনই স্বতন্ত্র সত্তা; বিশ্বজীবন ব'লে কোনো বস্তুই নেই। আল্লাহ্‌ নিজে এক অবিভাজ্য সত্তা; তিনি হচ্ছেন অদ্বিতীয় অবিভাজ্য সত্তা।* ডাক্তার ম্যাক্‌টেগার্টের মতে বিশ্ব হচ্ছে স্বতন্ত্র সত্তাসমূহের সমষ্টি; কিন্তু আমাদের একথাও বল্‌তে হবে অবশ্যি

* ইমাম আহ্‌মদ ইব্‌নে হাম্বলের মতবাদ।

যে, এর ভেতরে যে সুশৃংখলা ও ব্যবস্থাপনা আমরা লক্ষ্য করি, তা' চিরন্তন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তা' হচ্ছে স্বাভাবিক ও সচেতন প্রচেষ্টার পরিণতি। আমরা অনন্ত শূন্য থেকে ক্রমাগত পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করি ও এই পরিণতির সহায়তা করি। যাদেরকে নিয়ে এই সমষ্টি, তারা চিরস্থির নয়। নব নব সত্তা জন্মলাভ করছে এই মহাকার্যে সহযোগিতা করবার জন্যে। কাজেই এ বিশ্ব একটি সম্পূর্ণ নাট্যাংক নহে; ইহা এখনো 'সমগ্রে' পৌঁছায়নি। সৃষ্টির লীলা আজো অব্যাহতভাবে চলছে; এবং মানুষও তা'তে ততোটা অংশ গ্রহণ করছে, যতোটা সে এই অন্ত-হীন কোলাহলকে নিয়ন্ত্রণাধীন করবার সাহায্য করছে। কোরাণ শরীফ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য স্রষ্টার সম্ভাবনা ঘোষণা করেছে। *

"স্পষ্টতঃ, মানব ও বিশ্ব সম্বন্ধে এই ধারণা ইংরেজ নব-হেগেলীয় দার্শনিকগণের ও সকল প্রকার অদ্বৈত-পূজারী সুফিবাদের মত বিরোধী। তাদের মতে বিশ্বজীবন বা বিশ্ব আত্মার মধ্যে সমাহিত হওয়া জীবনের শেষ লক্ষ্য বা মানবের মুক্তি পন্থা। † মানবের নৈতিক বা ধর্মীয় আদর্শ আত্ম-অস্বীকারে নয়, বরং আত্ম-বিশ্বাসে; এবং সে তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছায় অধিকতর স্বাতন্ত্র্য লাভ ক'রে। মহামানুষ হযরত মুহাম্মদ (দ) বলেছেন,—"তাখাল্লাক্ বিআখ্লাকিল্লাহ্—আল্লার গুণ-রাজিতে সমৃদ্ধ হও।" এম্নি ক'রে মানুষ পূর্ণতা লাভ ক'রে ক্রমশঃ পূর্ণতম স্বতন্ত্র সত্তার গুণ অর্জন ক'রে। তা' হোলে জীবন কি? জীবন হচ্ছে স্বতন্ত্র সত্তা, এর উচ্চতম স্তর হচ্ছে 'খুদী' বা অহম্-জ্ঞান, যাতে সেই স্বতন্ত্র সত্তা উপনীত হয় আত্মসমাহিত সীমাবদ্ধ কেন্দ্রে; কিন্তু

* "মহিমা সেই আল্লার, যিনি স্রষ্টাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।" কোরাণ; ২৩–১৪ এখানে মানুষের মধ্যে আল্লার প্রদত্ত সৃষ্টি ক্ষমতার কথাই বলা হচ্ছে। মানুষ তার অনন্ত শক্তিকে কাযে লাগিয়ে বিশ্বকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলছে।

† মহাকবি ইক্বালের—"Islam and Mysticism" দ্রষ্টব্য।

তখনো সে পরিপূর্ণ সত্তা নয়। আল্লাহ্ থেকে তার দূরত্ব যতো বেশী সত্তা তার ততো অপূর্ণ। আল্লার নৈকট্য যে আত্মা লাভ করে, সে হয় পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। সে পূর্ণ রূপে আল্লাতে সমাহিত হয় না। বরং আল্লাহ্ তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে মিশে যান। * সত্যিকার মানুষ শুধু বস্তুর জগতকে তাঁর ভেতর মিশিয়ে নেন্ না, বরং আত্মার উপরে প্রভুত্ব-সম্পন্ন হ'য়ে তিনি আল্লাকে তাঁর আত্মার ভেতর লীন ক'রে দেন। জীবন একটা সমন্বয়শীল অগ্রগতি। সে তার পথের বন্ধনকে দূরীভূত ক'রে দেয় তাদেরকে আপনার ভেতরে গ্রহণ করে। তার নির্যাস হচ্ছে ক্রমাগত আকাংখা ও আদর্শ-সৃষ্টিতে; এবং তার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য আবিষ্কার করেছে অথবা আপনার ভেতর থেকে সৃষ্টি করেছে কতগুলি যন্ত্র—বোধ, জ্ঞান প্রভৃতি, যাতে সহায়তা কর্‌ছে তাকে সকল বাধা-বন্ধনকে গ্রাস কর্‌তে। জীবনের পথে সব চা'ইতে বড়ো বাধা হচ্ছে বস্তু—প্রকৃতি, প্রকৃতি তথাপি একটা অপকৃষ্ট কিছু নয়, বরং সে সহায়তা করে জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সপ্রকাশ কর্‌তে।

"আত্মা মুক্তিলাভ করে তার পথের সকল বাধা দূরীকরণ দ্বারা। ইহা আংশিকভাবে মুক্ত, আংশিকভাবে অবধারিত, † এবং সে পূর্ণতম মুক্তিতে পৌঁছে মুক্ততম সত্তা আল্লার সান্নিধ্য লাভ করে। এক কথায় জীবন হচ্ছে মুক্তি-সংগ্রাম।

## আত্মা এবং ব্যক্তিত্বের ক্রমবাদ

"মানুষের ভেতরে জীবন-কেন্দ্র পরিণত হয় আত্মা বা ব্যক্তিতে। [illegible] হচ্ছে সম্প্রসারণশীলতায় এবং তা' বজায় থাকে ততোদিন, যতোদিন এই ভাব সংরক্ষিত হয়। যদি এই সম্প্রসারণশীলতা সংরক্ষিত

* পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথম পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† "সত্যিকার ইমান হচ্ছে অদৃষ্ট ও মুক্ত-বুদ্ধির মধ্যপন্থায়"।—হাদীস্।

না হয় তা হোলেই আসে শ্লথন। যতোক্ষণ ব্যক্তিত্ব বা সম্প্রসারণশীল মনোবৃত্তি মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠতম বিশেষত্ব বলে বিবেচিত হয়, ততোক্ষণ সে শ্লথ মনোভাব আস্‌তে দেয় না তার নিজের মধ্যে। যা' কিছু এই সম্প্রসারণশীল মনোবৃত্তিকে বজায় রাখে, তাই আমাদেরকে ক'রে তোলে অমরতার দাবীদার। এম্নি ক'রেই ব্যক্তিত্বের ধারণা আমাদেরকে এনে দেয় একটা মান-বোধ (Standard of value)। ভালোমন্দের প্রশ্নের সমাধান হয় তাতেই। ব্যক্তিকে সংরক্ষিত করে যা' কিছু, তাই উৎকৃষ্ট; আর যা' কিছু দুর্বল করে তাকে, তা'ই অপকৃষ্ট। ব্যক্তিত্বের মূল তথ্য দিয়ে বিচার কর্‌তে হবে সব কলা, * ধর্ম ও নীতিবাদকে। মৎকর্তৃক প্লেটোর সমালোচনা † সেই সব দার্শনিক মতবাদের বিরুদ্ধে, যা' জীবনের চাইতে মৃত্যুকে করে তোলে বৃহত্তর আদর্শ—যে মতবাদ জীবনের বৃহত্তম বিঘ্ন-বস্তুকে করে অস্বীকার এবং আমাদেরকে পলায়ন কর্‌তে বলে তা থেকে—তাকে গ্রাস কর্‌বার পরিবর্তে।

"আত্মার মুক্তি সম্বন্ধে যেমন আমাদেরকে বস্তু-সমস্যার সম্মুখীন হোতে হয়, ঠিক তেম্নি তার অমরতা সম্বন্ধে কালের সমস্যার সম্মুখীন

* মহাকবি ইকবালের মতে মানব-জীবনের সকল কর্মশক্তির শেষ লক্ষ্য হচ্ছে এক জীবন—মহিমান্বিত, শক্তিমান, উচ্ছ্বসিত। সকল মানবীয় কলা এই শেষ লক্ষ্যের অধীন এবং সকল জিনিষের মূল্য নিরূপণ করতে হবে তার জীবন-সংরক্ষী শক্তির মানদণ্ড দিয়ে। সেই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম কলা—যা জাগ্রত ক'রে দেয় আমাদের ঘুমন্ত ইচ্ছাশক্তিকে এবং শক্তিমান ক'রে তোলে আমাদের অন্তরকে জীবনের সকল বাধা-বিঘ্নকে মানুষের মতো অতিক্রম করতে। যা' কিছু তন্দ্রাভিভূত করে আমাদেরকে এবং আমাদের চক্ষুকে অন্ধ ক'রে দেয় চারিদিকের বাস্তব থেকে—শুধু যার উপর প্রভুত্বে নির্ভর করে এ জীবন; তা' হচ্ছে ধ্বংসের এবং মৃত্যুর বাণী। কোনো কলার লক্ষ্য হোতে পারে না অহিফেন-সেবীর নিদ্রা। "Art for the sake of art" এর মতবাদ হচ্ছে একটা সুচতুর উদ্ভাবন আমাদেরকে জীবন ও শক্তি থেকে বঞ্চিত করবার জন্যে।

† সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

হোতে হয়। * বার্গসঁর মতে জীবন একটি অনন্ত রেখা নয়,—যাকে অতিক্রম করতে হয় আমাদের ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায। কালের এই ধারণা বিকৃত। সত্যিকাব সময়ের কোনো দৈর্ঘ্যই নেই। ব্যক্তিগত অমরতা একটা আকাংখা, তুমি তা লাভ করতে পার, যদি তুমি তা লাভের জন্য উদ্যমশীল হও। তা নির্ভব কবে আমাদের জীবনে এমন ধারণা ও কর্মপন্থা অবলম্বনেব উপর, যা জীবনকে পবিচালিত কবে বিস্তৃতির দিকে। বৌদ্ধ মতবাদ, পারস্য সুফিবাদ ও নীতিবাদেব সম্মিলিত আকাব আমাদেব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে না। কিন্তু এসব মতবাদ সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়, কারণ কর্মেব পবে কিছুকাল আমাদের প্রয়োজন হয় নিদ্রাকব ঔষধের। জীবনে দিবসেব মধ্যে এই সকল ধারণা ও কর্ম হচ্ছে রাত্রিব মতো। যদি আমাদেব কর্মধাবা সম্প্রসারণশীলতাব সহায়ক হয়, তা হলে মৃত্যুব আঘাতও তাকে অভিভূত কবে না। মৃত্যুব পরে একটা শ্লথনের অবকাশ আসতে পাবে,—যাকে কোরাণ বলেছে বর্‌জখ বা বোজকিয়ামতেব (পুনর্জাগবণ দিবস) পূর্ববর্তী কাল। শুধু সেই সকল আত্মাই এই অবস্থা থেকে জাগ্রত হবে, যারা বর্তমান জীবনেব সদ্ব্যবহাব কবেছে। যদিও জীবন তার ক্রম-বিবর্তনে পুণরাবৃত্ত হয় না, তথাপি বার্গসঁর দৈহিক পুনর্জাগরণের মতবাদ ওযাইলুডন্‌ কাবেব মতে সম্পূর্ণ সম্ভব। সময়কে মুহূর্তে বিভক্ত ক'রে আমবা তাকে সীমাবদ্ধ কবি এবং পরে তাকে জয় করা দুরূহ বোধ করি। সময়ের সত্যিকার প্রকৃতি উপলব্ধি করা যায়, যখন আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ কবি আমাদের গভীরতম আত্মার দিকে। সত্যিকার সময় হচ্ছে জীবন নিজেই, যা' আপনাকে সংবক্ষিত করতে পারে সেই নির্দিষ্ট সম্প্রসারণশীলতা (ব্যক্তিত্ব) বজায় বাখার ভেতর দিয়ে। আমরা সময়ের অধীন, যতোক্ষণ আমরা সময়কে দেখি সীমাবদ্ধরূপে।

* সপ্তদশ অধ্যায দ্রষ্টব্য।

সীমাবদ্ধ কাল হচ্ছে একটা নিগড়, যা' জীবন তার নিজের জন্য আবিষ্কার করেছে বর্তমান পারিপার্শ্বিকতাকে হজম করার জন্যে। প্রকৃতপক্ষে, আমরা কালের সীমার ঊর্ধ্বে, আমাদের জীবনে কালের সীমাহীনতা উপলব্ধি করা যেতে পারে।

## আত্মার শিক্ষা

"আত্মা সংরক্ষিত হয় প্রেম ( ইশ্‌ক্ ) দ্বারা। এই শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত এবং সকল কিছুকে আত্ম-সমাহিত করা বা গ্রহণ করার ইচ্ছা বুঝায়। এর উচ্চতম রূপ হচ্ছে মূল্য বা আদর্শ সৃষ্টি ও তাকে উপলব্ধি করায়। প্রেম মহান ক'রে তোলে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদকে। সর্বোত্তম অবিভাজ্য সত্তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা মহান ক'রে তোলে অনুসন্ধিৎসুকে এবং তার প্রেমাস্পদের গুণ সপ্রকাশ করে, কারণ অন্য কিছুতেই অনুসন্ধিৎসুর প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করে না। যেমন প্রেম আত্মাকে করে শক্তিমান, তেম্নি ভিক্ষাবৃত্তি ( সু'আল ) তাকে করে দুর্বল। যা কিছু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ব্যতীত লব্ধ, তা' সবই সু'আলের অন্তর্গত। যে ধনীপুত্র পিতার সম্পদের উত্তরাধিকারী, সেও ভিক্ষাজীবী, তেম্নি যারা অন্যের চিন্তাকে নিজের মনে করে। আত্মাকে সংরক্ষিত করার জন্য আমাদেরকে কর্‌তে হবে প্রেমের চাষ—সমন্বয়শীল কর্মপন্থা অবলম্বন ও সর্বপ্রকার ভিক্ষাবৃত্তি বা কর্মহীনতা বর্জন। সমন্বয়শীল কর্মের শিক্ষা দিয়ে গেছেন মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (দ)—অন্ততঃ প্রত্যেক মুস্‌লিমকে।

"কাব্যের একাংশে* আমি মুস্‌লিম নীতিবাদের মূলভিত্তির আলোচনা করেছি এবং ব্যক্তিত্বের ধারণার অর্থ সপ্রকাশ কর্‌তে চেষ্টা

* নবম অধ্যায়।

করেছি। আত্মা তার পূর্ণতার গতিপথে তিনটি স্তর অতিক্রম করে থাকে :—

(ক) আইন ও নিয়মের অনুবর্তিতা,

(খ) আত্মশাসন—আত্ম-চেতনার উচ্চতম রূপ,

(গ) আল্লার প্রতিনিধিত্ব।

"ঐশী প্রতিনিধিত্ব বা নি'আবত-ই-ইলাহী পৃথিবীতে মানবতার পূর্ণ বিকাশের তৃতীয় বা সর্বশেষ স্তর। নায়েব হচ্ছেন পৃথিবীতে আল্লার প্রতিনিধি। তিনি হচ্ছেন পরিপূর্ণ আত্মা, মানবতার পূর্ণ বিকাশ,* জীবনে দেহ ও মনের সর্বোচ্চ সীমা; মানসিক জীবনে সকল অনৈক্যকে আনেন সাম্যে। উচ্চতম শক্তি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয় উচ্চতম জ্ঞানের সাথে। তাঁর জীবনে চিন্তায় ও কর্মে সহজাত প্রবৃত্তি ও বিচারশক্তি এক হয়ে যায়। তিনি মানবতা-বৃক্ষের শেষ ফল; এবং সকল বেদনাত্মক বিবর্তন সমর্থিত হয় তাঁর আগমনের জন্য। তিনি মানব-জাতির সত্যিকার শাসক; রাজ্য তার পৃথিবীতে আল্লার রাজ্য। তাঁর প্রকৃতির প্রাচুর্য থেকে তিনি জীবন-সম্পদ বিতরণ করেন অন্যের উপর এবং নিকটতর করেন তাদেরকে। যতোই আমরা অগ্রসর হই বিবর্তনের পথে, তাঁর নিকটতর হই আমরা ততোই। তাঁর নিকটতর হয়ে আমরা উন্নীত করি নিজেদেরকে জীবনমানে। মানবতার মানসিক ও দৈহিক ক্রমবর্ধন তাঁর জন্মের পূর্বাবস্থা। বর্তমানে তিনি শুধু একটি আদর্শ কিন্তু মানবতার ক্রমবিবর্তন এমন এক জাতির জন্মের সম্ভাবনা আনছে যারা কম বেশী ক'রে অতুলনীয় সত্তার সমন্বয়ে হবে তাঁর যোগ্য জনকজননী। এইভাবে পৃথিবীতে আল্লার রাজ্য মানে কম বেশী ক'রে অতুলনীয় সত্তাসমূহের এক সাধারণতন্ত্র, যার নায়ক পৃথিবীর

* মানুষের ভেতর ঐশী প্রতিনিধিত্বের শক্তি নিহিত আছে। আল্লাহ কোরাণে বলেছেন,—"ওগো আমি প্রেরণ করবো এক প্রতিনিধি (খলিফা) বিশ্বের বুকে। ২:২৮

সর্বোত্তম স্বতন্ত্র সত্তা। নীটুশের এম্নি একটা আদর্শ জাতির ধারণা ছিলো, কিন্তু তার নাস্তিকতা ও অভিজাত মতবাদ সমস্ত ধারণাটাকে বিনষ্ট করেছিলো।”

“আস্‌রারে খুদী” পাঠকদের মনের উপর নিশ্চিত ছায়াপাত কর্‌বে। এই কাব্যের দর্শন একটু আলাদাভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এর চিন্তা ও বর্ণনার উচ্চতা অস্পষ্টতর, এর হৃদয়ের ঔজ্জ্বল্য ভাব ও কল্পনাকে করে অনুজ্জ্বল এবং তা' হৃদয়কে জয় করে মনের অধিকার লাভের পূর্বেই। এই কাব্যের শিল্পনৈপুণ্য অনন্য-সাধারণ। এর অনেক অধ্যায় পাঠকের মনে এমনভাবে অংকিত হ'য়ে যায় যে, খুব সহজে ভোলা যায় না। আদর্শ মানুষের বর্ণনা ও শেষ প্রার্থনাটি এদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। জালাল-উদ্‌দীন রুমীর মতো ডাঃ ইক্‌বালও তাঁর বর্ণনাকে সতেজ কর্‌বার জন্য কাহিনীর অবতারণা করেছেন সর্বত্র।

ইক্‌বালের প্রশংসায় বলা হয়েছে,—“ইক্‌বাল আমাদের মাঝে এসেছেন মসিহের মতো, তিনি মৃতকে দান করেছেন জীবন-ধারা।” ইক্‌বালের কাব্যের মূল সুরটি অনেক পাঠকের কাছে অস্পষ্ট মনে হয়, কিন্তু কবির চিন্তাধারার সাথে নিবিড় পরিচয় ঘট্‌লে সে অস্পষ্টতা আর থাকে না।

তাঁর কথা আরো বলা হয়েছে,—“তিনি তাঁর যুগের মানুষ, তিনি অনাগত যুগেরও মানুষ, আরো তিনি তাঁর নিজের যুগের সাথে ঐক্যহীন মানুষ।” একথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, ইক্‌বালের দর্শন-ধারা মুস্‌লিম জাতির জীবনে একটা গতির সূচনা করেছে।

বাঙালী পাঠকদের কাছে ইক্‌বালের দার্শনিক মতবাদ সুপরিচিত ক'রে তোলাই এ অনুবাদের লক্ষ্য। মূলকাব্যের ভাব বজায় রাখার জন্যই গদ্য-কাব্যে এর অনুবাদ করেছি, একে ছন্দোবদ্ধ কর্‌তে চেষ্টা

করিনি। যদি এ অনুবাদ পাঠককে আনন্দ দান করে, তার কৃতিত্ব মহাকবি ইক্‌বালের ; আর যদি কোথাও তাদেরকে আশানুরূপ আনন্দ দান না করে, সে ত্রুটি অনুবাদকের।

মূল গ্রন্থ প্রকাশের পর তিন দশক অতীত হ'য়ে গেলো। এর মধ্যে "আস্‌রারে খুদী"র বাঙলা অনুবাদ প্রকাশের কোনো প্রচেষ্টা হয়েছে ব'লে জানি না। মূল গ্রন্থ প্রকাশের পাঁচ বছরেব মধ্যে বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় এর অংশ-বিশেষ অনুবাদ করা হয়েছে এবং একমাত্র ইংরেজী ভাষায়ই এর সম্পূর্ণ অনুবাদ ইতিপূর্বে বেরিয়েছে। বাঙলা সাহিত্যের এই অভাব পূরণের জন্য আমার এ দীন প্রচেষ্টা। সাফল্য বিচারের ভার আমার সহৃদয় পাঠকপাঠিকাদের উপর।

কবি-বন্ধু আহ্‌সান হাবীবের অনুপ্রেরণায় এ অনুবাদ আরম্ভ করি। আজ এ অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশের দিনে তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি। কবি গোলাম মোস্তাফা. ফরুরুখ আহমদ, মতিউল ইস্‌লাম, অশোকচন্দ্র রায়, জিতেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ সুধীগণ আমায় উৎসাহ দিয়েছেন। ফরুরুখ আহমদ মহাকবি ইক্‌বালের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখে দিয়ে আমায় গৌরবান্বিত করেছেন। পরম স্নেহভাজন কিশোর বন্ধুদের কাছ থেকেও যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছি। সানন্দে এঁদের সকলের ঋণ স্বীকার করছি। অগ্রজপ্রতীম মওলবী আবদুল জব্বার সাহেব এর মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করেছেন। তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রীতি।

ইক্‌বাল সাহিত্যের 'রস-পিপাসুগণকে এ অনুবাদ আনন্দ দান করলেই আমার শ্রম সার্থক।

'আজাদ' কার্যালয়
কলিকাতা
নভেম্বর, ১৯৪৫

সৈয়দ আবদুল মান্নান

# আস্‌রারে খুদী

## পূর্বাভাষ

বিশ্ব-উজ্জ্বলকারী সূর্য
যখন ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো রাত্রির বুকে
দস্যুর মতো,
আমার কান্নার অশ্রু
শিশির-সিক্ত ক'রে তুল্‌লো
গোলাব-পাপড়ির মুখ।
আমার অশ্রু
ধুয়ে নিয়ে গেলো নিদ্রা
নার্গিস্ ফুলের আঁখি থেকে,
আমার অনুরাগ
জাগ্রত করে দিলো তৃণরাজিকে
আর কর্‌লো তাদেরকে বর্ধিষ্ণু।

মালী পরীক্ষা কর্‌লে
আমার সংগীতের শক্তি,
সে বপন কর্‌লে আমার সংগীত
আর আহরণ কর্‌লে একখানি তরবারি।
মৃত্তিকার বুকে
সে বপন কর্‌লো আমার অশ্রুর বীজ,
বয়ন কর্‌লো আমার আর্তনাদ
বাগিচার সাথে
তাঁতের সূতার মতো।

যদিও আমি একটি ক্ষুদ্র পরমাণু মাত্র,
তবু অত্যুজ্জ্বল বিভাময় সূর্য আমারই ;
বক্ষোমাঝে আমার
শতেক পূর্বাশার আলো।
আমার ধূলিকণা
জামশেদের সুরাপাত্রের চাইতে উজ্জ্বলতর,
সে জানে সেই সব পদার্থকে
যারা আজও জন্ম নেয়নি এই বিশ্বে।
আমার চিন্তাধারা
ছিনিয়ে এনেছে এক মৃগীকে,
যে আজও ছু'টে আসেনি প্রকাশমান হয়ে
অনস্তিত্বের অন্ধকার থেকে।

সুন্দর আমার বাগিচা,
পত্রপুট তার তারুণ্যে সবুজ ;
আমার পরিচ্ছদের মাঝে
লুক্কায়িত আছে
কতো অস্ফুট গোলাব
মূক ক'রে দিয়েছি আমি সেই গায়কমণ্ডলীকে
যারা মিলিত হ'য়েছিলো
এক জল্‌সায়,
আঘাত দিয়েছি আমি
সারা বিশ্বের হৃদয়-গ্রন্থিতে,
কারণ আমার প্রতিভার বাঁশীতে
নিহিত রয়েছে
এক অভূতপূর্ব সুর ;
সংগীত আমার নূতনতম
আমার সংগীদের কাছেও।

জন্ম নিয়েছি আমি এই ধরিত্রীর বুকে
নবীন সূর্যের মতো,
আকাশের নীহারিকা-লোকের সাথে
নেই আমার পরিচয় ;
এখনো আত্মগোপন করেনি তারকারাজি
আমার আলোকৈশ্বর্যের সম্মুখে,

আমার তাপমানের পারদ আজো হয়নি স্থির ;
আমার নৃত্যপর আলোকরশ্মি
আজো স্পর্শ করেনি সমুদ্রের বুক,
আমার রক্তিম আভা
আজো স্পর্শ করেনি পর্বতের শিখর।

অস্তিত্বের আঁখি
আজো নহে পরিচিত
আমার কাছে ;
জাগ্রত হ'য়ে উঠি আমি কম্পায়মানভাবে,
ভীত আমি নিজকে প্রকাশ কর্‌তে।
আমার উষা সমাগত হোল
প্রাচী-র তোরণ থেকে
আর মিশে গেলো রাত্রির অন্ধকারে,
একটি নবীন শিশির বিন্দু
পড়্‌লো বিশ্ব-গোলাবের মুখে।
প্রতীক্ষা কর্‌ছি আমি সেই ভক্তদের
যারা উত্থান করে উষালোকে ;
ওগো সুখী তারাই,—
যারা পূজা কর্‌বে আমার অন্তরের অগ্নিকে !

প্রয়োজন নেই আমার আজ্‌কের মানুষের কর্ণের,
আমি বাণী
অনাগত যুগের কবির।
হৃদয়ংগম করে না আমার বাণীর গূঢ় অর্থ
আমার নিজের যুগ,
ইউসুফ আমার এই বাজারের জন্য নয়!
হতাশ আমি আমার প্রাচীন সংগীদের জন্য;
আমার সিনাই দগ্ধ হয়
সেই মুসার জন্য—
যে আস্‌বে ভবিষ্যতে।

সমুদ্র তাদের শান্ত নিস্তরংগ
শিশিরের মতো,
কিন্তু শিশির আমার ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ
মহাসমুদ্রের মতো।
আমার সংগীত আর এক পৃথক জগতের
তাদের থেকে;
এই বংশী আহ্বান ক'রে আর সব পথচারীকে
পথ ধর্‌বার জন্য।

জন্ম নিয়েছিলো কতো কবি
তার মৃত্যুর পরে,

খু'লে দিয়েছিলো আমাদের আঁখি
যখন তার নিজের আঁখি হোল নিমিলিত।
চল্‌তে লাগলো আবার সম্মুখের দিকে
অনস্তিত্ব থেকে,
ফুটনোন্মুখ গোলাবের মতো
তার সমাধি-মৃত্তিকার উপর।
যদিও কতো কাফেলা
অতিক্রম ক'রে গেছে এই মরুভূমি,
তারা চলেছিলো,
যেমন চলে উষ্ট্র
নিঃশব্দ পাদক্ষেপে।

আমি একজন প্রেমিক ;
উচ্চ নিনাদ আমার ধর্ম ;
রোজ কেয়ামতের চীৎকার
আমার কাছে তোষামোদ।
আমার সংগীত
তন্ত্রীর শক্তিকে করেছে অতিক্রম
তবু আমার ভয় নেই বাঁশী ভেঙে যাবার।
আমার স্রোতের সাথে পরিচয় না হওয়াই ছিলো ভালো
সেই বারি-বিন্দুর,
তার ভয়ংকর রূপ বরং উন্মাদ ক'রে দেবে
মহাসমুদ্রকে।

কোনো নদী
ধর্‌তে পার্‌বে না আমার ওমানকে ;
সমস্ত সমুদ্রের প্রয়োজন
ধ'রে রাখ্‌তে আমার বাত্যা।

যদি কুঁড়ি প্রস্ফটিত হ'য়ে
না হয় গোলাবের আস্তরণ,
কোনো মূল্য নেই
আমার বসন্ত-মেঘের করুণার।

বিদ্যুৎ-ঝলক তন্দ্রাবিভূত হ'য়ে আছে
আমার আত্মার ভিতরে।

ব'য়ে চলি আমি
পর্বত ও সমতলের উপর দিয়ে।

যুদ্ধ কর আমার সমুদ্রেব সাথে,
যদি তুমি হও সমতলক্ষেত্র ;
গ্রহণ করো আমার বিদ্যুৎ-চমক,
যদি তুমি হও সিনাই।

আমায় দেওয়া হয়েছে আবে-হায়াত
পান কর্‌তে,
আমি হয়েছি মহাজ্ঞানী
জীবন-রহস্যের।

ধূলিজাল শক্তি সঞ্চয় করেছে
আমার অগ্নি-গীতি থেকে ;
বিস্তার করেছে সে তার পক্ষ,
পরিণত হয়েছে খদ্যোতে।
কেউ বলেনি সেই রহস্য, যা'বল্‌বো আমি,
অথবা বিস্তার করেনি চিন্তার রত্ন
আমার মতো।

এসো,—
যদি তুমি জান্‌তে চাও
চিরন্তণ জীবন-রহস্য !
এসো,—
যদি তুমি চাও
স্বর্গ-মর্ত্যকে জয় কর্‌তে !
স্রষ্টা শিখিয়েছেন আমায়
এই সংগীত,
আমি পারি না তা' গোপন করতে
আমার সংগীদের কাছ থেকে।

ওগো সাকী !
ওঠ,—ঢালো সুরা আমার পাত্রে,
কালের কোলাহলকে করো দূরীভূত
আমার অন্তর থেকে !

জম্‌জম্ থেকে ব'য়ে আসে
যে উজ্জ্বল সুরা,
যদি ভিখারীও করে তার পূজা
সে হ'য়ে উঠ্‌বে রাজ্যেশ্বর।

তা'তে চিন্তাকে ক'রে তোলে
আরো প্রশান্ত—জ্ঞানময়,
তীক্ষ্ণ আঁখিকে ক'রে তোলে তা' তীক্ষ্ণতর।

তৃণকে সে প্রদান করে পর্বতের ভার,
শৃগালকে দেয় সিংহের শক্তি।

ধূলিকণাকে তা' তু'লে নেয় সপ্তর্ষি-মণ্ডলে,
আর বারিবিন্দু ফু'লে উ'ঠে
ধারণ ক'রে সমুদ্রের আকার।

রোজ কেয়ামতের কোলাহলের মাঝে
আনে সে গভীর নিস্তব্ধতা
তিতির পক্ষীর পদযুগল রঞ্জিত করে সে
বাজ পক্ষীর শোণীতে।

ওঠ,—ঢালো আমার পিয়ালায়
স্বচ্ছ সুরা,
এনে দাও চন্দ্রালোক
আমার চিন্তার অন্ধকার নিশীথিনীর বুকে,

যেনো আমি পারি
ফিরিয়ে আন্‌তে মুসাফেরকে তার গৃহে,
আলস্যপরায়ণদের মাঝে আন্‌তে পারি
অশান্ত ব্যাকুলতা ;
যেনো এগিয়ে যেতে পারি উৎসাহের সাথে
নূতনের সন্ধানে—
আর পরিচিত হোতে পারি
নূতনের অগ্রদূতরূপে ;
অক্ষি-তারকার মতো হোতে পারি
অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন মানবের কাছে,
যেনো প্রবিষ্ট হোতে পারি বিশ্বের কর্ণে
কণ্ঠস্বরের মতো ;
বর্ধন করতে পারি কাব্যের মূল্য,
আর অভিষিক্ত কর্‌তে পারি
শুষ্ক গুল্মকে
আমার অশ্রুবিন্দু-পাতে।

রুমীর প্রতিভায় অনুপ্রাণিত আমি
আবৃত্তি ক'রে যাই গোপন রহস্যের মহাগ্রন্থ।
আত্মা তার জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড,
আমি শুধু স্ফুলিংগ—
যা জ্বলে ওঠে মুহূর্তের জন্য।

জ্বলন্ত দীপশিখা তাঁর
গ্রাস করেছে আমায় পতংগের মতো,
তাঁর স্থরা
কানায় কানায় পূর্ণ করেছে আমাব পিয়ালা।
রুমী স্বর্ণে পরিণত ক'রেছিলেন
আমাব মৃত্তিকাকে,
আব আমাব ভস্মকে ক'বেছিলেন
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড।
বালুকণা উ'ঠে এলো মরুভূমি থেকে,
যেনো সে ছিনিয়ে আনতে পারে
সূর্যের ঔজ্জ্বল্য।

আমি একটি তরংগ,
আস্‌বো আমি বিশ্রাম নিতে
তাঁর সমুদ্র-বুকে,
যেনো আমি আপনার ক'রে নিতে পারি
তার দীপ্তিমান মুক্তারাজি।
আমি তাঁর সংগীতের স্থরায় মাতাল,
জীবন সঞ্চয় কবি আমি
তাঁর বাণীর হাওয়া থেকে ঃ

তখন রাত্রি,
অন্তর আমার শোকোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ,
নিস্তব্ধতার বুক ভ'রে দিলো
আমার ফর্‌ইয়াদ
বিশ্বপ্রভুর কাছে।
অভিযোগ কর্‌ছিলাম আমি
বিশ্বের দুঃখ-ব্যথার জন্য,
বিলাপ কর্‌ছিলাম
আমার পিয়ালার শূন্যতায়।
অতঃপর আঁখি আমার
পার্‌লো না আর সহ্য কর্‌তে,
পরিশ্রান্ত হ'য়ে অচেতন হ'য়ে পড়্‌লো
গভীর ঘুমে।
আবির্ভূত হোলেন সেই পীর,
সত্যের উপাদানে যিনি গঠিত,—
লিখেছিলেন যিনি কোরাণ ফার্‌সী ভাষায়।

বল্‌লেন তিনি,—
"ওগো উন্মত্ত প্রেমিক,
পান ক'রে নেও প্রেমের স্বচ্ছ সুরা।
আঘাত করো তোমার হৃদয়-গ্রন্থিতে,
জাগিয়ে তোল তা'তে উদাত্ত সুর,

নিক্ষেপ করো তোমার মস্তক পিয়ালায়
আর তোমার আঁখি অস্ত্রমুখে !
ক'রে তোল তোমার হাস্য
শতেক দীর্ঘশ্বাসের উৎসমুখ,
মানবের অন্তর হোক্ রক্তাক্ত
তোমার অশ্রুজলে।
কতোকাল থাক্‌বে তুমি নীরব
কুঁড়ির মতো ?
বিক্রয় করো তোমার সুরভী সুলভে
গোলাবের মতো !

জিহ্বা তোমার আড়ষ্ট বেদনায় ;
নিক্ষেপ করো নিজকে অনল-কুণ্ডে
ইন্ধনের মতো !
ঘণ্টার মতো ভংগ করো নিস্তব্ধতা,
আর প্রত্যেক অংগ-প্রত্যংগ থেকে
উচ্চারণ করো বিলাপ-ধ্বনি !

তুমি অগ্নি ঃ
পরিপূর্ণ করো সারা বিশ্ব
তোমার আলোয়।
দগ্ধ করো অপরকে তোমার দাহনে !

ঘোষণা করো রহস্য
সেই প্রাচীন সুরা-বিক্রেতার ; *
তুমি হও সুরার তরংগ,
স্বচ্ছ পিয়ালা হোক্ তোমার বসন।

চূর্ণবিচূর্ণ করো ভয়ের দর্পণকে,
বোতল ভেংগে দাও বাজারের মধ্যে !
নলের বাঁশীর মতো
নিয়ে এসো বাণী নল-বন থেকে ;
মজ্‌নুর কাছে ব'য়ে আন সন্দেশ
লায়লার কাছ থেকে !
সৃষ্টি করো নূতন ধারা তোমার সংগীতের,
ঐশ্বর্যশালী করে তোল সমাজকে
তোমার উদ্যমে।

ওঠ, প্রেরণা দাও আবার
প্রত্যেক জীবিত আত্মাকে ;
বলো,—'জাগ্রত হও,'—
আর তোমার বাণীর যাদুতে
জেগে উঠুক্ জীবন্ত আত্মা !

* 'সুরা' মানে এখানে ঐশী প্রেমের রহস্য।

ওঠ,—বাড়িয়ে দাও তোমার চবণ
অন্যতর পথে ;
দূব করো সব অতীতের
এক-ঘেয়েমীর তন্দ্রা !
সংগীতেব আনন্দের সাথে হও পরিচিত ;
ওগো কাফেলার ঘণ্টা,
জেগে ওঠ !”

বক্ষ আমাব আলোকোজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো
এই বাণীতে,
উৎসাহে উদ্দীপনায় ফুলে উঠ্‌লো
বংশীর মতো ;
আমি জেগে উঠ্‌লাম,—
যেমন ক'রে জাগে সংগীত তন্ত্রী থেকে,
নির্মাণ কব্‌তে এক ফিরদাউস্‌
মানব-কর্ণের জন্য ।
তু'লে দিলাম আমি পর্দা
আত্মার রহস্যের,
খু'লে দিলাম তার বিস্ময়কর গোপন-তত্ত্ব ।
সত্তা ছিলো আমার একটি অসমাপ্ত মূর্তি,
অসুন্দব, মূল্যহীন, অশোভন ।

প্রেম কর্‌লো আমায় পূর্ণ ঃ
আমি হোলাম মানুষ,
জ্ঞান লাভ কর্‌লাম বিশ্ব-প্রকৃতির।
দেখেছি আমি আকাশের স্নায়ুসমূহের গতি,
চন্দ্রের শিরায় প্রবাহিত
শোণিত-ধারা।
কতো রাত্রি ধ'রে
ক্রন্দন করেছি আমি মানবের জন্য
যেন আমি ছিঁ'ড়ে ফেল্‌তে পারি
জীবন-রহস্যের পর্দা ;
তু'লে আন্‌তে পারি জীবনের গঠন-রহস্য
প্রকৃতির বিজ্ঞানাগার থেকে।

আমি সৌন্দর্য বিতরণ করি রাত্রিকে
চন্দ্রের মতো,
আমি শুধু ধূলিকণার মতো ভক্তি-বিনত
সত্য ধর্মের কাছে—
(ইস্‌লামের কাছে),
যে ধর্ম বহু পরিচিত পর্বতে প্রান্তরে,
জ্বালিয়ে দেয় যে মানব-হৃদয়ে
অমর-সংগীতের অগ্নি—

সে বপন করেছিলো একটি ক্ষুদ্র পরমাণু,
তু'লে নিয়ে গেলো একটি সূর্য,
ফসল তার শত শত কবি
রুমী-আত্তারের মতো।

আমি একটি দীর্ঘশ্বাস ঃ
উত্থান করবো আমি আকাশের উচ্চতায় ;
আমি ধূমমাত্র,
তবু উত্থান আমার
জ্বালাময় অগ্নি থেকে।
উচ্চ চিন্তা দ্বারা ঊর্ধে চালিত হ'য়ে
লেখনী আমার
প্রকাশ করছে সেই রহস্য,
যা' লুক্কায়িত ছিলো এই পর্দার অন্তরালে,
যেনো একটি বিন্দু হোতে পারে
সমুদ্রের সমতুল,
আর বালু-কণা পরিণত হয় সাহারায়।

কাব্য-সৃষ্টি নয় এ মস্‌নভির লক্ষ্য
এর লক্ষ্য নয় সৌন্দর্য-পূজা
আর প্রেম সৃষ্টি।

ভারতবাসী আমি ;
ফার্সী নহে আমার মাতৃভাষা ;
অর্ধ চন্দ্রের মতো আমি, পিয়ালা নহে আমার পূর্ণ।

চেয়ো না আমার কাছে ভাব-প্রকাশের যাদু,
আশা করো না আমার কাছে
খানাসার ও ইস্ফাহান।

যদিও ভারতীয় ভাষা সুমিষ্ট
ইক্ষুর মতো,
তবু সুমিষ্টতর ফার্সী ভাষার ভংগি।

সৌন্দর্যে তার অন্তর আমার হোল আবিষ্ট,
লেখনী আমার হোল পল্লবের মতো
জ্বলন্ত কুঞ্জের।

আমার চিন্তাধারার ঐশ্বর্যের জন্য
শুধু ফার্সীই হোল এর বাহন।

ওগো পাঠক,
দোষ দিওনা আমার সুরাপাত্র দেখে,
গ্রহণ করো অন্তর দিয়ে
এই সুরার স্বাদ।

# প্রথম অধ্যায়

[ বিশ্বের গতিবারাব মূল উৎস আত্মা। প্রতিটি মানবেব জীবনেব ধারাবাহিক গতি নিভর কবে আত্মাকে শক্তিশালী ক'রে তোলাব উপরে। ]

**অস্তিত্বের রূপ হোল আত্মার পরিণাম,**
সব কিছুই আত্মার রহস্য —
যা দেখ্ছো তুমি,
জাগ্রত হোল যখন আত্মা চৈতন্যে
প্রকাশ কর্লে সে
চিন্তার বিশ্ব।
নির্যাসে তার শত বিশ্ব লুক্কায়িত :
আত্ম-অনুভূতি আনয়ন করে বে-খুদীকে
প্রকাশ আলোকে।

আত্মা দ্বারা
ধরিত্রীর বুকে রোপিত হয়
বিরোধের বীজ :
অনুভব করে সে তার নিজেকে
অন্যতর রূপে
তার নিজের থেকে।

গঠন করে সে আপনার থেকে
অপরের রূপ
বর্ধন করার জন্য
দ্বন্দ্বের আনন্দ।

এতো হত্যা আপনার বাহু-বলে
যেন সে অনুভব কর্‌তে পারে
আপনার শক্তি।

তার আত্ম-প্রবঞ্চনা হোল
জীবনের নির্যাস ;
সে বেঁচে থাকে রক্ত-ধারায় স্নান করে
গোলাবের মতো।

সে ধ্বংস করে শতেক গোলাব-বাগিচা
একটি মাত্র গোলাবের জন্য ;
জাগিয়ে তোলে শতেক আর্ত-বিলাপ
একটি মাত্র সুর সৃষ্টির জন্য।

এক আকাশের জন্য
সে প্রকাশ করে শতেক নবচন্দ্র,
একটি বাণীর জন্য শত শত কথার মালা,
এই অপব্যয় ও নিষ্ঠুরতার কৈফিয়ৎ
রূপ দেওয়া আর পূর্ণ ক'রে তোলা
আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যকে।

শিরীঁর সৌন্দর্য সমর্থন করে
ফর্‌হাদের যাতনা,
একটি মাত্র মৃগনাভি সমর্থন করে
শতেক কস্তুরী-মৃগের মৃত্যু।

পতংগের ভাগ্য
আত্মবিসর্জন করা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে,
তার এ শাস্তি সমর্থন করে প্রদীপ।

আত্মার তুলি
চিত্রিত করে বর্তমানের শতেক দিবসকে
এগিয়ে আনতে ভবিষ্যতের
একটি মাত্র পূর্বাশা।

অগ্নি তার দগ্ধ করেছে শতেক ইব্রাহিমকে
প্রজ্জ্বলিত কর্‌তে মুহাম্মদের একটি প্রদীপ।

কর্তা, কর্ম, কার্য, কারণ—
সব কিছুই রূপ সেই কর্মের উদ্দেশ্যের।
আত্মা হয় জাগ্রত, প্রোজ্জ্বল, পতনশীল,
আবার হয় বিভাময়, জীবন্ত,
সে হয় দগ্ধ, আলোময়, চলমান ও উড়ন্ত।
সময়ের বিস্তৃতি তার লীলাক্ষেত্র ;
স্বর্গ তার পথের ধূলি-তরংগ।

তার গোলাব-বাগ থেকে
বিশ্ব হয় গোলাবে ভরপূর ;
রাত্রি জন্ম নেয় তার নিদ্রায়,
দিন জেগে ওঠে তার জাগরণে।
বিভক্ত করেছে সে তার অগ্নিকুণ্ডকে স্ফুলিংগে
আর জ্ঞানকে শিখিয়েছে
বৈশিষ্ট্যের পূজা।

সে ধ্বংস করেছে নিজেকে
আর সৃষ্টি করেছে পবমাণু,
সে বিস্তৃত হয়েছে ক্ষণিকের জন্য
আর সৃষ্টি করেছে বালুকারাশি।
তারপর সে তার ব্যপ্তিতে হোল ক্লান্ত,
আবার একত্রীভূত হ'য়ে হোল
পর্বতমালা।
এই হোল আত্মার প্রকৃতি
নিজেকে প্রকাশমান করতে ঃ
প্রতি পরমাণুতে
আত্মার শক্তি রয়েছে তন্দ্রালস।

শক্তি—যা' রয়েছে অপ্রকাশ ও নিষ্ক্রিয়
কর্মশক্তিকে করে সুশৃংখল।

বিশ্ব-জীবন যতো বেশী করে আসে
আত্মশক্তি থেকে,
জীবন ততোই এই শক্তির সা.থ রাখে সামঞ্জস্য।
একটি জল-বিন্দু যখন লাভ করে আত্মার শিক্ষা
তার অন্তরে,
সে তার মূল্যহীন সত্তাকে ক'রে তো.ল একটি মুক্তা।

সুরা রূপহীন,
কারণ 'অহম্' তার দুর্বল ;
সে তার রূপ পরিগ্রহণ করে
পাত্রের করুণায়।
যদিও সুরাপাত্র গ্রহণ করে রূপ
তবু সে ঋণী আমাদের কাছে
তার গতির জন্য।
পর্বত যখন হারিয়ে ফেলে
তার আপনাকে,
পরিণত হয় সে বালুকায়,
আর অভিযোগ করে যে সমুদ্র স্ফীত হ'য়ে ওঠে
তার উপরে ;
তরংগ,—যতোদিন থাকে সে
সমুদ্র-বক্ষে তরংগ হ'য়ে,
আরোহী হোতে পারে সমুদ্র-পৃষ্ঠে।

আলোক গ্রহণ কর্‌লে চক্ষুর রূপ
আর দিগ্বিদিক চল্‌তে লাগ্‌লো
সৌন্দর্যের সন্ধানে।
তৃণ যখন পেলো তার আত্মার ভিতরে
বর্ধনের শক্তি,
তার আকাংখা বিদীর্ণ ক'রে দিল বাগিচার বুক।
মোমবাতি তার নিজেকে কর্‌লে একত্রীভূত
আর গ'ড়ে তুল্‌লে তার আপনাকে
পরমাণু থেকে;
তারপর সে লাগ্‌লে গল্‌তে
আর আপনার সত্তা থেকে পলায়ন করতে,
বেয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লে সে আপনার আঁখি থেকে
অশ্রুর মতো।

যদি অংগুরিয়ের প্রস্তরাধার হোত
স্বভাবতঃই আত্ম-সংরক্ষিত,
ভোগ কর্‌ত না সে আঘাত;
কিন্তু যখন শিরোনামা দ্বারা
হয় তার মূল্য নিরূপিত,
স্কন্ধ তার আহত হয় অন্যের নামের বোঝায়।
যেহেতু বিশ্ব রয়েছে দৃঢ়রূপে স্থিত
তার আপন ভিত্তিতে,

বন্দী চন্দ্র ঘু'রে চলে তার চারিদিকে
নিরবচ্ছিন্ন গতিতে।
সূর্যের সত্তা বলিষ্ঠতর
পৃথিবীর চেয়ে
বিশ্ব তাই আপন-ভোলা
সূর্যের আঁখির আলোয়।
রক্তবর্ণ বীচের * রঙের মহিমা
নিবদ্ধ করে আমাদের আঁখিযুগ,
পর্বত হয় ঐশ্বর্যশালী
তার গৌরবে ঃ
পরিচ্ছদ তার অগ্নিতে বোনা,
মূল তার একটী আত্ম-প্রত্যয়শীল বীজের মধ্যে।

জীবন যখন শক্তি সঞ্চয় করে
আত্মা থেকে,
জীবন-তটিনী বিস্তার লাভ করে
সমুদ্রের মহত্বে।

* বীচ—বৃক্ষবিশেষ।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

[ আত্মার জীবন স গৃহীত হয় আদর্শ গঠন আর তাকে জন্ম দেবার ভেতর থেকে।

জীবন সংরক্ষিত হয় উদ্দেশ্য দ্বারা,
কাফেলার বাঁশী বাজে অবিরাম
গন্তব্য পথের সীমানায় পৌঁছবার জন্য।
চাওয়ার মাঝেই মানুষের জীবন,
উৎস-মূল তার লুক্কায়িত আকাংখার ভিতরে।
আকাংখাকে রাখো জীবন্ত ক'রে
তোমার অন্তর-তলে,
পাছে তোমার ক্ষুদ্র ধূলিকণা
পরিণত হয়
সমাধি-মৃত্তিকায়।

এই গন্ধ-বর্ণে-ভরা বিশ্বের আত্মাই হোল
অন্তরের আকাংখা,
আকাংখার বাস-ভূমি
লুক্কায়িত প্রতি পদার্থের প্রকৃতিতে।
আকাংখা নৃত্যপর ক'রে তোলে
বক্ষোমধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডকে,

ঔজ্জ্বল্য তার জ্যোতিষ্মান ক'রে তোলে বক্ষকে
দর্পণের মতো।
বিশ্বকে সে দান করে শক্তি
ঊর্ধ্বমুখে উত্থানের !
মুসার অনুভূতির কাছে
সে হোল খেজুরের মতো !
অন্তর আহরণ করে তার জীবন
এই আকাংখার অগ্নি থেকে,
যখন সে পায় জীবন,
তখনই মৃত্যু হয় সব কিছুর
যা' অসত্য।

যখন তার আকাংখা সৃষ্টিতে
সে হয় বিরত
ভগ্ন হ'য়ে যায় তার পক্ষ,
কর্‌তে পারে না সে উত্থান।
আকাংখা আত্মাকে রাখে চিরজাগ্রত,
সে হচ্ছে অশান্ত-চঞ্চল তরংগ
আত্মার মহাসমুদ্রে।
আকাংখা একটি ফাঁদ
আদর্শকে ধ'রে রাখবার,
কর্মগ্রন্থকে বেঁধে রাখ্‌বার যন্ত্র।

আকাংখার অপলাপ
নির্মম মৃত্যু
জীবন্তের কাছে,
যেমন উত্তাপের অভাব
নির্বাপিত করে অগ্নি-শিখা।

•

কোথায় আমাদের জাগ্রত চক্ষুর উৎসমুখ?
আমাদের দর্শনের আনন্দ
নিয়েছে দৃশ্যমান রূপ।
তিতির পক্ষীর পদযুগ জন্ম নিয়েছে
তার চলার অপরূপ ভংগি থেকে,
বুলবুলের চঞ্চু তার সংগীতের আনন্দ থেকে।
নল তখনই হয়েছে সুখী,
যখন সে পরিত্যাগ করেছে
তার জন্মভূমি—
নলবন;
তখনই কারামুক্ত হয়েছে তার সংগীত
যা' ছিলো বন্দী।

সেই অন্তরের অন্তঃসার কি—
যে সন্ধান ক'রে ফেরে নব নব আবিষ্কারকে,
উত্থান করতে চায় ঊর্ধলোকে?

জান তুমি—কোথায় এ রহস্যের কারণ ?
সে হোল আকাংখা, যে জীবনকে করে ঐশ্বর্যশালী,
মন তার গর্ভের সন্তান।
সমাজের গঠন, তার রীতি আর
আইন-কানুন কি ?
কি এই বিজ্ঞানের অপূর্ব শক্তির রহস্য ?

একটি আকাংখা তার নিজের শক্তিতে
হৃদয়ংগম ক'রেছিলো নিজকে,
অন্তর বিদীর্ণ ক'রে বাইরে এসে সে
পরিগ্রহণ করেছিলো রূপ

নাক, হাত, মস্তিষ্ক, চক্ষু এবং কর্ণ,
চিন্তা, কল্পনা, ভাব, স্মৃতি এবং বোধ,—
সব কিছুই অস্ত্র জীবনের আবিষ্কার
আত্ম-সংরক্ষণের জন্য
তার বিরাম-হীন সংগ্রামে

বিজ্ঞান ও কলার লক্ষ্য নয় জ্ঞান,
বাগিচার লক্ষ্য নয়
কুঁড়ি আর ফুল !

বিজ্ঞান হোল একটি যন্ত্র আত্মসংরক্ষণের,
বিজ্ঞান একটি পন্থা
আত্মাকে শক্তিশালী কর্‌বার।
বিজ্ঞান ও কলা জীবনের ভৃত্য,
যে ভৃত্য জন্ম নিয়েছে ও পালিত হয়েছে
তার আপন গৃহে!

জাগ্রত হও,
ওগো যারা জীবন-রহস্যের কাছে অপরিচিত,
আদর্শের সুরা-রসে প্রমত্ত হ'য়ে ওঠ জেগে;
আদর্শ—পূর্বাশার আলোকে সমুজ্জ্বল,
প্রজ্জ্বলিত অগ্নি আল্লাহ্‌ ব্যতীত সকলের কাছে,
যে আদর্শ স্বর্গের চেয়ে উচ্চতর,
যে জয় কর্‌বে, মুগ্ধ কর্‌বে, যাদু কর্‌বে
মানুষের আত্মাকে;
প্রাচীন মিথ্যার যে ধ্বংসকারী;
যে সংক্ষোভে পরিপূর্ণ,
রোজ কেয়ামতের প্রতিরূপ।

বেঁচে আছি আমরা আদর্শ গঠন দ্বারা,
উজ্জ্বল হ'য়ে আছি আমরা
আদর্শের সূর্যালোকে

# তৃতীয় অধ্যায়

[ আত্মাকে শক্তিশালী ক'রে তোলে প্রেম ]

একটি অতি সূক্ষ্ম আলোক-বিন্দুর নাম আত্মা,
সেই হোল জীবনালোক
আমাদের ধূলিরাশির ভিতরে।

প্রেম দ্বারা হয় সে অধিকতর স্থায়ী,
অধিকতর জীবন্ত, জ্বলন্ত, প্রোজ্জ্বল।
প্রেম থেকে হয় বিচ্ছুরিত
তার সত্তার আলোক,
সে অজ্ঞাত সম্ভাবনাকে
দেয় পূর্ণতা।

প্রকৃতি তার সংগ্রহ করে অগ্নি প্রেম থেকে,
প্রেম শিক্ষা দেয় তাকে
বিশ্বকে আলোময় করতে।

প্রেম তরবারি এবং খড়্গকে করে না ভয়,
আব-হাওয়া আর মৃত্তিকা থেকে
নহে তার জন্ম।

প্রেম বিশ্বে আনয়ন করে শান্তি আর সংগ্রাম,
জীবনের উৎস হোল প্রেম,
প্রেমই মৃত্যুর ভয়াল কৃপাণ।
কঠিনতর পর্বত হয় প্রকম্পিত প্রেমের ঔজ্জ্বল্যে,
ঐশ্বরিক প্রেম পরিণত হয় পরিপূর্ণ ঈশ্বরে!

শিক্ষা করো প্রেম আর প্রেমাস্পদের সন্ধান ঃ
সন্ধান কর আঁখি নূহের আর
অন্তর আয়ূবের।
তোমার ধুলি-মুষ্টিকে পরিণত কর স্বুবর্ণে,
চুম্বন করো এক পরিপূর্ণ মানবের
প্রবেশ-পথ!
প্রজ্জ্বলিত কর তোমার বাতি
রুমীর মতো
আর দগ্ধ কর রুম তাব্‌রিজের অগ্নিতে। *
প্রেমাস্পদ লুকায়িত তোমার অন্তরে,
প্রদর্শন কর্‌বো আমি তাঁকে তোমার কাছে
যদি থাকে তোমার দর্শনের চক্ষু।
প্রেমিকেরা তাঁর স্বুন্দরের চাইতে স্বুন্দরতর,
মধুরতর, স্বুশ্রীতর, প্রিয়তর।

* এখানে দার্শনিক কবি জালালউদ্দীন রুমীর আত্মিক গুরু শাম্‌স্‌-ই-তাব্‌রিজকে বুঝানো হয়েছে।

আত্মা হয় বলশালী তাঁর প্রেমে,
ভূমির স্কন্ধ স্পর্শ করে
সপ্তর্ষিমণ্ডলকে।
নজদের ভূমি হ'য়েছিলো সমুজ্জ্বল
তাঁর গৌরবে,
সে লাভ কর্‌লো এক মহোল্লাস
আর উত্থান কর্‌লো আকাশের উচ্চতায়। *

মুস্‌লিমের অন্তঃকরণ মুহাম্মদের আবাস,
যত গৌরব আমাদেব,
মুহাম্মদের নাম থেকে।
সিনাই তাঁর গৃহের ধূলিরাশির আবর্ত মাত্র,
বাসভূমি তাঁর কাবার কাছেও তীর্থের মতো।
অনন্ত কাল তাঁর সময়ের একটি মুহূর্ত মাত্র,
বর্ধিত হয় এ অনন্ত কালের আয়ু
তাঁর অন্তঃসার থেকে!
ঘুমিয়েছিলেন তিনি তৃণের আস্তরণে,
কিন্তু লুণ্ঠিত হ'য়েছিলো খস্‌রুর রাজ মুকুট
তাঁর অনুগামীদের চরণতলে।

* নজদ্‌—আরবের উচ্চভূমি। বহু রোমাঞ্চকর প্রেমের কাহিনী এ দেশের সংগে বিজড়িত। লায়লা মজনুর প্রেমকাহিনী বিশ্ববাসীর কাছে অবিস্মরনীয় হয়ে থাক্‌বে।

তিনি গ্রহণ কর্‌লেন হেরা পর্বতের
নৈশ নিস্তব্ধতা
আর গঠন কর্‌লেন একটা রাজ্য, আইন
আর শাসক-মণ্ডলী।

কতো রাত্রি তাঁর কেটে গেছে
নিদ্রাহীন চোখে,
যেন ঘুমাতে পারে মুস্‌লিম পারস্য-সিংহাসনে।
যুদ্ধক্ষেত্রে লৌহ যেতো গলে
তাঁর তরবারির চমকে,
আর নামাযের সময়ে অশ্রু ঝর্‌তো তাঁর চোখে
বৃষ্টিধারার মতো।
প্রার্থনা কর্‌তেন যখন তিনি আল্লার সাহায্য,
তরবারি তার জওয়াব দিত—'আমীন',
আর ধ্বসে যেতো কতো রাজবংশ।
আন্‌লেন তিনি নবতর কানুন এই বিশ্বে।

প্রাচীন সাম্রাজ্যরাজিকে আন্‌লেন তিনি
সমাপ্তির দিকে।
দ্বার উদ্‌ঘাটন কর্‌লেন তিনি নবীন বিশ্বের
ধর্মের কুঞ্জিকা দ্বারা:

বিশ্ব-গর্ভে কোনদিন জন্ম নেয়নি
তাঁর মতো মহামানুষ।
দৃষ্টিতে তাঁর উচ্চনীচ ছিলো সমান,
বস্‌তেন তিনি আহারে তাঁর ভৃত্যের সাথে
এক বিছানায়।

তায়ী আমীর-কন্যা * হোল বন্দী
সমর-ক্ষেত্রে
আর আনীত হোল মহাপুরুষের সম্মুখে
চরণ যুগল তার শৃংখলাবদ্ধ, দেহ অনাবৃত,
লজ্জায় শির অবনত।
মহান নবী যখন দেখ্‌লেন তাকে অনাবৃত,
ঢেকে দিলেন তার মুখমণ্ডল
আপনার আচ্ছাদন দ্বারা।

আমরা অধিকতর উলংগ
তায়ী আমীর-কুমারীর চেয়ে,
অনাবৃত আমরা বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে।
ঈমান আমাদের তাঁরই উপর
রোজ কেয়ামতের দিনে,
এই বিশ্বেও শুধু তিনি আমাদের রক্ষক।

* আতিথ্য-পরায়ণ হাতেম তায়ীর কন্যা।

তাঁর অনুগ্রহ আর গজব
উভয়ই হচ্ছে করুণা ঃ
একটা হচ্ছে করুণা বন্ধুদের উপর,
অপর শত্রুর প্রতি।

খু'লেছিলেন তিনি করুণার দ্বার
দুশ্‌মনের কাছে,
মক্কায় প্রচার করেছিলেন বাণী ঃ
"কোন প্রতিশোধ নেওয়া হবে না
তোমাদের উপর।"

আমরা যারা জানিনা দেশের বন্ধন
আছি দৃষ্টির মতো এক
যদিও আলোক আসে তাঁর দু'চোখ থেকে
বাস করি আমরা হেজাজ, চীন ও পারস্যে ঃ
তবু আমরা শিশির-বিন্দুচয়
এক হাস্যোজ্জ্বল উষার।

মেনে চলি আমরা নির্দেশ সেই মক্কার সাকীর
একীভূত আমরা সুরারস আর পিয়ালার মতো।
দগ্ধ ক'রেছিলেন তিনি নির্মম দাহনে
যত আভিজাত্যের বিভেদ
অগ্নি তাঁর গ্রাস করেছিলো যতো মিথ্যা আর জঞ্জাল।

অসংখ্য দলবিশিষ্ট আমরা
গোলাবের মতো
কিন্তু খোশ্‌বু তার এক।

আত্মা তিনি এই সমাজের,
অদ্বিতীয় তিনি!
আমরা ছিলাম তার অন্তরের গোপন রহস্য ঃ
বাণী প্রচার করলেন তিনি নির্ভয়ে,
আর আমরা হোলাম অবতীর্ণ।
তার প্রেমের গীতি পরিপূর্ণ করেছে আমার নিঃশব্দ বংশী,
বক্ষে আমার আছ্‌ড়ে পড়ে
শতেক সংগীত-স্বর।

কি ক'রে বল্‌বো আমি
কি প্রেম জাগ্রত ক'রেছিলেন তিনি?
শুষ্ক কাষ্ঠরাশি ক্রন্দন ক'রেছিলো
তাঁর বিদায়ে
গৌরব তাঁর প্রকাশ লাভ করে
মুস্‌লিমের সত্তায়।
কত সিনাই জাগ্রত হয়
তার পথের ধূলা থেকে

আমার মূর্তি জন্ম নিয়েছিলো
তাঁর দর্পণে,
আমার উষা জেগে উঠেছিলো
তাঁর বক্ষের সূর্য থেকে।
বিশ্রাম আমার অশান্ত-চঞ্চল,
গোধূলি আমার উষ্ণতর
রোজ-ক্বিয়ামতের প্রভাতের চেয়ে,
বসন্ত-মেঘ তিনি, আর আমি তাঁর বাগিচা,
আঙুর-কুঞ্জ আমার শিশির-সিক্ত হয়
তাঁর বর্ষণে।

আমি বপন ক'রেছিলাম আমার আঁখি
প্রেমের ক্ষেত্রে,
আর তু'লে নিয়েছি কল্পনার ফসল।
"মদীনা-ভূমি মিষ্টতর উভয় বিশ্বের চেয়ে,
আহা, সুখময় সেই নগরী
যেখানে আবাস সেই প্রেমাস্পদের।"
মোল্লা জামীর বর্ণনা-ভংগিতে
আত্মহারা আমি;
তাঁর কাব্য ও সাহিত্য আমার অপূর্ণতার প্রতিষেধক

তিনি লিখেছিলেন কাব্য
অপরূপ ধাবায়
আব গেঁথেছিলেন মুক্তা-মালা
প্রভুর গুণ কীর্তণের,
"মুহাম্মদ হচ্ছেন ভূমিকা বিশ্ব-গ্রন্থেব ;
সারা বিশ্ব হচ্ছে দাস আর তিনি তাব প্রভু।"

প্রেমের সুরারস থেকে জন্ম নেয়
কতো আধ্যাত্মিক গুণবাজি :
অন্ধ অনুরাগ হচ্ছে প্রেমেব অন্যতম লক্ষণ।

বোস্তামের ঋষি বায়েজিদ,
যিনি ভক্তিতে ছিলেন অদ্বিতীয়,
পরিত্যাগ ক'বেছিলেন তরমুজ। *

আশেক হও অনুক্ষণ তোমাব মাশুকেব অনুবাগে,
যেন তুমি সঞ্চালন করতে পাব পক্ষ
পৌছতে আল্লাব নৈকট্যে।

পবিভ্রমণ কব মুহূর্তের জন্য
অন্তবেব হেরা প্রদেশে,
পরিত্যাগ করো নিজকে, ছুটে যাও আল্লার পথে।

* বাযেজিদ বোস্তামী (বাঃ) তবমুজ খেতে অস্বীকাব কবেছিলেন, কেননা মহানবী মুহাম্মদ (দঃ) তবমুজ কোনোদিন খাননি।

বলশালী হ'য়ে আল্লাহ্‌ দ্বারা
প্রত্যাবর্তন করো আত্মার দিকে,
ভেঙে দাও ইন্দ্রিয়পরতার লাত ও ওজ্জার মস্তক।
চালনা কর এক বাহিনী
প্রেমের শক্তিতে,
অবতীর্ণ কর তোমার আপনাকে
প্রেমের ফারান্‌ পর্বতে ;
যেন কাবার প্রভু প্রদর্শন করেন
তোমায় অনুগ্রহ—
আর গ'ড়ে তোলেন তোমায় এই বাণীর প্রতিমূর্তি ক'রে,
"ওগো, প্রেরণ কর্‌বো এক প্রতিনিধি
বিশ্বের বুকে।" *

কোরাণ

# চতুর্থ অধ্যায়

[ আত্মা দুর্বল হ'যে পড়ে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা ]

ওগো যারা কর গ্রহণ কর্‌তে সিংহের কাছ থেকে,
তোমাদের প্রয়োজন
তোমাদেরকে পরিণত করেছে শৃগালে।
বেদনা-সংগীত তোমার দারিদ্র্যের ফল ঃ
এই ব্যাধি তোমার ব্যাথার উৎসমুখ।
তা'তে বিনষ্ট করে তোমাদের সম্মানের উচ্চ ধারণা,
আর নিভিয়ে দেয় তোমাদের
মহান কল্পনার আলোক।

পান কর গোলাবী সুরাবস
অস্তিত্বের সোরাহী থেকে !
ছিনিয়ে নাও কালের ভাণ্ডার থেকে অর্থ !
নেমে এসো উষ্ট্র-পৃষ্ঠ থেকে
ওমরের মতো !

সাবধান, ঋণী হয়ো না কারুর কাছে ?
আর কতকাল তুমি আকাংখা করবে দাসত্ব

আর চাইবে শিশুর মতো আরোহণ কর্‌তে
নলের উপর ?

যে প্রকৃতি নিবদ্ধ রাখে তার দৃষ্টি আকাশের দিকে,
হ'য়ে পড়ে হীনতব
দান গ্রহণেব দ্বারা।
দারিদ্র্য গ্রহণ করে উৎকট আকার
ভিক্ষাবৃত্তিতে ;
ভিক্ষায় ভিক্ষুককে ক'রে তোলে দরিদ্রতর।
ভিক্ষা অবনমিত করে আত্মাকে
আর বঞ্চিত করে আত্মার সিনাইকে
আলোক থেকে।
ছড়িয়ে দিও না তোমাব ধূলিমুষ্টিকে,
সংগ্রহ কবো অন্ন তোমাব আত্মশক্তিবলে
চন্দ্রের মতো !

যদিও দরিদ্র হতভাগ্য তুমি
আর অভাবের যাতনায় বিচঞ্চল,
তবু কামনা কোর না তোমাব দিনের অন্ন
অপরেব অনুগ্রহ থেকে,
চেয়ো না জল সূর্যের ঝর্ণা থেকে,
পাছে তুমি পতিত হও লজ্জায়

মহানবীর সম্মুখে

রোজক্বিয়ামতের দিনে,
যেদিন প্রত্যেক আত্মা হবে ভয়ে প্রকম্পিত।
চন্দ্র সংগ্রহ করে তার উপজীবিকা
সূর্যের ভাণ্ডার থেকে
আর বহন করে তার অনুগ্রহের দাগ
আপনার বুকে।

প্রার্থনা কর সাহস আল্লার দরবারে!
দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর সৌভাগ্যের সাথে!
পবিত্র ধর্মের গৌরবকে কোর না ক্ষুন্ন!
যিনি মূর্তির আবর্জনা দূর ক'রেছিলেন কাবা থেকে,
বলেছিলেনঃ আল্লাহ্ প্রেম করেন সেই লোককে,
যে উপার্জন করে তার আপন জীবিকা।
ধিক্ তাকে যে অনুগ্রহ ভিক্ষা করে
অপরের কাছে,
অবনত করে তার শির অন্যের করুণায়!

গ্রাস করেছে সে তার আপনাকে
অপরের প্রদত্ত অনুগ্রহের অগ্নিতে,
আত্মসম্মান বিক্রয় করেছে সে
এক কপর্দকের বিনিময়ে।

সুখী সে,
যে রৌদ্রতাপ-দগ্ধ হ'য়েও খেজুরের কাছে কামনা করে না
এক পিয়ালা আবে-হায়াত !
ভিক্ষাবৃত্তির লজ্জায় ভ্রূযুগ নহে তার সিক্ত ঃ
তখনো সে পূর্ণ মানুষ,
শুধু মৃত্তিকা-খণ্ড নহে ।

সেই মহান তারুণ্য বিচরণ করে আকাশের নীচে
মাথা উঁচু ক'রে
পাইন বৃক্ষের মতো ।
হস্ত তার রিক্ত ?
সে-ই সব চাইতে বেশী প্রভুত্ব-সম্পন্ন
আত্মার উপর ।
হ্রাসপ্রাপ্ত হয় তার ঐশ্বর্য ?
অধিকতর সাবধান সে ।

ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা যদি অর্জন কর
একটি মহাসমুদ্র,
তা' শুধু অনল সমুদ্রই ;
মধুরতর একটি ক্ষুদ্র শিশির-বিন্দু—
যদি অর্জিত হয় স্বহস্তে ।

সম্মানিত মানুষ হও,
জলবুদ্বুদের মতো
রাখো তোমার পিয়ালা উল্‌টে
সমুদ্রের মাঝেও।

# পঞ্চম অধ্যায়

[ আত্মা যখন শক্তি সংগ্রহ করে প্রেম থেকে, সে প্রভুত্ব করতে পারে বিশ্বের ভিতর ও বাহিরের সব শক্তির উপরে। ]

যখন আত্মাকে বলশালী ক'রে তোলা যায়
প্রেম দ্বারা,
শক্তি তার শাসন করে বিরাট বিশ্ব।

সেই স্বর্গীয় ঋষি যিনি সাজিয়েছিলেন আকাশকে,
তারার মালায়
আহরণ ক'রেছিলেন এই সব কুঁড়ি
আত্মার শাখা থেকে।
হস্ত তার হ'য়ে ওঠে ঐশী হস্ত,
অঙুলি-ইশারায় তাঁর দ্বিখণ্ডিত হয় চন্দ্র।
শান্তি-স্থাপনকারী সে এ বিশ্বের সকল বিরোধের মাঝে,
আজ্ঞা তার পালন করে
জামশিদ ও ডারিয়াস্।

আমি বল্‌বো তোমায় বু-আলীর কাহিনী, *
নাম যাঁর বহুবিখ্যাত
সারা ভারতের বুকে ;
প্রাচীন গোলাব-বাগিচার সংগীত শুনিয়েছিলেন যিনি,
বলেছিলেন যিনি মুগ্ধকর গোলাবের কাহিনী।
তাঁর চঞ্চল খির্কার হাওয়ায়
গ'ড়েছিলেন তিনি ফির্‌দাউস্‌
এই অনলোদ্ভূত দেশে !

একদিন তরুণ শিষ্য তাঁর চলেছে বাজারের পথে,
বু-আলীর বাণীর সুরারসে
প্রমত্ত তার শির।
নগরের শাসনকর্তা চলেছে পথে
অশ্বপৃষ্ঠে,
চারিপাশে তার ভৃত্য ও অনুচরবৃন্দ।
পুরোবর্তী অনুচর বল্‌লে চীৎকার ক'রে :
"ওগো বে-খেয়াল পথিকদল,
এসো না কেউ শাসনকর্তার চলাব পথে !"
দরবেশ তখন কর্‌ছে পাদবিক্ষেপ
অবনত মস্তকে,
নিমজ্জমান তার আপন চিন্তার সমুদ্রে।

* পাণিপথের শেখ শরাফুদ্দীন। বু-আলী কলন্দর নামে তিনি সবিশেষ পরিচিত। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

অহংকার-মত্ত দণ্ডবাহক
ভেঙে দিলে তার দণ্ড দরবেশের মস্তকে,
আর দরবেশ ছেড়ে চল্‌লে শাসনকর্তার পথ,
বিমর্ষ, দুঃখপীড়িত ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে।

হাযির হোল সে বু-আলীর কাছে,
জানালে তাঁর কাছে অভিযোগ,
ঝ'রে পড়্‌লো অশ্রুধারা তাঁর আঁখিযুগ থেকে।

শেখের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো
অগ্নিময় বাণী
পর্বতোপরি বিদ্যুৎ-চমকের মতো।

আত্মা তাঁর উদ্গীরণ কর্‌লে এক অদ্ভুত অনল-জ্বালা,
আদেশ কর্‌লেন তিনি তাঁর অনুচরকে ঃ
লেখনী ধারণ ক'রে লিখে দাও একপত্র
সুলতানের কাছে দর্‌বেশের কাছ থেকে।

বলো,—'তোমার শাসনকর্তা ভেঙেছে
আমার সেবকের শির ;
নিক্ষেপ করেছে সে জ্বলন্ত অনল
তার আপনার জীবনে।

গেরেফ্‌তার করো এই দুর্মতি শাসককে,
নতুবা প্রদান কর্‌বো আমি তোমার রাজ্য
অপরের হাতে।'

আল্লার প্রিয় দর্‌বেশের পত্র
স্থুল্‌তানের প্রতি অংগ-প্রত্যংগ কর্‌লে
প্রকম্পিত।
দেহ তার পরিপূর্ণ হোল জ্বালায়,
হোলেন তিনি বিমর্ষ-ম্লান
সন্ধ্যা-রবির মতো।
প্রেরণ কর্‌লেন তিনি হাত-কড়ি,
সেই শাসনকর্তার জন্য,
আর অনুরোধ কর্‌লেন বু-আলীকে
ক্ষমা কর্‌তে এই গোস্তাখী।

খোশ্‌-এল্‌হান কবি খস্‌রু —
স্থুর যাঁর উত্থিত হোত
স্বষ্টি-প্রতিভাশালী অন্তর থেকে,
আর যাঁর প্রতিভা ছিলো চন্দ্রালোকের মৃত্থ ঔজ্জ্বল্যে পরিপূর্ণ,
নিযুক্ত হোলেন রাজদূত।
হাযির হোলেন যখন তিনি বু-আলীব সম্মুখে
আর বাজালেন তাঁর বীণা,
তাঁর সংগীত বিগলিত কর্‌লো ফকিরের অন্তর
কাঁচের মতো।

কাব্যের একটি মাত্র সুরের রেশ
ব'য়ে আন্‌লো একটা রাজত্বের মহিমা,
যা' ছিলো পর্বতের মতো স্থির।
দরবেশদের অন্তর কোর না আহত,
নিক্ষেপ কোর না তোমার নিজকে
জ্বলন্ত অনল-কুণ্ডে।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

[ একটি কাহিনী। এর সারমর্ম হচ্ছে—আত্মঅস্বীকারের মতবাদ প্রচারিত হ'য়েছিলো মানবের শাসিত সম্প্রদায়ের দ্বারা। উদ্দেশ্য ছিলো—তাদের শাসক সম্প্রদায়ের স্বভাবে দুর্বলতা আনয়ন করা। ]

শুনেছো তোমরা সেই প্রাচীনকালের কথা ?
এক দল মেষ থাক্‌তো কোনো চারণভূমিতে,
বর্ধিত হ'য়েছিলো তারা সংখ্যায়,
ভয় ছিলো না তাদের দুশ্‌মনের জন্য।

ভাগ্যের বিড়ম্বনা,
বক্ষ তাদের বিদীর্ণ হোল
দুর্যোগের আঘাতে।

বন থেকে এলো একদল ব্যাঘ্র,
ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো তারা
মেষ-পালের উপরে।

দেশজয় আর অধিকার স্থাপন শক্তির নিদর্শন,
বিজয় হোল প্রকাশ
সেই শক্তির।

প্রভুত্বের ভেরী বাজালো হিংস্র ব্যাঘ্রের দল,
বঞ্চিত কর্‌লো তারা মেষদলকে
তাদের স্বাধীনতা থেকে।
ব্যাঘ্রেরা যতো সংগ্রহ কর্‌তে লাগলো তাদের শিকার,
ময়দান ততো রক্তিম হোতে লাগলো
মেষের শোণিতে।

একটি মেষ,—
চালাক এবং সুচতুর সে,
বয়োবৃদ্ধ, ধূর্ত—
নেকড়ের মতো;
জ্ঞাতি বন্ধুদের দুর্ভাগ্যে ব্যথিত হোল সে,
বিরক্ত হোল ব্যাঘ্রদের নির্মমতায়,
অভিযোগ কর্‌লো সে অদৃষ্টচক্রের জন্য,
ফিরিয়ে আন্‌তে চাইলো কৌশলে
তার জাতির সৌভাগ্য।

দুর্বল যারা,
তারা আত্মসংরক্ষণের জন্য
উপায় উদ্ভাবন করে
সুনিপুন বুদ্ধি দ্বারা।
দাসত্বের অনিষ্ট হোতে রক্ষা পাবার জন্য
উপায় উদ্ভাবনের ক্ষমতা হয় দ্রুত,

আর যখন প্রতিশোধের উন্মত্ততা
হয়ে উঠে প্রকট ;
দাসত্ব-পীড়িতের মন তখন
চিন্তা করে বিদ্রোহের।
"বন্ধন আমাদের দুশ্ছেদ্য,"—
বল্‌লে সে আপন মনে,
"কিনারা নেই আমাদের দুঃখ-সমুদ্রের।
শক্তিতে পারি না আমরা রক্ষা পেতে
ব্যাঘ্রের হস্ত থেকে ঃ
পদযুগ আমাদের রজত-সম ;
নখর তাহার লৌহের সমতুল।
সম্ভব নহে তা' কিছুতেই,
যতোই চলুক উপদেশ আর মন্ত্রনা,
অসম্ভব সৃষ্টি করা নেক্‌ড়ের স্বভাব
মেষের ভিতরে।
কিন্তু সেই হিংস্র ব্যাঘ্রকে মেষে পরিণত করা—
তা হবে সম্ভব ;
উদাসীন করা তাকে তার স্বভাবে—
তা'ও সম্ভব হবে।"

সে সাজ্‌লো পয়গাম্বর
প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত,

প্রচার করতে লাগলো সে
রক্তপিপাসু ব্যাঘ্রের কাছে।

বললে সে চীৎকার ক'রে ঃ
"ওগো উদ্ধত মিথ্যাবাদীর দল,
যারা চিন্তা করো না সেই দুর্ভাগ্যের দিন
যা' হবে চিরন্তন!

অধিকারী আমি ঐশী শক্তির,
নবী আমি আল্লার প্রেরিত
ব্যাঘ্রদের জন্য।

আমি এসেছি আলোক হ'য়ে
অন্ধ আঁখির জন্য,
এসেছি আমি আইন স্থাপন করতে
আর জারী করতে আদেশ।

অনুতপ্ত হও তোমাদের নিন্দনীয় কার্যের জন্য!
ওগো দুষ্ট ষড়যন্ত্রকারীর দল,
মনোযোগী হও নিজকে সৎপথে পরিচালিত করতে!
হিংস্র এবং শক্তিশালী যে,
শোচনীয় তার অবস্থা ঃ
জীবনের সাফল্য আত্ম-অস্বীকারে।

ধর্মের সার তৃণভোজনে ঃ
তৃণ-ভোজীরা প্রিয় আল্লার কাছে।

তোমাদের দন্তের তীক্ষ্ণতা আনে অমর্যাদা
তোমাদের জীবনে ;
করে তোমাদের অনুভূতির আঁখিকে অন্ধ।

শুধু দুর্বলের জন্যই আছে ফির্‌দাউস্‌,
শক্তিই হোল ধ্বংসের পন্থা।
বৃহত্ত্ব এবং সম্মানের লোভই হোল দুর্মতি,
দারিদ্র্য মিষ্টতর রাজত্বের চেয়ে ;
বিদ্যুৎ-চমকের ভয় রাখে না শস্যবীজ ;
বীজ যদি হ'য়ে পড়ে রাশিকৃত,
নির্বোধ সে।
যদি তুমি হও সচেতন,
তুমি হবে বালু-মুষ্টি, সাহারা নয়,
যেনো তুমি উপভোগ কর্‌তে পার
সূর্য-রশ্মি।
ওগো, যারা আনন্দ পাও মেষ-হত্যায়,
হত্যা করো নিজেকে,
যেনো তুমি পেতে পাব সম্মান !
জীবন হ'য়ে যায় অস্তিত্বহীন
হিংসা, অত্যাচার, প্রতিহিংসা
আর শক্তি প্রদর্শন দ্বারা।

যদিও পদদলিত,
তবু তৃণ জেগে উঠে অনন্তকাল ধ'রে
আর ধু'য়ে দেয় মৃত্যুর নিদ্রা
তার আঁখি থেকে
বারংবার।

ভু'লে যাও আপনাকে,
যদি তুমি হও জ্ঞানী !
যদি তুমি বিস্মৃত না হও আপনাকে,
উন্মাদ তুমি।
নিমিলিত করো তোমার আঁখি,
বন্ধ করো তোমার কর্ণ, বন্ধ করো তোমার মুখ,
যেনো তোমার চিন্তাধারা উত্থিত হয়
আকাশের উচ্চতায় !
পৃথিবীর এই বিস্তৃত বিচরণ-ক্ষেত্র
কিছু নয়, কিছু নয়,—
ওগো নির্বোধ, উৎপীড়িত করো না নিজেকে
একটা অপচ্ছায়ার জন্য।"

ব্যাঘ্রজাতির ক্লান্তি এসেছিলো
কঠোর দ্বন্দ্বে,

তারা ভাসিয়ে দিয়েছিলো আপনাদেরকে
বিলাসের আনন্দে।
এই নিদ্রাকর উপদেশ-বাণী
তুষ্ট কর্‌লো তাদেরকে,
নির্বুদ্ধিতায় তারা গ্রাস কর্‌লো
মেষের যাদু।
যারা শিকার কর্‌তো মেষ,
এবার গ্রহণ কর্‌লো মেষের ধর্ম।
ব্যাঘ্রজাতি সুরু কর্‌লো তৃণাহার :
অবশেষে ভেঙে গেলো তাদের
ব্যাঘ্রের প্রকৃতি।
তৃণ ভোজন ভোঁতা ক'রে দিলো তাদের দন্ত,
নির্বাপিত কর্‌লো তাদের চোখের ঔজ্জ্বল্য,
সাহস অন্তর্হিত হোল ক্রমে তাদের বক্ষ থেকে,
আলোক দূর হোল
দর্পন থেকে।
থাক্‌লো না তাদের অতি পরিশ্রমের প্রমত্ততা,
কর্মের আকাংখা আর থাকলো না
তাদের অন্তরে।
হারিয়ে ফেল্‌লো তারা
শাসন-ক্ষমতা আর স্বাধীনতার সংকল্প ;
হারালো তারা খ্যাতি, সম্মান আর সৌভাগ্য !

তাদের নখর—যা' ছিলো লৌহ-সমতুল—
হোল শক্তিহীন ;
তাদের আত্মার হোল মৃত্যু
আর দেহ হোল তাদের সমাধি-মৃত্তিকা।
দৈহিক শক্তি হোল হ্রাস,
যখন আধ্যাত্মিক ভয় হোল বর্ধিত ঃ
আধ্যাত্মিক ভয় হরণ কর্‌লো তাদের সাহস।

সাহসের অভাব জন্মালো শতেক ব্যাধি—
দারিদ্র্য, ভীরুতা, নীচবৃত্তি।
জাগ্রত ব্যাঘ্র মেষের যাদুতে হোল
তন্দ্রাভিভূত,
এই অধঃপতনেরই নামকরণ কর্‌লে সে
নৈতিক শিক্ষা।

# সপ্তম অধ্যায়

[ প্লেটো—যাঁর চিন্তাধারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে ইস্‌লামের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা ও সাহিত্যকে—মেনে চল্‌তেন মেষের ধর্ম। আমাদেরকে আত্মসংরক্ষণ করতে হবে তাঁর প্রচারিত শিক্ষার বিরুদ্ধে। ] *

প্লেটো—সংসার-বিরাগী ঋষিশ্রেষ্ঠ,
ছিলেন সেই প্রাচীন মেষপালের অন্যতম!
তাঁর পেগেসাস্ পথ হারিয়েছিলো
ভাববাদিতার অন্ধকারে;
আর পাদুকা নিক্ষেপ ক'রেছিলো
বাস্তবের গিরিশিখরে।

* প্লেটোর দর্শন দৃশ্যতঃ মুসলিম চিন্তাধারাকে অতি অল্পই প্রভাবান্বিত ক'রেছিলো। মুসলিম পণ্ডিতেরা যখন গ্রীক দর্শন পড়্‌তে শুরু করলেন, তখন তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হোল আরাস্তুর দিকে। তাঁরা আরাস্তুর খাটি রচনাগুলি হৃদয়ংগম করতে পারেন নি। তার নামে যে সব দর্শনের অনুবাদ প্রচলিত ছিলো সেগুলিকেই তাঁরা আরাস্তুর দর্শন বলে বিশ্বাস করতেন। বাস্তবিকপক্ষে, সেগুলি ছিলো প্লাটিনাস, প্রোক্লাস, এবং পরবর্তী নিউ প্লেটোনিক দর্শনবাদীদের রচনা। কাজেই অদৃশ্যভাবে প্লেটোর দর্শন গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিলো ইস্‌লামী চিন্তাধারা ও আধ্যাত্মবাদকে। প্লেটোকে মুসলিম আধ্যাত্মবাদের জনক না বল্‌লেও ইস্‌লামী চিন্তাধারার একজন প্রভাবশালী অধিনায়ক বলা যেতে পারে।

অদৃশ্য ক'রেছিলো তাঁকে মায়ামুগ্ধ,
হস্ত, চক্ষু, কর্ণের ছিলো না কোনো গুরুত্ব
তাঁর কাছে।

"মৃত্যু"—তিনি বল্‌তেন,—"জীবনের গোপন রহস্য ;
প্রদীপ গৌরবান্বিত হয় নির্বাপিত হয়ে।"
তিনি দুর্বল ক'রে দিয়েছেন আমাদের চিন্তাধারা,
পিয়ালা তাঁর নিদ্রাবিভূত করে আমাদেরকে
আর সরিয়ে নেয় আমাদের কাছ থেকে
দৃশ্যমান বিশ্ব।

তিনি একটি মেষ মানব-পরিচ্ছদে,
সুফির আত্মা অবনমিত হয়
তাঁর প্রভাবের কাছে।

উচ্চ চিন্তাধারা নিয়ে তিনি উত্থিত হ'য়েছিলেন
উচ্চতম আকাশ-লোকে
আর বল্‌তেন এই প্রকৃতির বিশ্বকে
একটি উপকথা।

কায ছিলো তার ভেঙে দেওয়া জীবনের প্রাসাদ
আর খণ্ডিত করা জীবন বৃক্ষের
শাখা-সমূহ।

তাঁর চিন্তাধারা ক্ষতিকে মনে কর্‌তো লাভ ;
দর্শন তাঁর সত্তাকে প্রচার ক'রেছিলো
অসত্য ব'লে।

প্রকৃতি তার এনেছিলো তন্দ্রা
আর সৃষ্টি ক'রেছিলো স্বপ্ন
অন্তশ্চক্ষু তাঁর সৃষ্টি ক'রেছিলো মৃগতৃষ্ণিকা।

ছিলো না তাঁর কর্ম-স্পৃহা,
আত্মা তাঁর আনন্দ লাভ কর্‌তো
অনস্তিত্বকে নিয়ে।

তিনি অবিশ্বাস কর্‌তেন এই বাস্তব বিশ্বকে,
হ'য়েছিলেন স্রষ্টা অদৃশ্য কল্পনারাজির।

মধুর এই দৃশ্যমান জগত
জীবন্ত আত্মার কাছে,
প্রিয় সেই কল্প-জগৎ মৃত আত্মার কাছে ;
তাঁর মৃগের নেই মহিমা চলার গতিভংগীর,
তিতির তাঁর পায়না বিলাস-ভ্রমণের আনন্দ।
তাঁর শিশির-বিন্দুরা পারে না দুলতে,
তাঁর পাখীদের বক্ষে নেই শ্বাস-প্রশ্বাস,
বীজ তাঁর চায় না বর্ধিত হোতে।
পতংগ তাঁর জানে না পক্ষ সঞ্চালন কর্‌তে।

সন্ন্যাসীর আমাদের পলায়ন ছাড়া ছিলো না উপায় ;
বিশ্বের কল-কোলাহল
পার্‌তেন না তিনি সহ্য কর্‌তে।
তিনি তাঁর আত্মাকে স্থাপন ক'রেছিলেন
নির্বাপিত অনল-কণায়,
আর অংকিত ক'রেছিলেন একটি বিশ্ব
অহিফেন-তন্দ্রাবিভূত।
তিনি পক্ষ বিস্তার ক'রেছিলেন আকাশের উদ্দেশে,
আর ফি'রে এলেন না তাঁর নীড়ে।
কল্পনা তার নিমজ্জিত ছিলো স্বর্গের সোরাহীতে,
জানি না তা' সেই সুরাপাত্রের ময়লা,
না তার নীচের ইষ্টক।
মানব-জাতি বিষদুষ্ট হ'য়েছিলো
তার নেশায় ঃ
তিনি ছিলেন তন্দ্রাতুর,
আনন্দ পেতেন না কোন কর্মে।

# অষ্টম অধ্যায়

[কাব্যের সত্যিকার প্রকৃতি ও ইস্‌লামী সাহিত্যের সংস্কার সম্বন্ধে।]

আকাংখা মানব-দেহে প্রবাহিত করে উত্তপ্ত শোণিত,
আকাংখার প্রদীপে প্রজ্জ্বলিত হয়
এই ধূলি-কণা।

আকাংখা দ্বারা জীবনের পিয়ালা পূর্ণ হয়
সুরা-রসে কানায় কানায়,
যেনো জীবন চঞ্চল হয়ে উঠে,
চলমান হ'য়ে উঠে চপল গতিতে।

জীবন পূর্ণ হ'য়ে উঠে শুধু বিজয়ে,
আর বিজয়ের আকর্ষণ হোল আকাংখায়।

জীবন হোল শিকারী আর আকাংখা তাঁর ফাঁদ,
আকাংখা প্রেমের সুসংবাদ
সুন্দরের কাছে।

কি কারণে আকাংখা জাগিয়ে তোলে
জীবন-গীতির সংগীত-রাগ ?

যা' কিছু শ্রেয়, যা' কিছু মনোরম, যা' কিছু সুন্দর,

তা'ই আমাদের পথ-প্রদর্শক
আকাংখার গহন অরণ্যে।

মূর্তি তার অংকিত হয় তোমার অন্তরে,
সৃষ্টি ক'রে তোলে আকাংখা
তোমার অন্তর-তলে।

সুন্দর হোল আকাংখার ভরা জোয়ারের স্রষ্টা,
আকাংখা লালিত হয়
সৌন্দর্য-প্রকাশে।

সৌন্দর্য অবগুণ্ঠন-মুক্ত হয় কবির অন্তরে,
সৌন্দর্যের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়
তার সিনাই থেকে

দৃষ্টিতে তার সুন্দর হ'য়ে উঠে সুন্দরতর,
প্রকৃতি প্রিয়তর হয়
তার যাদুতে।

বুল্‌বুল্‌ শিখেছে তার সংগীত তার মুখ থেকে,
রঙে তার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে
গোলাবের গণ্ডদেশ।

অনুরাগ তার দগ্ধ করে পতংগের অন্তর,
সে-ই তো লাগিয়ে দেয় উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা
প্রেম-কাহিনীতে।

সমুদ্র ও পৃথিবী আছে লুক্কায়িত
তার জল ও কর্দমে, *
শতেক নবীন বিশ্ব আছে লুকায়িত তার অন্তরে।
যখন প্রস্ফুটিত হয়নি তার মস্তিষ্কে কুসুম-রাজি,
শ্রুত হয়নি কোনো আনন্দ বা ব্যথার সংগীত।
সংগীত তার এনে দেয় এক অপূর্ব সম্মোহন
আমাদের উপর,
লেখনী তার টেনে আনে পর্বতকে একটি মাত্র চুলের সাথে।
চিন্তাধারা তার বিরাজ করে
চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজির সাথে,
সে সৃষ্টি করে সৌন্দর্য আর জানে না
কুৎসীত কি।
সে একজন খেজ্‌র্‌, †
অন্ধকারের ভেতরে আছে তার
আবে-হায়াত ঃ
অশ্রুতে তার আরো জীবন্ত ক'রে তোলে
অস্তিত্বশীল পদার্থকে।
ধীর পদক্ষেপে চলি আমরা অনভিজ্ঞ নবিশের মতো,
হোচট খেতে খেতে গন্তব্য পথের উপর।

* জল ও কর্দম এখানে মানবদেহ বুঝায়।

† কথিত আছে, হযরত খেজ্‌র্‌ (আঃ) অন্ধকার ভূমিতে 'আবে-হায়াতে'র সন্ধান পেয়েছিলেন।

বুল্‌বুল্‌ তার বাজিয়েছে একটি সুর
আর পেতেছে মন্ত্রণাজাল আমাদেরকে প্রতারিত কর্‌তে
যেনো সে চালিত কর্‌তে পারে আমাদেরকে
জীবনের ফির্‌দাউস্‌-ভূমিতে,
আর যেনো জীবনের ধনুক হোতে পারে
একটি পূর্ণ চক্র।

কাফেলা অগ্রসর হয় তার ঘণ্টাধ্বনিতে
আর অনুসরণ করে তার বংশীর আওয়াজ,
যখন তার মন্দবায়ু প্রবাহিত হয় আমাদের বাগিচার উপর দিয়ে,
প্রবিষ্ট হয় তা' গুল্ম ও গোলাবরাজির বুকে
ধীরে সন্তর্পণে।
তার যাতুমন্ত্র জীবনকে ক'রে তোলে আত্ম-বর্ধিষ্ণু,
সে হ'য়ে উঠে আত্মজিজ্ঞাসু ও চঞ্চল।
সে সারা বিশ্বকে করে নিমন্ত্রণ
তার জিয়াফতে ;
সে অপব্যয় করে তার অগ্নি,
যেনো তা' সুলভ বাতাসের মতো।
ধিক্‌ সেই সব জাতিকে,
যারা আত্মসমর্পণ করে মৃত্যুর কাছে,
আর যাদের কবি তাদেরকে সরিয়ে নেয়
জীবনের আনন্দ থেকে।

দর্পণ তার প্রকাশ করে সৌন্দর্যকে
কুৎসীতরূপে,
মকরন্দ তার দিয়ে যায় শতেক দংশন
অন্তরের মাঝে।
চুম্বন তার বিনষ্ট করে গোলাবের সজীবতা,
বুল্‌বুলের অন্তর থেকে সে ছিনিয়ে নেয়
উ'ড়ে বেড়ানোর আনন্দ।
স্নায়ু তোমার দুর্বল হ'য়ে আসে
তার অহিফেন নেশায়;
তোমাব জীবনের বিনিময়ে
দেও তুমি তার সংগীতের মূল্য।
সে আনন্দের সাইপ্রেস্ বৃক্ষকে করে
সৌন্দর্য-বঞ্চিত,
শীতল নিশ্বাস তার শিকারে পরিণত করে
শ্যেনপক্ষীকে।

মৎস্য সে,
' বক্ষ থেকে উপর তার মানবাকৃতি,
সমুদ্র-বিলাসিনী নারীর মতো।
সংগীতে সে যাদু করে নাবিককে,
আর টেনে নেয় তরণী
সমুদ্রের তলদেশে।

দুঃখ-সংগীত তার হরণ করে দৃঢ়তা
তোমার বুক থেকে,
যাদুমন্ত্র তার জানিয়ে দেয় তোমায়,
মৃত্যুই জীবন।

তোমার অন্তর থেকে সে হরণ করে নেয়
অস্তিত্বের আকাংখা,
বাহির ক'রে নেয় অত্যুজ্জ্বল 'লাল'
তোমার খনি থেকে।

লাভকে সে সজ্জিত করে ক্ষতির পরিচ্ছদে
প্রশংসাভাজনকে ক'রে তোলে সে নিন্দনীয়।

নিমজ্জিত করে সে তোমায় চিন্তার সমুদ্রে,
সরিয়ে দেয় তোমায় কর্ম থেকে দূরে।

পীড়িত সে,
কথায় তাব বর্ধিত হয় আমাদের পীড়া ঃ
যতোবার তার পিয়ালা আসে ঘু'রে,
পীড়াগ্রস্ত হয় সব পানকারীরা।

বসন্তে তার নেই কোনো বিদ্যুৎচমক, আর বৃষ্টি,
বাগিচা তার বর্ণ ও গন্ধের মরীচিকা।

সৌন্দর্যের তার নেই কোনো সম্বন্ধ সত্যের সাথে,
নেই কিছু ভগ্ন মুক্তা ছাড়া
তার সমুদ্রে।

তন্দ্রাকে সে মনে কর্‌তো মধুরতর,
নিশ্বাসে তার নির্বাপিত হ’য়েছিলো
আমাদের অগ্নি।

তার বুল্‌বুলের সংগীতে
বিষাক্ত হ’য়েছিলো আত্মা ;
তার গোলাবের আস্তরণের নীচে
লুকিয়েছিলো এক ভূজংগ।

সতর্ক হও তার সোরাহী আর পিয়ালা সম্বন্ধে !
সাবধান তার অত্যুজ্জ্বল সুরায় !
ওগো, তোমরা—যারা অবনমিত হয়েছো
তার সুরা-রসে,
আর যারা নিবদ্ধ করেছো দৃষ্টি তার গেলাসে
নব পূর্বাশার আশায়,
যাদের অন্তর হিম করে দিয়েছে
তার দুঃখ-সংগীত,
তোমরা পান করেছো তীব্র হলাহল
কর্ণ দিয়ে !
তোমার জীবনের গতিধারাই হচ্ছে প্রমাণ
তোমার অধঃপতনের,
যন্ত্রের তন্ত্রী তোমার সুর-হীন !

পেটুকের শান্তিপ্রিয়তা ক'রে তুলেছে তোমায় হতভাগ্য'
একটা অবমাননা ইস্‌লামের
সারা বিশ্বের বুকে।
অন্ধ ক'রে দিতে পারে তোমায় কেউ
একটা গোলাবের শিরা দিয়ে,
মৃত্তু বায়ে কর্‌তে পারে তোমায় আহত।
প্রেম লজ্জিত হয়েছে তোমার বিলাপে,
সুন্দর ছবি তার বিকৃত হয়েছে
তোমার তুলিতে।
তোমার পীড়া বিবর্ণ করেছে তার গণ্ডস্থল,
তোমার শীতলতা হরণ করেছে ঔজ্জ্বল্য
তার অগ্নির।

সে হয়েছে অন্তর-পীড়াগ্রস্ত
তোমার অন্তর-পীড়া থেকে;
আর তুর্বল হয়েছে তোমার তুর্বলতায়।
পিয়ালা তার পুর্ণ শিশুর অশ্রুতে ;
গৃহ তার ভরপূর তুর্ভাগ্যের হতাশ্বাসে !
মাতাল সে, ভিক্ষা মাগ্‌ছে মদ্যশালার দ্বারে,
চুরি ক'রে সুন্দরীদের দৃষ্টি,
জাফরীর ফাঁক দিয়ে'

অসুখী, অবসন্ন আহত,—
প্রহরীর পদাঘাতে মৃত্যুর দ্বারে পতিত,
নলের মতো বিনষ্ট দুঃখে,
মুখে তার সহস্র অভিযোগ
খোদার বিরুদ্ধে।

তোষামোদ আর আক্রোশ হোল উপাদান তার দর্পণের
অসহায়তা তার পুরাতন সংগী ;
এক শোচনীয় নীচ তাবেদার,
নেই যাব কোন মূল্য, আশা অথবা উদ্দেশ্য,
বিলাপ যার অপহরণ করেছে তোমার আত্মাব সার
আর বিদূরিত করেছে শান্তির নিদ্রা
তোমার প্রতিবেশীর আঁখি থেকে।
দুর্ভাগ্য সেই অগ্নির যা' গেছে নির্বাপিত হ'য়ে,
প্রেম—যা' জন্ম নিয়েছিলো পবিত্র ভূমিতে
আর মরেছে বোৎ-খানায় !

ওগো, কবিত্ব-ধন থাকে যদি তোমার ভাণ্ডারে.
ঘর্ষণ করো তা' জীবনের পরশ-পাথরে !
অনাবিল চিন্তাধারা প্রদর্শন করে
কর্মের পথ,
যেমন বিদ্যুৎ-চমক অগ্রগামী হয় বজ্রের !

যোগ্য কর্‌বে তা' তোমার সুষ্ঠু সাহিত্য-সৃষ্টির,
যোগ্যতা দেবে ফি'রে যেতে আরব-ভূমিতে ;
অন্তর তোমার দিতে হবে
সাল্‌মা আরাবীকে, *
যেনো হেজাজের পূর্বাশা জন্ম নেয়
কুর্দিস্তানের তিমির-রাত্রি থেকে। †

গোলাব আহরণ করেছ তুমি
পারস্যের গুল্‌-বাগিচা থেকে
আর দেখেছো হিন্দুস্তান আর ইরাণের ভরা জোয়ার
এখন অনুভব করো একবার
মরুভূর প্রচণ্ড তাপ ;
পান করো একবার প্রাচীন খর্জুর-সুরা !

* আরবী কাব্য সাধারণতঃ একটি প্রস্তাবনা নিয়ে শুরু করা হয় এবং তা'তে কবির প্রেমাস্পদের উল্লেখ থাকে, অনেক সময় তার নাম দেওয়া হয় সাল্‌মা। এখানে 'সাল্‌মা আরাবী' বল্‌তে ইস্‌লামী সাহিত্যের ও ধর্মের আদর্শ বুঝায়।

† এক অজ্ঞ কুর্দ ছাত্রদের কাছে সুফিবাদ সম্বন্ধে উপদেশ চেয়েছিলো। তারা বল্‌লো যে, তাকে একটা দড়ি উপরে বেঁধে তার অপর দিকে পা' বেঁধে ঝুল্‌তে হবে ও তাদের শেখানো কথা আবৃত্তি কর্‌তে হবে। সে বুঝ্‌লো না যে তাকে প্রতারিত করা হয়েছে। সে তাদের কথামতো কায করলো। আল্লাহ্‌ তার ঈমানকে পুরস্কৃত কর্‌লেন। তার অন্তর আলোকিত হোল। সে এমন জ্ঞান লাভ কর্‌লো যে, বহু উচ্চ আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা করতো। সে বল্‌তো,—"সন্ধ্যায় আমি ছিলাম কুর্দ পরদিন প্রভাতে হোলাম আরব।"

পেতে দাও একবার তোমার মস্তক
তার তপ্ত বক্ষে,
পেতে দাও তোমার নাঙা দেহ তার উত্তপ্ত হাওয়ায় !
দীর্ঘকাল শায়িত ছিলে তুমি
রেশমের আস্তরণে ;
অভ্যাস করো এবার অমসৃণ তুলার বিছানা !

পুরুষানুক্রমে তুমি নৃত্য করেছো
সবুজের বুকে
আর ধৌত করেছো তোমার গণ্ডদেশ শিশির-জলে
গোলাবের মতো।
এখন নিক্ষেপ করো আপনাকে
জ্বলন্ত বালুরাশির উপরে,
নিমজ্জিত হও জম্‌জমের ঝরণায় !

আর কতোকাল বৃথায় চীৎকার কর্‌বে তুমি
বুল্‌বুলের মতো ?
কতোকাল গড়্‌বে তোমার আবাস বাগিচায় ?

ওগো, ফাঁদে যাদের ধরা দেবে কল্পিত অমর পক্ষী,
বাঁধো নীড় উচ্চ পর্বতের শিখরে,

যে নীড় হবে বিদ্যুত আর বজ্রে ভরা

উচ্চতর ঈগলের নীড় অপেক্ষাও,

যেনো তুমি যোগ্য হোতে পার জীবন-যুদ্ধের,

যেনো তোমার দেহ আর আত্মা দগ্ধ হোতে পারে

জীবন-অনলে।

# নবম অধ্যায়

[আত্মার শিক্ষার তিনটি স্তর আছে : আইন ও নিয়মের অনুবর্তিতা, আত্মশাসন আর আল্লার প্রতিনিধিত্ব।]

**আইন ও নিয়ম**

উষ্ট্রের ধর্ম হোল সেবা আর শ্রম,
ধৈর্য আর অধ্যবসায় তার স্বভাব।
বালুকাময় প্রান্তরের উপর দিয়ে
নিঃশব্দে করে সে পাদবিক্ষেপ;
মরু-পথে চলে যতো যাত্রী,
বাহন সে তাদের।
প্রতি মরুদ্যান অনুভব করে তার পাদক্ষেপ ;
আহারের জন্য নেই ব্যস্ততা, নিদ্রার জন্য নেই কাতরতা,
শ্রমে নেই ক্লান্তি।
যাত্রী পিঠে নিয়ে চলে সে,
আরো কতো রকম বোঝা,
চলে সে অবিরাম
গন্তব্যপথের শেষ সীমানা পর্যন্ত।

চলাই তার আনন্দ,
যাত্রীর চাইতে ধৈর্য বেশী তার
অবিরাম পথ চলায়।

তুমিও, হে মানুষ,
কর্তব্যের বোঝা বইতে কোর না অস্বীকার ;
তবেই পাবে লাভ কর্‌তে সেই স্বর্গপুর
যেখানে আল্লার নৈকট্য।
আইনের বিধান মেনে চলো,
হে অমনোযোগী আত্মা।
বাধ্যতার পরিণামই স্বাধীনতা।
আলস ও উচ্ছৃঙ্খল মানুষ হ'য়ে উঠে কর্মী
এই আইনের বিধান মেনে,
আর অবাধ্যতায় তার অন্তরের আগুন হ'য়ে যায় ছাই।

আইনের কারায় হবে সে বন্দী,
যে চায় ইংগিতে চালাতে
ওই দূব আকাশের সূর্য
আর অগণিত তারকা রাজি।
বাতাস তখনি হ'য়ে উঠে সুরভী,
যখন সে বন্দী হয় ফুলের বুকে,

সুরভী হ'য়ে উঠে কস্তুরী,
যখন সে হয় বন্দী কস্তুরী-মৃগের নাভি-মূলে।
আকাশের তারা চলে তার গন্তব্যপথে
মাথা নত ক'রে প্রকৃতির নিয়মের কাছে।
তৃণও জেগে উঠে মাথা তু'লে
সেও মানে ক্রমবর্ধনের নিয়ম ;
যখন সে করে তা' পরিত্যাগ
দলিত হয় সে মানবের পদতলে।

প্রদীপের ধর্ম
নিজের বুকে অবিরাম আগুন জ্বেলে
আলোক-বিতরণ ;
আর রক্তের ধর্ম
শিরায় শিরায় নেচে চলা।
ছোট ছোট জল-বিন্দু
ঐক্যের নিয়মে হ'য় উঠে মহাসমুদ্র ;
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা হয় সাহারা।
যদি আইনের বাধ্যতা
সকলের ভিতরে আনে অপরিমাণ শক্তি,
এই শক্তির উৎসকে
কেন করবে তুমি অবহেলা ?

ওগো, যারা ভু'লে গেছো
প্রাচীন নিয়মকে—
ইস্‌লামী নীতিকে,
আর একবার বন্ধ কর তোমাদের পদযুগল
সেই রজত-শৃংখলে !
আইনের কঠোরতার জন্য কোর না অভিযোগ,
দলিত কোর না চরণ-তলে
মহামানুষ মুহাম্মদের বিধানকে।

## আত্মশাসন

তোমার আত্মা পবোয়া করে শুধু নিজেকে
উষ্ট্রের মতো ;
অহংকারী, আত্মশাসিত, স্বেচ্ছাচারী সে।
মানুষ হ'য়ে ওঠ,
ধর তার শাসন-রশ্মি নিজের হাতে,
যেনো তুমি হোতে পার হীরা-জহরত,
যদিও তুমি এক কুম্ভকারের মৃৎপাত্র।

অন্যের শাসন মান্‌তে হয় তাকেই
যে শাসন কর্‌তে পারে না তার নিজেকে।

যখন তুমি সৃষ্ট হ'য়েছিলে মৃত্তিকা থেকে,
তোমার সৃষ্টির উপাদানে মিশ্রিত ছিলো
প্রেম আর ভয় ;
ইহকালের ভয়, পরকালের ভয়, মৃত্যুর ভয়,
স্বর্গমর্ত্যের শত ব্যথা-বেদনার ভয় ঃ
আর প্রেম,
ঐশ্বর্যের আর শক্তির প্রেম,
দেশ-প্রেম,
নিজের, স্বজনগণের আর পত্নীর প্রেম !
মানুষ,
যার মাঝে মৃত্তিকার সাথে মিশ্রিত হয়েছে জল,
ভালোবাসে শুধ্‌ শান্তি,
পাপাচার আর অসাধুতার প্রেমে সে আসক্ত।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌'র রশ্মি
যতোক্ষণ আছে তোমার হস্তে,
কর্‌তে পার্‌বে তুমি ব্যর্থ সকল ভয়ের আক্রমণকে।
আল্লাহ্‌ যার দেহের ভিতরে আত্মার মতো,
অহমিকার কাছে শির তার অবনত হয় না।
ভীতি পায়না প্রবেশ-পথ তার বুকে,
আত্মা তার আর কাউ:কে করে না ভয় আল্লাহ্‌ ছাড়া।

আবাস যার অনস্তিত্বের পৃথিবীতে,
(উপাসনা করে না যে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও)
মুক্ত সে
পত্নীর আর সন্তান-সন্ততির প্রেম থেকে।
দৃষ্টি তার সংযত হয় সব দিক থেকে
শুধু আল্লাহ্ ছাড়া,
চালাতে পারে সে ছুরিকা
তার পুত্রের গলদেশে।
হোতে পারে সে একা,
তবু সে একাই একটা বিরাট অভিযান-রত
বাহিনীর মতো ;
জীবন তার কাছে মূল্যহীন বাতাসের চেয়েও।

ঈমান হোল শুক্তি,
আর নামায তার মাঝে মুক্তা ঃ
মুস্‌লিমের আত্মা নামাযকে মনে করে ক্ষুদ্রতর হয্‌
মুস্‌লিমের হাতে নামায তরবারির মতো,
হত্যা করে তা' দিয়ে সে
পাপ, স্বেচ্ছাচার আর অন্যায়কে।
রোযা দমন করে ক্ষুধা আর তৃষ্ণাকে ;
ভেঙে ফেলে সে ইন্দ্রিয়পরতার দুর্গম দুর্গ।

হয় ঈমানদারের আত্মাকে করে আলোকিত।
শিক্ষা তার নিজ গৃহ থেকে বিচ্ছেদ,
ছিন্ন করে সে স্বদেশের বন্ধন ;
সকলের অন্তরে একত্বের অনুভূতি—সেই-ই তো ধর্ম ;
ধর্মগ্রন্থের ছিন্ন পত্রগুলিকে বেঁধে দেয় সে
একই গ্রন্থিতে।

জাকাত ঐশ্বর্যলিপ্সাকে করে বিদূরিত
আর একত্ববোধকে করে নিকটতর ;
পুণ্য দ্বারা করে সে আত্মার সংরক্ষণ,
সে ঐশ্বর্যকে করে বর্ধন,
হ্রাস করে দেয় ঐশ্বর্যের লিপ্সা।

এই সবই হোল সত্যিকার পন্থা
তোমার আত্মাকে শক্তিশালী ক'রে তোল্‌বার,
অজেয় তুমি,
যদি তোমার ইস্‌লাম হয় শক্তিশালী।

শক্তি সঞ্চয় কর
সর্বশক্তির উৎস আল্লার প্রার্থনা থেকে,
তবেই তুমি পার্‌বে আরোহী হোতে
তোমার দেহের উষ্ট্রে।

## আল্লার প্রতিনিধি

যদি তুমি শাসনে রাখ্‌তে পার
তোমার উষ্ট্রকে,
তবেই তুমি পার্‌বে বিশ্বকে শাসন কর্‌তে,
আর পর্‌তে পার্‌বে তোমার শিরে
সোলায়মানের রাজমুকুট।
তুমি হবে বিশ্বের গৌরব
যতোদিন থাক্‌বে তার অস্তিত্ব,
তুমি শাসন কর্‌বে সেই রাজ্য,
যেখানে নেই কোনো ব্যভিচার।
আল্লার প্রতিনিধি হওয়া এই বিপুল বিশ্বে,
আর আধিপত্য করা
তাঁর সৃষ্ট পদার্থের উপর,
কতো মধুর আনন্দময়!

আল্লার প্রতিনিধি
এই বিপুল বিশ্বের আত্মা-স্বরূপ,
তার অস্তিত্ব সেই মহানামের প্রতিবিম্ব।
সে জানে
খণ্ড ও অখণ্ডের অন্তর্নিহিত রহস্য;
পালন করে সে আল্লার নির্দেশ
এই বিরাট ধরিত্রীর বুকে।

যখন সে তার শিবির সন্নিবেশ করে
এই বিস্তৃত ধরণীর উপর,
আবর্তন করে সে মহাকালের আস্তরণ।
প্রতিভা তার জীবন-ধারায় পরিপূর্ণ,
আর চায় সে স্বয়ম্‌প্রকাশ হোতে;
অস্তিত্বে আন্‌বে সে আর একটা নূতনতর বিশ্ব।

খণ্ড ও অখণ্ডের এই বিশ্বের মতো
অনন্ত বিশ্ব জাগ্রত হ'য়ে ওঠে
গোলাব-পাপড়ির মতো
তার কল্পনার বীজ থেকে।
অপরিণত প্রকৃতিকে সে ক'রে তোলে পরিপক,
বিদূরিত ক'রে দেয়
সব মৃন্মূর্তিকে মন্দির-বেদী থেকে।
স্পর্শে তার
অন্তরের তন্ত্রীতে জাগ্রত হয় অমর-গীতি,
সে জাগ্রত হয় আর নিদ্রিত হয়
শুধু আল্লারই জন্য।
তার যুগকে সে শিখিয়ে যায়
যৌবনের জয়গান
আর রাঙিয়ে তোলে সব কিছুকে
যৌবনের রঙে।

মানব জাতির কাছে বহন ক'রে আনে সে
আনন্দ-বার্তা আর সতর্ক-বাণী,
সৈনিক হ'য়ে আসে সে,
সে হ'য়ে আসে সেনাপতি এবং রাজা।

"আল্লাহ্ আদমকে শিখিয়েছিলেন
সব পদার্থের নাম।"—
এই বাণীর কারণ সে।
"প্রশংসা তাঁরই
যিনি প্রেরণ করেছেন
তাঁর রসুলকে রাত্রির অন্ধকারে।"—
সে-ই হোল
অন্তর্নিহিত রহস্য এই বাণীর।

আসা * হাতে পেয়ে
শক্তিমান হ'য়ে ওঠে তার শ্বেত হস্ত,
তার জ্ঞানের সাথে এসে মিলিত হয়
এক পরিপূর্ণ মানুষের শক্তি।
বীব অশ্বারোহী সৈনিক
যখন ধারণ করে তার রশ্মি,

* আসা—যষ্টি

কালের অশ্ব তখন
ছু'টে চলে দ্রুততর গতিতে।
তার আশ্চর্য মুখাবয়ব
শুষ্ক ক'রে তোলে লোহিত সাগরকে,
চালিত করে সে ইস্‌রাইলদেরকে
মিসরের বাহিরে।
তার কণ্ঠে যখন ধ্বনি ওঠে,
'জাগ্রত হও,'
তখন মৃত আত্মাসমূহ জেগে ওঠে
তাদের সমাধি-তলে
ময়দানের মাঝে পাইন-বৃক্ষের মতো।

তার ব্যক্তিত্ব
সারা পৃথিবীর কাছে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ,
মহিমায় তার সমগ্র ধরিত্রী পায় পরিত্রাণ।
তার সেই পরিত্রাণ-কর্তা রূপের প্রতিবিম্ব
অণুপরমাণুকে করে সূর্যের সাথে পরিচিত,
তার অন্তরের ঐশ্বর্য ক'রে তোলে মূল্যবান সব কিছুকে
যার অস্তিত্ব আছে।
সে বিতরণ করে জীবন-ধারা
তার অলৌকিক কর্ম দ্বারা,
জীবনের প্রাচীন ধারাকে সে ক'রে তোলে নূতনতর।

দীপ্তিমান স্বপ্ন
জেগে ওঠে তার পদাংক থেকে,
তার সিনাই দ্বারা প্রবিষ্ট হয় কতো মুসা।

সে দিয়ে যায় জীবনের নূতনতর ব্যাখ্যা,
এই স্বপ্নের একটা নূতনতর অর্থ।
তার লুকায়িত সত্তাই হোল জীবনের রহস্য,
জীবন-বীণার না-শোনা সংগীত।
প্রকৃতি ভোগ কর্‌ছে যুগ-যুগান্তর ধ'রে প্রসব-বেদনা
রক্তাক্ত হ'য়ে শুধু জন্ম দিতে তার ব্যক্তিত্ব।
এক মুঠা মৃত্তিকা
উ'ঠে গেছে নভোবিন্দুতে.
সেই মৃত্তিকায় জন্ম নেবে
এক বিজয়ী বীর।
আজকের ভস্মের মাঝে
ঘুমিয়ে আছে এমন এক অগ্নি,
যা' কাল সমগ্র বিশ্বকে কর্‌বে জ্বালাময়
তার লেলিহান শিখা বিস্তার ক'রে।
আমাদের কুঁড়িরা
ফুটিয়ে তুল্‌বে এক বাগান গোলাব,
আমাদের চক্ষু
অনাগত উষার আশায় সমুজ্জ্বল।

নেমে এসো, ওগো অদৃষ্টের আরোহী !
নেমে এসো, ওগো মহা পরিবর্তনের আঁধারের আলো !
অস্তিত্বের দৃশ্যকে জ্যোতিষ্মান ক'রে তোল,
আমার আঁখির অন্ধকারে তুমি এসে স্থান নেও।
জাতির কোলাহলকে ক'রে দাও নিস্তব্ধ,
তোমার সংগীত
স্বর্গের মাধুরী ব'য়ে আনুক্
আমাদের কর্ণের কাছে।

জাগ্রত হও,
বাজিয়ে তোলো বীণায় ভ্রাতৃত্বের সুর,
ফিরিয়ে দাও আমাদেরকে সেই প্রেমের সুরাপাত্র
আর একবার
ব'য়ে আনো সেই শান্তির দিন এই পৃথিবীতে,
শান্তির বাণী পৌঁছে দাও তাদের কানে,
যারা চায় যুদ্ধ !
মানব-জাতি শস্য-ক্ষেত্র,
আর তুমি তার ফসল ;
তুমি জীবন-যাত্রীর কাফেলার
গন্তব্য পথের শেষ সীমানা !

হেমন্তের নিষ্ঠুরতায়
সব বৃক্ষ-পত্র গেছে ঝ'রে,
ওগো, ব'য়ে এসো তুমি বসন্তের মতো
আমাদের উদ্যানের উপর দিয়ে!
গ্রহণ করো অবনত ললাট থেকে আমাদের
শিশু, যুবা, বৃদ্ধ—সকলের আনন্দ-অভিবাদন।

আমাদের যা' কিছু সম্মান,
শুধু তোমারই ঋণ।
আজ আমরা নীরবে ব'য়ে যাই
জীবনের ব্যথা- বেদনা।

# দশম অধ্যায়

[ হযরত আলীর (রাঃ) নামসমূহের ভেতরের অর্থ নিয়ে ]

আলী—প্রথম মুস্‌লিম আর মানুষের রাজা,
প্রেমের দৃষ্টিতে আলী ঈমানের ভাণ্ডার।

পরিবারের প্রতি তাঁর অনুরাগ
অনুপ্রাণিত করে আমায় জীবন-ধারায়,
যেনো আমি একটি দীপ্তিমান মুক্তা।

নার্গিস ফুলের মতো
আনন্দিত আমি স্থির দৃষ্টিপাতে ;
সুরভীর মতো আমি দিশাহারা হ'য়ে ছুটি
তাঁর প্রমোদ-নন্দনের ভিতর দিয়ে।

যদি পবিত্র জল-ধারা
নির্গত হয় আমার ভূমি থেকে,
উৎস তার তিনিই ;
যদি সুরা নির্গত হয় আমার দ্রাক্ষা-বক্ষ থেকে,
তিনিই তার কারণ।

ধূলিমুষ্টি আমি,
কিন্তু সূর্য তাঁর করেছে আমায়
দর্পণের মতো,
সংগীত দৃশ্যমান আমার বক্ষোমাঝে।

মহান নবী দেখেছিলেন কতো শুভ লক্ষণ
আলীর মুখ দর্পণে,
গৌরবে তাঁর গৌরবী হয়েছে সত্যধর্ম।

আদেশ তাঁর ইস্‌লামের শক্তি-স্বরূপ ;
সকল পদার্থ হয় ভক্তি-প্রণত
তাঁর বংশের কাছে।

আল্লার রসুল দিয়েছিলেন তাঁর নাম 'বু-তোরাব'
আল্লাহ্‌ কোর্‌আনে দিয়েছেন তাঁর নাম
'আল্লার হস্ত'
যে কেহ পরিচিত জীবন-রহস্যের সাথে—
জানে আলীর নাম-সমূহের
অন্তর্নিহিত অর্থ।

সেই মলিন কর্দম—যার নাম দেহ,
যুক্তি আমাদের বিক্ষুব্ধ হচ্ছে তার দুষ্কৃতির জন্য

শুধু তারই জন্য
নভোস্পর্শী চিন্তাধারা আমাদের
লুণ্ঠিত হয় ধরণীর ধূলিতলে।
সে আমাদের আঁখিকে করে অন্ধ
আর কর্ণকে করে তোলে বধির।
হাতে তার প্রলোভনের দুধারী তলওয়ার ঃ
এই দস্যু-হস্তে বিদীর্ণ হয় পথিকের বক্ষ।
আলী—আল্লার সিংহ—
দমিত ক'রেছিলেন দেহের কর্দমকে
আর পরিণত ক'রেছিলেন মলিন মৃত্তিকাকে স্বর্ণে।
মুর্‌তজা—তরবারির ঝলকে যাঁর
সপ্রকাশ হোত সত্যের শিখা,
লাভ ক'রেছিলেন বু-তোরাব খেতাব,
তাঁর দেহকে জয় ক'রে ; *
মানুষ দিগ্বিজয়ী হয় যুদ্ধে তার দুর্দম শক্তিতে,
কিন্তু তার অন্তরের অত্যুজ্জ্বল মনি
তার আত্মজয়।

ঃ

এই বিশ্বের বুকে যে কেহ হোতে পারে বু-তোরাব,
ইংগিতে তার সূর্য উদিত হয়

* 'মুরতজা' মানে 'আল্লাহ্ যার উপর খুশী'—আলীর অন্যতম নাম। 'বু-তোরাব' মানে 'মৃত্তিকার পিতা'।

পশ্চিম গগন থেকে ;
যে কেহ রশ্মি ধারণ করে দৃঢ়রূপে
তার দেহের অশ্বের,
অধিষ্ঠান করে মধ্যমনির মতো
রাজ মুকুটের মাঝে ঃ
এই খানেই ধুলিলুন্ঠিত হয় খয়বরের শক্তি
তা'র চরণ-তলে, †
রোজ-কিয়ামতে হস্ত তার পরিবেশন কর্‌বে
আবে-কাওসার। ‡
আত্ম-জ্ঞান দ্বারা
তিনি কর্ম ক'রেছিলেন আল্লার হস্তের,
আল্লার হস্ত হ'য়েই
শাসন চালিয়েছিলেন সকলের উপর।
তিনি ছিলেন দুর্গ-দ্বার বিজ্ঞানের নগরীর ; $
আরব, চীন ও গ্রীস হয়েছিলো তার পদানত।

* আলীর একটি মাজেজাব প্রতি ইংগিত কবা হয়েছে।

† খয়বর হেজাজের একটি গ্রাম। খযবব দুর্গ ৬২৮ খৃষ্টাব্দে মুস্‌লিম বাহিনীর করতলগত হয়। সেই যুদ্ধে আলী অসীম বীরত্ব প্রদর্শন কবেছিলেন।

‡ 'আবে-কাওসাব'—স্বর্গীয নদ।

$ হযরত রসূল (দঃ) বলেছেন,—"অমি জ্ঞানেব নগরী আর আলী তার দুর্গ-দ্বার।"—হাদিস।

যদি তুমি পান কর স্বচ্ছ সুরা
তোমার আপন দ্রাক্ষা থেকে,
তোমায় প্রভুত্ব কর্‌তেই হবে
তোমার আপন মৃত্তিকার উপর।

মৃত্তিকায় পরিণত হওয়া পতংগের ধর্ম ;
জয়ী হও মৃত্তিকার উপর,
সেই হোল যোগ্য কায মানবের।

কমনীয় তুমি কুসুমের মতো,
কঠোর হ'য়ে ওঠ প্রস্তরের ন্যায়,
যেনো তুমি হোতে পার জান্নাতের প্রাচীর-ভিত্তি !
তোমার কর্দমকে পরিণত কর একটি মানবে,
তোমার মানবকে পরিণত কর বিশ্বে।

তোমার আপন মৃত্তিকা থেকে
যদি তুমি নির্মাণ না কর তোমার প্রাচীর অথবা দ্বার,
অপর কেহ নির্মাণ কর্‌বে ইষ্টক
তোমার মৃত্তিকা থেকে।

ওগো,—যে অভিযোগ কর আল্লার নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে,
কাঁচ যার চীৎকার করে
প্রস্তরের অবিচারের বিরুদ্ধে,
আর কতোকাল এই বিলাপ, চীৎকার আর শোক

আর কতো চল্‌বে এই চিরন্তন বুক চাপড়ানি ?
জীবনের সার লুক্কায়িত কর্মের ভিতরে,
স্বষ্টির আনন্দই হচ্ছে জীবনের নিয়ম।

জাগ্রত হও, স্বষ্টি কর নূতন জগৎ !
আবৃত কর আপনাকে অনল-শিখায়,
হ'য়ে ওঠ এব্রাহিমের মতো !

এই বিশ্বের সাথে তাল রেখে চলা,
যে ভালোবাসে না তোমার সংকল্পকে,
সে শুধু দূরে নিক্ষেপ করা বর্ম
সমর-ক্ষেত্রের মধ্যে।

সবল-চরিত্র মানব—
যে প্রভু তার আপনার,
লাভ করে সৌভাগ্য অপরিমাণ।

যদি বিশ্ব না মেনে নেয় তার খেয়াল,
সে পরীক্ষা কর্‌বে যুদ্ধের দুর্ঘটনাকে
স্বর্গের সাথে ;
খনন কর্‌বে সে বিশ্বের ভিত্তিমূল
আর লাগাবে তার প্রতি পরমাণুকে নব স্বষ্টিতে

বিপর্যস্ত কর্‌বে সে সময়ের গতিকে,
আর ধ্বংস কর্‌বে নীল আকাশের আবরণ ;
তার আপন শক্তিতে
সে সৃষ্টি কর্‌বে একটা নবীন বিশ্ব—
যা' চল্‌বে তার খুশীতে।

যে বেঁচে থাকতে পারে না এই বিশ্বের বুকে
মানুষের মতো,
তার বীরের মতো মৃত্যুবরণই শ্রেয় !

আছে যার সতেজ অন্তর,
প্রমাণিত কর্‌বে সে তার শক্তি
মহান কর্ম দ্বারা।

মধুর প্রেমকে ব্যবহার করা কঠোর কর্তব্যে,
আর গোলাব সংগ্রহ করা এব্রাহিমের মতো
অনল-কুণ্ড থেকে।

কর্ম-প্রিয় মানুষের শক্তি
প্রকাশ লাভ করে—
যা' কিছু কঠোর, তাকে গ্রহণের ভিতর দিয়ে।

নীচ আত্মার নেই কোনো অস্ত্র
আর্তবিলাপ ছাড়া,
জীবনের আছে একটি মাত্র নিয়ম।

জীবন শক্তির প্রকাশ,
আর তার মূল উৎস বিজয়ের আকাংখা।
অপাত্রে করুণা
জীবনের শোনিত-ধারাকে করে শীতল,
তা' হচ্ছে জীবন-সংগীতের ছন্দপাত।
অকীর্তির গভীরে যে আছে নিমজ্জমান,
সে দুর্বলতাকে বলে সন্তোষ।

দুর্বলতা জীবনের লুণ্ঠনকারী,
উদর তার পরিপূর্ণ ভয় আর মিথ্যায়।
আত্মা তাব ধর্মহীন,
পবিপুষ্ট হয় পাপ তার দুগ্ধ পানে।
ওগো বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানব,
সাবধান!
এই লুণ্ঠনকারী আড়ি পেতে আছে
গোপন গুহায়,
তার দ্বারা প্রতাবিত হয়ো না, যদি তুমি হও জ্ঞানী,
বহুরূপীর মতো,
প্রতি মুহূর্তে সে পরিবর্তন করে তার রঙ্।
তীক্ষ্ণদর্শীর চোখেও ধরা দেয় না তার রূপ ঃ
পর্দার আবরণ তার মুখের উপর।

এখন সে আবৃত দয়া আর সৌজন্যে,
এখন সে পরিহিত মানবতার পরিচ্ছদ।
কখনো সে গ্রহণ করে বাধ্যতার ছদ্মবেশ,
কখনো ক্ষমনীয় রূপ।

সে প্রকাশিত হয় আত্ম-চরিতার্থতার রূপে
আর হরণ করে বলশালীর অন্তর থেকে সাহস
শক্তি সত্যের যমজ ভ্রাতা ;
যদি তুমি জানো তোমার আত্মাকে,
শক্তি সত্য-প্রকাশের দর্পণ।
জীবন বীজ, আর ক্ষমতা তার ফসল ;
ক্ষমতা বুঝিয়ে দেয়
সত্য-মিথ্যার রহস্য।
কোনো দাবীদার,—যদি থাকে তার ক্ষমতা,
প্রয়োজন নেই তার দাবীর স্বপক্ষে
কোনো যুক্তির।
মিথ্যা ক্ষমতা থেকে গ্রহণ করে সত্যের অধিকার
আর সত্যকে মিথ্যায় পরিণত ক'রে
মনে করে তাকে সত্য।
সৃজনকারী বাণী তার হলাহলকে রূপ দেয় অমৃতের ;
শ্রেয়কে বলে সে,—'নিকৃষ্ট তুমি'
আর শ্রেয় হ'য়ে যায় নিকৃষ্ট।

ওগো, অসাবধান যারা তোমাদের প্রতি প্রদত্ত বিশ্বাসে,
বিশ্বাস কর নিজদেরকে
উভয় বিশ্বের সেরা বলে।
লাভ কর জ্ঞান জীবন-রহস্যের !
দুর্দমনীয় হও !
হেলায় অপসারিত কর আল্লাহ্ ছাড়া সকলকে !
ওগো জ্ঞানী মানুষ,
খুলে দাও তোমার চক্ষু, কর্ণ আর মুখ !
তারপরও যদি না পাও সত্যের পন্থা,
গালি বর্ষণ কোর আমায় !

* স্বর্গ-মর্ত্যে আল্লার প্রদত্ত একটি জিনিস কেউ গ্রহণ করেনি। শুধু গ্রহণ করেছে এই মানুষ জাতি। তা'-হচ্ছে 'আল্লার প্রতিনিধিত্ব'—মানে আল্লার গুণবাজিকে মানব-চরিত্রে সপ্রকাশ ক'রে তোলা।

# একাদশ অধ্যায়

[ একটি কাহিনী। মরভ দেশীয় এক যুবক দরবেশ আলী হুজিরী রাহ্‌মাতুল্লাহ আলায়হের দর্‌বারে এসে হাযির হ'য়েছিলেন এবং অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি তাঁর দুশ্‌মণদের দ্বারা উৎপীড়িত হ'য়েছেন। ]

হুজিরের দরবেশ ছিলেন সম্মানিত
মানুষের কাছে;
পীর-ই-সঞ্জর তাঁর সমাধি দর্শন ক'রেছিলেন
তীর্থযাত্রী হ'য়ে। *
সহজেই তিনি অতিক্রম ক'রেছিলেন পর্বতের বাধা
আর বহন করেছিলেন ইস্‌লামের বীজ
হিন্দুস্তানের বুকে।
ঐশী ক্ষমতায় তিনি ফিরিয়ে এনেছিলেন
ওমরের যুগ,
বাণীতে তাঁর জেগে উ'ঠেছিলো সত্যের খ্যাতি।

* দরবেশ আলী হুজিরী (রাঃ) আফগানিস্তানের গজ্‌নীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রাচীন পারস্য সুফিতত্ত্বের রচয়িতা ছিলেন। তিনি ১০৭২ অব্দে লাহোরে দেহত্যাগ করেন। 'পীর-ই-সঞ্জর' বলিতে বিশ্ববিখ্যাত দরবেশ হয্‌রত মুইনউদ্‌দীন চিশতীকে বুঝায়। তিনি ১২৩৫ অব্দে আজমীর শরীফে দেহত্যাগ করেন।

তিনি ছিলেন কোর্‌আনের সম্মান-রক্ষক,
দৃষ্টিতে তার ধ্বসে প'ড়েছিলো
মিথ্যার মন্দির।
নিশ্বাসে তাঁর প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিলো
পাঞ্জাবের ধূলিকণা,
রবিরশ্মিতে তাঁর অত্যুজ্জ্বল হয়েছিলো
আমাদের পূর্বাশা।

তিনি ছিলেন প্রেমিক
আরও ছিলেন প্রেমের দূত ;
ভ্রূযুগ হোতে তাঁর বিচ্ছুরিত হোত,
প্রেমের গোপন বাণী
বল্‌বো আমি তাঁর পূর্ণতার এক কাহিনী
আর বেঁধে দেব সব গোলাবের আস্তরণকে
একটি মাত্র কলির সাথে
এক তরুণ যুবক—সাইপ্রেস বৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘতনু,
এসেছিলেন মবভ থেকে লাহোরে।
দর্শন কর্‌তে গেলেন তিনি ভক্ত দর্‌বেশকে
যেনো সূর্যরশ্মি বিদূরিত করে
তাঁর অন্ধকার

"উৎপীড়িত আমি দুশ্‌মণদের দ্বারা"—
বল্‌লেন তিনি,
"কাঁচের মতো আমি প্রস্তরের মাঝখানে।
শিক্ষা দিন্ আমায়, ওগো স্বর্গীয় সম্মান-প্রাপ্ত দর্‌বেশ,
কি ভাবে অতিবাহন কর্‌বো আমার জীবন
দুশ্‌মণদের মাঝখানে!"

জ্ঞানী পথ-প্রদর্শক—
চরিত্রে যার প্রেম জন্ম দিয়েছিলো
সৌন্দর্য ও গৌরব—
বল্‌লেন উত্তরে:
"তুমি জীবন-সংগীতের সাথে নও পরিচিত,
অসতর্ক তার অন্ত ও আদি সম্বন্ধে।
নির্ভীক হও অপরের থেকে!
তুমি একটা ঘুমন্ত শক্তি;
জাগ্রত হও!
প্রস্তর যখন ভাব্‌লো তার নিজকে কাঁচ বলে,
সে হোল কাঁচে পরিণত
আর হোল ভংগুর।
যদি পথিক মনে করে নিজকে দুর্বল,
সে আত্ম-বিসর্জন করে দস্যু-হস্তে।
কতোকাল আর তুমি ভাব্‌বে নিজেকে জল ও কর্দম বলে?

তোমার কর্দম থেকে তুমি সৃষ্টি কর
এক জ্বালাময় সিনাই।
কোন ক্রুদ্ধ হও শক্তিমান মানুষের বিরুদ্ধে ?
কেন অভিযোগ কর দুশ্‌মণের জন্য ?
ঘোষণা কর্‌বো আমি সত্য ঃ
দুশ্‌মণই তোমার বন্ধু !
অস্তিত্ব তার পরায় তোমায় গৌরবের রাজ-মুকুট।
অপরিচিত যে আত্মার অবস্থার সাথে,
শক্তিমান দুশ্‌মণকে মনে করে সে
আল্লার আশীর্বাদ।

মানব-বীজের কাছে দুশ্‌মণ শ্রাবণের মেঘ ঃ
জাগ্রত করে সে তার অন্তর্নিহিত শক্তি।
যদি তোমার আত্মা হয় শক্তিশালী,
তোমার পথের প্রস্তর হবে জলের মতো ;
কিসে ভয় করে পথের উত্থান-পতনের স্রোত ?
সংকল্পের অসি শাণিত হয় পথের প্রস্তরে
আর প্রমাণিত করে আপনার শক্তি
পদে পদে বিঘ্নের সম্মুখীন হয়ে।
কি লাভ পশুর মতো আহার-নিদ্রায় ?
কি লাভ তোমার সত্তায়
যদি শক্তি না থাকে তোমার অন্তরে ?

যখন তুমি আত্মা দ্বারা কর আপনাকে শক্তিমান,
ধ্বংস কর্‌তে পার তুমি বিশ্বকে
তোমার খোশ্‌-খেয়ালে।
যদি তুমি বরণ কর মৃত্যু, আত্মমুক্ত হও ;
যদি তুমি থাক জীবন্ত, পরিপূর্ণ হও আত্মায় !

মৃত্যু কি ? আত্মবিস্মৃত হওয়া।
কেন কল্পনা কর তাকে দেহ ও আত্মার বিচ্ছেদ বলে ?
দৃঢ় হও আত্মায় ইউসুফের মতো !
বন্দীদশা থেকে অগ্রসর হও রাজত্বে !
ভাব আত্মার কথা, কর্ম্মপ্রিয় মানুষ হও !
আল্লার মানুষ হও,
বহন কর রহস্য অন্তরে !"

আমি কর্‌বো সকল পদার্থের ব্যাখ্যা কাহিনীর সাহায্যে,
ফুটিয়ে তুল্‌বো আমি কুড়িকে
আমার নিশ্বাসের শক্তিতে।
'উৎকৃষ্টতর প্রেমিকের কাহিনী বর্ণনা
অপরের মুখ দিয়ে।' ৺

* এখানে প্রাচীন সুফী মতকে সংশোধন করা হয়েছে যে, মৃত্যু দ্বারা সুফী চিরন্তন জীবন লাভ করে আল্লার সাথে।

‡ মসনভি শরীফ।

# দ্বাদশ অধ্যায়

[ একটি তৃষ্ণাতুর পাখীর কাহিনী ]

একটি পাখী হয়েছিল তৃষ্ণার্ত,
দেহের নিশ্বাস তার হ'য়ে এসেছিলো ভারী
ধূম-কুণ্ডলীর মতো।
বাগিচার ভিতরে দেখ্‌লো সে একখণ্ড হীরক,
তৃষ্ণা জন্মালো এক জলের মায়া।
সূর্যকরোজ্জ্বল প্রস্তরের প্রতারণায়
অজ্ঞ পাখী ভাব্‌লো তাকে জল।
সে পেল না কোনো রস এই হীরকের বুকে,
সে ঠোক্‌রাতে লাগ্‌লো তাকে চঞ্চু দ্বারা,
কিন্তু তা'তে সিক্ত হোল না তার তালু।

"ওরে ব্যর্থ আকাংখার দাস,"—বল্‌লে হীরক,—
"শাণিত করেছো তোমার লুব্ধ চঞ্চু আমার উপর,
কিন্তু আমি নহি শিশির-বিন্দু, দেই না আমি পানীয়,
বেঁচে থাকি না আমি অপরের জন্য।

আঘাত কর তুমি আমাকে ?
উন্মাদ তুমি।
যে জীবন সপ্রকাশ করে আত্মাকে,
পরিচয় নেই তোমার তার সাথে।
আমার জল ভেঙে দেবে পক্ষীর চঞ্চু,
আর ভাঙ্‌বে মানব-জীবনের রত্ন।"
পাখী লাভ কর্‌লো না তার অন্তরের আকাংখা
হীরকের কাছে,
আর ফিরে এল দীপ্ত প্রস্তরখণ্ডের কাছ থেকে।
হতাশা জাগ্রত হোল তার বুকে,
তার কণ্ঠের সংগীত পরিণত হোল আর্তবিলাপে।

গোলাব-শাখার উপর এক বিন্দু শিশির
জ্বল্‌জ্বল্‌ কর্‌ছিলো
বুল্‌বুলের আঁখি-কোণে অশ্রুর মতো,
তার দীপ্তি ছিলো সূর্যকরেরই জন্য,
সূর্যের ভয়ে সে ছিলো প্রকম্পিত,
একটি বিচঞ্চল আকাশোদ্ভূত তারকা
মুহূর্তের জন্য পতিত ভূমিতলে,
আকাংখা দ্বারা পরিদৃশ্যমান,

* হীরককে গ্রাস কর্‌লে মানবের হয় মৃত্যু।

কখনো প্রতারিত কলি এবং পুষ্প দ্বারা,
সে লাভ করে নি কিছুই জীবন থেকে।
সে ছিলো ঝুলায়মান, পতনোম্মুখ,
অশ্রুর মতো প্রেমিকের আঁখিকোণে,
যে হারিয়েছে তার অন্তরতমকে।
সেই আর্ত বিপন্ন পাখী
লাফিয়ে বস্‌লো গিয়ে গোলাব-কুঞ্জের ভিতরে,
শিশির-বিন্দু ঝ'রে পড়্‌লো তার মুখে।

ওগো, যে মুক্ত কর্‌বে তোমার আত্মাকে শত্রু-হস্ত থেকে,
জিজ্ঞাসা করি তোমায়,
"তুমি কি সলিল-বিন্দু, না একটি রত্ন?"
পাখী যখন বিগলিত হচ্ছে তৃষ্ণার অনলে,
সে তখন গ্রাস করেছে অপরের জীবন।
বিন্দুটি ছিলো না কঠিন, রত্নতুল্য;
হীরকের ছিলো আত্মা, যা' ছিলো না বিন্দুর।
কখনো মুহূর্তের জন্য আত্ম-সংরক্ষণে কোর না অবহেলা:
হ'য়ে ওঠ হীরক, শিশির-বিন্দু নয়!

প্রকৃতিতে হও বৃহদায়তন, পর্বতের মতো,
শিখরে তোমার বহন কর মেঘমালা
বর্ষাসলিলে পরিপূর্ণ !
রক্ষা কর আপনাকে আত্মস্বীকৃতি দ্বারা,
সংকুচিত কর তোমার পারদকে রজত-রেখায় !
সৃষ্টি কর বিলাপ-গীতি তোমার আত্মার তন্ত্রীতে,
সপ্রকাশ কর আত্মার রহস্য !

# ত্রয়োদশ অধ্যায়

[ হীরক ও কয়লার কাহিনী । ]

এখন আমি খু'লে দেবো আর একটি সত্যের দ্বার,
বল্‌বো আমি তোমায় আর একটি কাহিনী ।
খনির ভিতরে কয়লা বললে হীরককে,
"ওগো চিরন্তন জ্যোতির্ময়,
সাথী আমরা, আর সত্তা আমাদের এক ;
একই আমাদের অস্তিত্বের মূল,
তবু যখন আমি ম'রে যাই অকিঞ্চিৎকরতার
যাতনায়,
তখন স্থান তোমার সম্রাটের মুকুটে ।
এত কুৎসীত আমার উপাদান,
আমি মৃত্তিকা অপেক্ষাও কম দামী,
আর দর্পণের বক্ষ বিদীর্ণ হয় তোমার সৌন্দর্যে ।
অন্ধকার আমার আলোময় করে উত্তপ্ত পাত্রকে,
তারপর আমার সার যায় ভস্মীভূত হ'য়ে ।
প্রত্যেক মানুষ স্থাপন করে তার পদ আমার মস্তকে
আর আবৃত করে আমার সত্তাকে
ভস্ম দ্বারা ।

দুঃখিত হোতেই হবে আমার অদৃষ্টে ;
জানো তুমি, আমার সত্তার সার কোথায় ?
সে হচ্ছে একটা ঘনীভূত ধূমকুণ্ডলী,
সাথে তার একটি মাত্র স্ফুলিংগ।
বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিতে তুমি তারকা-তুল্য,
সর্বদিক থেকে তোমার বিচ্ছুরিত হয় জ্যোতি।
এখন তুমি পরিণত হও রাজার আঁখির আলোয়,
কখনো সজ্জিত কর
তরবারির হাতল।"

"ওগো বিচক্ষণ বন্ধু"—হীরক বল্‌লে,—
"মলিন মৃত্তিকা যখন হয় শক্ত,
মর্যাদায় হয় তখন প্রস্তরাধার তুল্য।
পারিপার্শ্বিকতার সাথে চলে তার সংগ্রাম,
সংগ্রামে পরিপক্ক হ'য়ে সে হয় কঠোর
প্রস্তরের মতো।
পরিপক্কতাই প্রদান করেছে আমায় আলোক
আর পূর্ণ করেছে আমার বক্ষ জ্যোতিতে।
যেহেতু সত্তা তোমার অপরিপক্ক,
তাই তুমি হয়েছো নীচ ;
দেহ তোমার কোমল ব'লেই হয় দগ্ধীভূত।

পরিত্যাগ কর ভয়, দুঃখ আর উদ্বেগ,
কঠোর হ'য়ে ওঠ প্রস্তর-তুল্য,
হ'য়ে ওঠ হীরক-খণ্ড!

যে করে কঠোর সংগ্রাম আর ধারণ করে দৃঢ়হস্তে,
উভয় জগৎ আলোকিত হয় তার দ্বারা।
একটু সামান্য মৃত্তিকা কৃষ্ণ প্রস্তরের মূল
যে তার মস্তক স্থাপন করেছে
কাবার বক্ষে;
মর্যাদা তার উচ্চতর সিনাই অপেক্ষা।
সে চুম্বন লাভ করে কৃষ্ণ ও শুভ্র সকলের
কঠোরতায় নিহিত রয়েছে জীবনের গৌরব;
দুর্বলতাই হোল অকিঞ্চিতকরতা ও
অপরিপক্কতা।"

# চতুর্দশ অধ্যায়

[ শেখ ও ব্রাহ্মণের কাহিনী। তারপর হিমালয় ও গংগা নদীর কথোপকথন। এর সারমর্ম—সমাজ-জীবনের ধারাবাহিকতা নির্ভর করে জাতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের সাথে দৃঢ় বন্ধনের উপর। ]

কাশীতে ছিলো এক সম্মানিত ব্রাহ্মণ,
মস্তিষ্ক তার নিমজ্জিত ছিলো
সত্তা ও অসত্তার মহাসমুদ্রে।
ছিলো তার বিরাট জ্ঞান দর্শন-শাস্ত্রে—
অতি-নিবিষ্ট ছিলো সে
ঈশ্বর-সন্ধানীদের কাছে।
ব্যস্ত ছিলো তার অন্তর নূতন সমস্যার আলোচনায়,
বুদ্ধি তার বিচরণ করতো
সপ্তর্ষিমণ্ডলের উচ্চতায়;
নীড় তার ছিলো অংক পাখীর নীড়ের মতো উঁচে; *
রবি-শশী নিক্ষিপ্ত হোত তার চিন্তার অনলে,
ইন্ধনের মতো।

* একপ্রকার রহস্যময় পাখী। তার নাম ছাড়া আর কিছুই জানা যায় না।

দীর্ঘকাল সে কর্‌লো পরিশ্রম
আর হোল ঘর্মাক্ত,
কিন্তু দর্শনশাস্ত্র আন্‌লো না কোন সুরারস
তার পিয়ালায়।

যদিও সে পাত্‌লো বহু ফাঁদ
জ্ঞানের বাগিচায়,
ফাঁদে তার কোনো দিন দিলো না ধরা
তার আদর্শ পক্ষী ;

যদিও চিন্তার নখর হোল তার শোনিত-সিক্ত,
সত্তা ও অসত্তার বন্ধন থাক্‌লো অসংবদ্ধ।

তার ওষ্ঠের দীর্ঘশ্বাস সাক্ষ্য দিলো তার হতাশার,
আকৃতি তার প্রকাশ কর্‌লে কাহিনী
তার বিভ্রান্তির।

একদিন হোল তার মোলাকাত এক প্রসিদ্ধ শেখের সাথে,
বক্ষে যাঁর ছিলো একটি অন্তর
সুবর্ণময়।

ব্রাহ্মণ দিলে নীরবতার মোহর তার ওষ্ঠযুগলে,
কর্ণকে অভিনিবিষ্ট কর্‌লে
সেই দর্‌বেশের আলাপনে।

তারপর বল্‌তে লাগলেন শেখ,—

"ওগো অত্যুচ্চ আকাশ-লোক-চারী,
প্রতিজ্ঞা কর একটু সত্য হোতে এই পৃথিবীর কাছে !
পথ-হারা হয়েছো তুমি
কল্পনার গহণ অরণ্যে,
নির্ভীক চিন্তাধারা তোমার ছাড়িয়ে গেছে স্বর্গলোক।
আপোশ কর পৃথিবীর সাথে,
ওগো নভোচারী মুসাফির !
ঘুরে মরো না তারকা-মণ্ডলীর সার অনুসন্ধানে !
আদেশ কর্‌ছি না আমি পরিত্যাগ করতে মূর্তিপূজা।
অবিশ্বাসী তুমি ?
উপযুক্ত হও তোমার জুন্নারের ! *

ওগো প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী,
পৃষ্ঠপ্রদর্শন কোর না সেই পথকে
যে পথে বিচরণ করেছে তোমার পূর্বপুরুষ !
যদি মানব-জীবন উদ্ভূত হয় ঐক্য থেকে,
তা'হলে অবিশ্বাসও সেই ঐক্যেরই উৎসমূল।

* 'অবিশ্বাসের উপবীত'কে মূলগ্রন্থে বলা হয়েছে 'জুন্নার।'

যদি তুমি না হতে পার পরিপূর্ণ অবিশ্বাসী,
অনুপযুক্ত তুমি পূজা দেবার
ঈশ্বরের পূজা-বেদীমূলে।
উভয়ই আমরা বিপথে ভক্তিমার্গ থেকে ;
তুমি বহুদূরে আজর থেকে
আর আমি এব্রাহিম থেকে। *
মজ্‌নু আমাদের পড়েনি বিমর্ষ হ'য়ে
তার লায়লার বিরহে ঃ
প্রেমের উন্মত্ততায় হয় নি সে পরিপূর্ণ।
আত্মার প্রদীপ যখন হয় নির্বাপিত,
কি লাভ নভোস্পর্শী কল্পনায় ?"

একদিন গংগা বল্‌লে হিমালয়কে—
তার পরিচ্ছদের ঝুলায়মান অংশ ধারণ ক'রে,-
"ওগো, আবৃত তোমার সর্বাংগ তুষারে
সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে;
বেষ্টিত তোমার কটিদেশ
নদী-মেখলায়,

* হয্‌রত ইব্রাহিম আলায়হেচ্ছালামের পিতা আজর ছিলেন পৌত্তলিক।'

আল্লাহ করেছেন তোমায় অংশীদার
স্বর্গীয় রহস্যের,
কিন্তু বঞ্চিত করেছেন তোমার পদকে
মহিমাময় চলনভংগী থেকে।
হরণ করেছেন তিনি তোমার বিচরণ-শক্তি,
কি লাভ তোমার এই উচ্চতায়
আর রাজকীয় ঐশ্বর্যে ?
জীবন জাগ্রত হয় বিরামহীন চলার গতি থেকে ;
তরংগের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব বিরাজ করে
তার গতিতে।"

যখন পর্বত শুন্‌লে এই বিদ্রূপ
নদীর কাছ থেকে,—
সে স্ফীত হ'য়ে উঠ্‌লো ক্রোধে
অনল-সমুদ্রের মতো,
জওয়াব দিলো সে—
"তোমার বিস্তৃত জল-রাশি আমার দর্পণ ;
বক্ষে আমার লুকায়িত শতেক স্রোতস্বিনী
তোমার মতো।
মহিমাময় চলনভংগী তোমার মৃত্যুরই পন্থা ;

যে কেহ পরিত্যাগ করে তার আত্মাকে,
বরণ করে সে মৃত্যু।
জ্ঞান নেই তোমার আপন অবস্থার.
উল্লসিত হও তুমি তোমার দুর্ভাগ্যে,
নির্বোধ তুমি।
তুমি তোমার অস্তিত্বকে দিয়েছো ডালি
মহা-সমুদ্রের পায়ে,
নিক্ষেপ করেছো তোমার বহুমূল্য মুদ্রাধার
পথদস্যুর হাতে।

আত্মসমাহিত হও গোলাবের মতো
বাগিচার মাঝে,
যেয়ো না পুষ্প-বিক্রেতার কাছে
তোমার সুরভি বিস্তার কর্‌তে।
জীবন্ত থাকার মানে আত্মবর্ধিষ্ণু হওয়া
আর জন্ম দেওয়া গোলাব-রাজিকে
তোমার আপন পুষ্প-বীথিতে।
যুগযুগান্তর গেছে অতীতের কোলে মি’শে
আর আমার চরণ রয়েছে দৃঢ়বদ্ধ
মৃত্তিকার বুকে,

মনে করো তুমি, আমি বহুদূরে
আমার লক্ষ্যস্থল থেকে ?
আমার সত্তা জন্মলাভ করলো আর পৌঁছে গেলো
আকাশের উচ্চতায়,
জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল ডুবে গেলো
বিশ্রাম নিতে আমার পরিচ্ছদের তলায় ;
সত্তা তোমার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়
মহা-সমুদ্রের বুকে,
কিন্তু শিখরে আমার অবনমিত হয়
তারকা-রাজির মস্তক।
আঁখি আমার দর্শন করে স্বর্গের রহস্য,
কর্ণ আমার পরিচিত
স্বর্গ-দূতের পক্ষের সাথে।

যখন থেকে আমি দীপ্ত হোলাম
অবিরাম শ্রান্তির উত্তাপে,
সঞ্চয় করলাম কতো লাল, হীরা আর মণিমাণিক্য।
ভিতরে আমার প্রস্তর,
আর প্রস্তরের মাঝে আছে অগ্নি ;
জল পারে না ব'য়ে যেতে
আমার অগ্নির উপর দিয়ে।

তুমি একটি জলবিন্দু ?
ভেঙে যেয়ো না তোমার আপনার পদে,
চেষ্টা কব ফু'লে উ'ঠে সমুদ্রের সাথে
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে।

আকাংখা কর তুমি রত্নেব প্রভা
হ'য়ে ওঠ রত্ন।
হ'য়ে ওঠ কর্ণভূষণ,
সজ্জিত কব এক সুন্দরীকে।
ওগো, বিস্তৃত কর আপনাকে, দ্রুতগতিশীল হও।
হও তুমি মেঘমালা—
যে প্রকাশ ক'বে বিদ্যুৎ-চমক
আর বৃষ্টিবাত্যা !
মহাসমুদ্র অন্বেষণ করুক্ তোমার ঝটিকা
ভিক্ষুকের মতো,
অভিযোগ করুক্ সে তার পবিচ্ছদেব দৈন্যে।
ভাবুক্ সে তার আপনাকে তরংগেব চেয়ে ক্ষুদ্রতর,
আব প্রবাহিত হোক্ তোমাব চরণতলে।

# পঞ্চদশ অধ্যায়

[ মুস্‌লিম জীবনের উদ্দেশ্য আল্লার বাণীকে সার্থক করা। জেহাদের মূলে যদি থাকে রাজ্যলোভ, তা' হোলে তা' ইস্‌লামের বিধি-বহির্ভূত। ]

রঞ্জিত ক'রে তোল তোমার অন্তরকে
আল্লার রঙে,
সম্মান ও গৌরব দান কর প্রেমকে।
মুস্‌লিমের প্রকৃতি বিরাজমান প্রেমের ভিতরে ;
মুস্‌লিম যদি না হয় প্রেমিক,
কাফের সে।
আল্লার উপরে নির্ভর করে তার দেখা, না-দেখা,
তার পানাহার ও নিদ্রা।
তার ইচ্ছার ভিতরে হারিয়ে যায় আল্লার ইচ্ছা,
"কি করে বিশ্বাস কর্‌বে মানুষ এই বাণী ?" *

* মওলানা রুমী খুব সুন্দরভাবে এই ভাবটি প্রকাশ করেছেন। হয্‌রত রসুল (দঃ) যখন বালকমাত্র, তখন একদিন তিনি মরুভূমির মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ধাত্রী হালিমা তখন দুঃখে আত্মহারা হ'য়ে তাঁকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। তিনি তখন অদৃশ্য বাণী শুনতে পেলেন—'দুঃখ কোর না, তিনি তোমার কাছ থেকে হারিয়ে যাবেন না ; বরং সারা বিশ্ব যাবে হারিয়ে তাঁর ভিতরে।" সত্যিকার ব্যক্তিত্ব হারিয়ে যায় না এই বিশ্বের বুকে, বরং বিশ্বই যায় হারিয়ে তার ভিতরে। ইক্‌বালের দর্শনমতে তাঁর ইচ্ছায় আল্লার ইচ্ছা যায় হারিয়ে।

শিবির সন্নিবেশ করে সে
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র ক্ষেত্রে,
মানবের কাছে সে প্রতিভু এই বিশ্বে। *

তার উচ্চ পদমর্যাদার সাক্ষ্য সেই মহান নবী
যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন মানব ও জ্বিনের কাছে,
প্রতিভু সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী।
পরিত্যাগ কর বাণী আর অন্বেষণ কর সেই আধ্যাত্মিক অবস্থা
বর্ষণ কর আল্লার জ্যোতি
তোমার কর্মের অন্ধকারে।
যদিও সজ্জিত তুমি রাজকীয় পরিচ্ছদে,
জীবন ধারণ কর দরবেশের মতো,
বেঁচে থাক জাগ্রত ভাবে আল্লার ধ্যানে!

যা' কিছু কর তুমি,
লক্ষ্য হোক্ তোমার আল্লার নৈকট্যলাভ,
যেনো তাঁর গৌরব প্রকাশিত হয়
তোমা দ্বারা।

* সত্যিকার মুসলিমের জীবনই তার আদর্শকে প্রমাণিত করে।

শান্তি হ'য়ে ওঠে অশান্তি,—যদি তার উদ্দেশ্য হয় অপর কিছু ;
যুদ্ধ তখনই শ্রেয়,
যখন তার লক্ষ্য হয় আল্লাহ্।
যদি আল্লার গৌরব সপ্রকাশ না হয়
আমাদের তরবারি দ্বারা,
তখন যুদ্ধ অবমানিত করে মানবকে।

মহান শেখ্ মিঞা মীর ওয়ালী—*
আত্মার জ্যোতিতে যাঁর সপ্রকাশ হয়েছিলো।
সকল গোপন পদার্থ,
পদযুগ ছিল তার দৃঢনিবদ্ধ মুহাম্মদের পথে,
তিনি ছিলেন বীণা
আবেগময়ী প্রেম-সংগীতের।
সমাধি তার সুরক্ষিত করে আমাদের নগরকে
অনিষ্ট থেকে,
বিচ্ছুরিত করে সত্যধর্মের জ্যোতি আমাদের উপরে :
স্বর্গ ঝুঁকে প'ড়েছিলো তাঁর চলার পথে,
শিষ্য ছিলেন তাঁর ভারত-সম্রাট। †

* একজন মুসলিম তাপস। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে লাহোরে তিনি দেহত্যাগ করেন।

† সুবিখ্যাত মোগল-সম্রাট শাহ্জাহান।

এই সম্রাট বপন ক'রেছিলেন আকাংখার বীজ
তাঁর অন্তরে,
আর সংকল্প ক'রেছিলেন দিগ্বিজয়ের।
ব্যর্থ আকাংখার অগ্নি ছিলো প্রজ্জ্বলিত তাঁর অন্তরে,
শিখিয়েছিলেন তিনি তাঁর অসিকে জিজ্ঞেস্ করতে,
"আরো আছে কিছু বাকী ?"

দক্ষিণ ভারতে ছিলো মহাসমর-কোলাহল,
দণ্ডায়মান ছিলো তাঁর সেনাবাহিনী সমর-ক্ষেত্রে।
গিয়েছিলেন তিনি নভোস্পর্শী সম্মানের আধার শেখের কাছে,
লাভ করতে তাঁর আশীর্বাদ,
মুস্‌লিম আবর্তন করে বিশ্ব থেকে
আল্লার দিকে,
শক্তিশালী করে তার কর্মধারাকে প্রার্থনা দ্বারা।
সম্রাটের কথায় শেখ দিলেন না কোনো জওয়াব,
দরবেশমণ্ডলী ছিলেন শ্রবনোন্মুখ,
যতোক্ষণ না এক শিষ্য,
হস্তে এক মুদ্রা,
খুল্‌লে তার মুখ
আর ভাঙলে নিস্তব্ধতা।

বল্‌লে সে,—"গ্রহণ করুন আমার এ দীন তোহ্‌ফা,
ওগো ঐশী পথভ্রষ্টদলের পরিচালক !
ঘর্মাক্ত হ'য়েছিলো আমার সর্বাংগ
অর্জন কর্‌তে একটি দির্‌হাম।"

শেখ বল্‌লেন,
"প্রদান করা উচিত এই অর্থ
আমাদের সুলতানকে,
ভিক্ষুক যিনি রাজকীয় পরিচ্ছদে
যদিও প্রভুত্ব তাঁর চন্দ্র-সূর্য-তারকামণ্ডলীর উপরে,
তথাপি সম্রাট আমাদের সর্বাপেক্ষা নিস্ব
মানব জাতির ভিতরে।
দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ অপরের মুখের অন্নের প্রতি,
তাঁর ক্ষুধার অনল গ্রাস করেছে বিপুল বিশ্ব ।
তরবারি তাঁর আনয়ন করেছে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী.
সৌধ তাঁর পতিত করেছে
বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড।
মানব-মণ্ডলীর কান্না উঠ্‌ছে
তাঁর দারিদ্র্যের জন্য ;
রিক্ততা তাঁর লুণ্ঠন কর্‌ছে দুর্বলকে ।

শক্তি তাঁর সকলের দুশ্‌মণ :
মানব জাতি হচ্ছে কাফেলা
আর তিনি দস্যু ।

তার আত্মপ্রবঞ্চনা ও নির্বুদ্ধিতায়
দস্যুবৃত্তিকে তিনি অভিহিত কর্‌ছেন
সাম্রাজ্য ব'লে ।

তাঁর রাজকীয় সৈন্যদল আর শত্রুবাহিনী
উভয়ই খণ্ডিত হচ্ছে
তার বুভুক্ষার অসিতে ।

ভিক্ষুকের ক্ষুধা গ্রাস করে তার আপন আত্মাকে,
কিন্তু সুলতানের ক্ষুধা ধ্বংস করে
রাজ্য আর ধর্ম ।

যে কেহ গ্রহণ কর্‌বে তরবারি
অপর কিছুর জন্য
আল্লাহ্‌ ছাড়া,
তরবারি তার বিদ্ধ হবে
তার আপন বক্ষে ।"

# ষোড়শ অধ্যায়

[ ভারতীয় মুসলিমদের জন্য উপদেশ। উপদেষ্টা মীর নাজাত নকশবন্দ, যিনি বাবা সহরাই ব'লে সাধারণতঃ পরিচিত। * ]

ওগো, তুমি জন্মলাভ করেছো মৃত্তিকা থেকে,
গোলাপের মতো,
তুমিও উদ্ভূত আত্মার জঠর থেকে।

পরিত্যাগ করো না আত্মাকে!
অবস্থান করো তার অভ্যন্তরে!

হও তুমি সলিল-বিন্দু এবং পান করো মহা-সমুদ্রকে!
আত্মার আলোকে যেমন প্রোজ্জ্বল তুমি,
আত্মাকে ক'রে তোল শক্তিমান,
তবেই তুমি হবে স্থায়ী।

তুমি লাভবান হও এই বাণিজ্য দ্বারা,
লাভ কর তুমি সম্পদ
রক্ষণ ক'রে এই পণ্যদ্রব্য!

সত্তা তুমি
আর ভীত তুমি অসত্তার জন্য?

* এখানে মূল গ্রন্থকার একটি কল্পিত নাম গ্রহণ করেছেন ব'লে মনে হয়।

প্রিয় বন্ধু, ভ্রান্ত তোমার ধারণা।
যেহেতু পরিচিত আমি জীবনের ঐক্যতানের সাথে,
বল্‌বো তোমায় আমি জীবন-রহস্য—
নিমজ্জমান হওয়া তোমার আপনার ভিতরে
মুক্তার মতো,
তারপর জাগ্রত হওয়া
তোমার অন্তরের নির্জনতা থেকে;
অগ্নিস্ফুলিংগ সংগ্রহ করা ভস্মের ভিতর থেকে,
অগ্নিশিখায় পরিণত হয়ে ঝল্‌সে দেওয়া
মানব-চক্ষু।
যাও, দাহন কর চল্লিশ বছরের নিদারুণ দুঃখের গৃহ,
আবর্তন কর আপনার চতুর্দিকে!
হ'য়ে ওঠ ধূমায়িত বহ্নিশিখা!
জীবন কি অপরের চতুষ্পার্শে ঘু'রে মরার দুঃখ থেকে
মুক্তি ছাড়া,
আর আপনাব অন্তরকে পবিত্রতার মন্দির,
জ্ঞান না ক'রে?

সঞ্চালন কর তোমার পক্ষ
আর মুক্ত হও পৃথিবীর আকর্ষণ থেকে;
মুক্তি লাভ কর পতন থেকে বিহংগের মতো।

যতোক্ষণ তুমি না হও পক্ষী,
বুদ্ধির সাথে তুমি বাঁধবে না নীড়
গুহার উর্ধে।
ওগো, আকাংখা কর যে জ্ঞান আহরণ কর্‌তে,
বল্‌ছি আমি তোমায় রুমের তাপসের বাণী—
"জ্ঞান—যদি থাকে তোমার চর্মের উপরে,
ভূজংগ সে,
জ্ঞান,—যদি তুমি গ্রহণ কর অন্তরে,
সে হবে তোমার বন্ধু।"

জানো তুমি কি ক'রে রুমী
দর্শনের বাণী প্রচার ক'রেছিলেন আলেপ্পোতে ?
জ্ঞানের নিদর্শনে দৃঢবদ্ধ,
সঞ্চালিত বুদ্ধির অন্ধকার ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রে,
এক মুসা অপ্রাপ্ত-জ্যোতি
প্রেমের সিনাই থেকে.
অপরিচিত প্রেম এবং প্রেমের অনুরাগেব সাথে।
আলোচনা ক'রেছিলেন তিনি সংশয়বাদ
আর নবপ্লেটোবাদ নিয়ে,
আর গেথেছিলেন তত্ত্বদর্শনের বহু দীপ্তিমান মুক্তা।

সমাধান ক'রেছিলেন তিনি ভ্রাম্যমানদের সমস্যা,—
চিন্তার আলোক তাঁর স্পষ্ট ক'রেছিলো,
যা' ছিলো অস্পষ্ট।
পুস্তকরাশি বিস্তৃত ছিলো তাঁর চতুষ্পার্শ্বে ও সম্মুখে,
তাদের রহস্যের কুঞ্জিকা ছিলো
তাঁর ওষ্ঠদেশে।

কামালের * অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত শামস্-ই-তাব্রিজ
প্রবেশ-প্রার্থী হোলেন
জালাল উদ্‌দীন রুমীর বিদ্যায়তনে
আর বল্‌লেন চীৎকার ক'রে,—
"কি এসব কোলাহল আর নিরর্থক প্রলাপ?
কি এত সব বিচার, বিতর্ক
আর প্রদর্শনী?"
"শান্ত হও, নির্বোধ!"—বল্‌লেন মৌলভী—
"হেসোনা ঋষিদের মতবাদে।
বেরিয়ে যাও তুমি আমার বিদ্যায়তন থেকে।
এসব হচ্ছে যুক্তি আর আলোচনা:
কি করবে তুমি এ দিয়ে?

* বাবা কামালউদ্‌দীন জুন্দী। শামস্-ই-তাব্‌রিজ ও রুমীর ভিতরের সম্বন্ধ জান্‌বার জন্য Dr. R. A. Nicholson, Litt. D., LL.D. প্রণীত "Selected Poems from the Divani Shams-i-Tabriz (Cambridge, 1891)" দ্রষ্টব্য।

আমার আলোচনা তোমার বুদ্ধির বহির্ভূত,
সমুজ্জ্বল করে তা'তে অনুভূতির কাঁচকে।"
এই বাণী বর্ধিত করলে শামস্-ই-তাবৃরিজের ক্রোধ,
আর ধূমায়িত করলে এক অগ্নিশিখা
তাঁর অন্তর থেকে।

দৃষ্টির বিদ্যুচ্ছটা তাঁর নিপতিত হোল
ভূমিপৃষ্ঠে,
নিশ্বাসের দীপ্তি তার ধূলিকণাকে পরিণত করলে
অনল-শিখায়।

আধ্যাত্মিক অগ্নি দগ্ধীভূত করলে জ্ঞানের স্তূপকে
আর গ্রাস করলে দার্শনিকের পুস্তকাগার।

মৌলবী যে ছিলো অজ্ঞ প্রেমের রহস্যে —
আর অপরিচিত প্রেমের ঐক্যতানের সাথে,—
বললেন চীৎকার ক'রে ঃ
"কি ক'রে তুমি প্রজ্জ্বলিত করলে এই অগ্নি
যাতে দগ্ধীভূত করলো
দার্শনিকদের পুস্তকরাশি ?"

উত্তর দিলেন শেখ,
"ওহে অবিশ্বাসী মুস্লিম,
এ হচ্ছে স্বপ্ন আর উল্লাস ;
কি করবে তুমি এ দিয়ে ?

অবস্থা আমার তোমার চিন্তার বহির্ভূত,
অগ্নিশিখা আমার স্পর্শমণিতত্ত্বজ্ঞের অমৃত।"
তুমি সংগ্রহ করেছো তোমার সার
দর্শনের তুষার থেকে,
তোমার চিন্তার মেঘ বর্ষণ করে না আর কিছু
শিলা ব্যতীত।
তোমার ভগ্ন প্রস্তরের মাঝে প্রজ্জ্বলিত কর এক অগ্নি,
পোষণ কর এক অনল শিখা
তোমাব মৃত্তিকার বুকে।

মুস্‌লিমের জ্ঞান পূর্ণতা লাভ কবে
আধ্যাত্মিক উপাদানে,
ইস্‌লামের অর্থ—বর্জন করা
যা' যাবে অতীতের কোলে মি'শে।
এব্রাহীম যখন মুক্ত হোলেন
অস্তগামীর মায়া থেকে,
উপবিষ্ট হোলেন তিনি অনল-কুণ্ডে—
অক্ষত দেহে। †

* হয্‌রত এব্রাহিম (আঃ) সূর্য, চন্দ্র ও তারকামণ্ডলীর পূজা করতে অস্বীকার ক'রেছিলেন এবং ব'লেছিলেন,—"আমি প্রেম করি না তাদেরকে, যারা অস্তগমন করে।" (কোরান)

† হয্‌রত এব্রাহিম (আঃ) নম্‌রুদের অনল-কুণ্ডে অক্ষতদেহে ব'সেছিলেন।

তুমি স্থাপন করেছো আল্লার জ্ঞানকে
তোমার পশ্চাতে
আর অপচয় করেছো তোমার ধর্ম
রুটিকা-খণ্ডের জন্য।
অতি ব্যস্ত তুমি অঞ্জনের সন্ধানে,
অপরিচিত তুমি তোমার আপন আঁখির
কৃষ্ণতার সাথে।
সন্ধান কর জীবন-নির্ঝর অসির মুখে,
আর স্বর্গীয় কাওসার দানবের মুখ থেকে,
ছিনিয়ে নেও কৃষ্ণ প্রস্তর
বোত্‌খানার দরজা থেকে,
আর উন্মাদ কুকুর থেকে কস্তুরী মৃগের নাভিমূল,
কিন্তু আশা কোর না প্রেমের দীপ্তি
আজিকার জ্ঞান থেকে,
চেয়ো না সত্যের প্রকৃতি কাফেরের পিয়ালায়!

দীর্ঘকাল আমি, বিচরণ করেছি এদিক ওদিকে,
শিক্ষা ক'রে নবীন জ্ঞানের রহস্য ;
মালীরা আমায় স্থাপন করেছে পরীক্ষার মুখে
আর করেছে আমায় পরিচিত
তাদের গোলাবের সাথে।

গোলাব-রাজি !

পুষ্পদল বরং সতর্ক করে তাদের ঘ্রাণ গ্রহণ না করতে,

কাগজের গোলাবের ন্যায়,

গন্ধের মরীচিকা মাত্র।

যেদিন থেকে এই বাগিচা আর মুগ্ধ করে না আমায়,

আমি বেঁধেছি আমার নীড় স্বর্গীয় বৃক্ষ-চূড়ে।

আধুনিক জ্ঞান সর্বাপেক্ষা বড়ো অন্ধ,—

মূর্তি-পূজা, মূর্তি-বিক্রয়, মূর্তি-নির্মাণ !

প্রকৃতির বন্দীখানায় নিগড়বদ্ধ,—

সে ছাড়িয়ে যায়নি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের সীমানা।

জীবন-সেতু পার হ'তে গিয়ে সে হয়েছে নিপতিত,

সে চালিয়েছে ছুরিকা তার আপন গলদেশে।

অগ্নি তার শীতল পুষ্পের শিখার মতো,

অনল-শিখা তার শিলার মতো ঘনীভূত।

প্রকৃতি তার থাকে অস্পৃষ্ট

প্রেমের দীপ্তি দ্বারা,

চির-নিরত সে আনন্দহীন অনুসন্ধানে।

প্রেম হচ্ছে এক প্লেটো,

মুক্ত কর্‌তে অন্তরের ব্যাধি,
অস্ত্র তার দূরীভূত করে অন্তরের বিমর্ষতা।

নিখিল বিশ্ব ভক্তি-বিনত হয় প্রেমের কাছে,
প্রেম হোল মাহ্‌মুদ
যে জয় করে জ্ঞানের সোমনাথ। †
আধুনিক বিজ্ঞানের পিয়ালায় আছে অভাব সেই প্রাচীন
সুরা-রসের
রাত্রি তার নহে মুখরিত
আবেগময় ফর্‌ইয়াদে।
তুমি ঘৃণা করেছো তোমার আপন সাইপ্রেসকে,
আর অপরের সাইপ্রেস্‌কে মনে করেছো উচ্চতর।
নলের মতো
তুমি শূন্য করেছো তোমার অন্তরকে
অপরের সংগীতে।

ওগো, যে ভিক্ষা করো একটি কণিকা
অপরের কৃপার ভাণ্ডার থেকে,

* মস্‌নভী শরীফে প্রেমকে বলা হয়েছে, 'আমাদের অহংকার ও আত্ম-প্রতারণার চিকিৎসক, আমাদের প্লেটো আর গ্যালেন।'

† গজনীর সুলতান মাহ্‌মুদ প্রসিদ্ধ সোমনাথের মন্দির ধ্বংস করেছিলেন।

আকাংখা কর্‌বে তুমি আপনার সম্পদ
অপরের বিপণিতে ?
মুস্‌লিমদের মজ্‌লিস্‌গৃহ দগ্ধ হয়
আগন্তুকের প্রদীপ দ্বারা,
মস্‌জিদ তার দগ্ধীভূত হয় সন্ন্যাসের স্ফুলিংগে।
মৃগী যখন পলায়ন কর্‌লে
মক্কার পবিত্রভূমি থেকে,
শিকারীর তীর বিদ্ধ করলে তার পার্শ্বদেশ।
গোলাব-পত্র বিস্তৃত হয়েছে,
তার খোশ্‌বুর ন্যায়,
ওগো, যে পলায়ন করেছো আত্মার দিক থেকে,
প্রত্যাবর্তন কর তার দিকে !

ওগো, কোরআনের জ্ঞানের স্বত্বাধিকারী,
খুঁজে লও তোমার হারাণো ঐক্য পুনর্বার !
আমরা যারা ইস্‌লামের দুর্গদ্বার-রক্ষী,
হয়েছি অবিশ্বাসী
অবহেলা ক'রে ইস্‌লামের রক্ষাকবচ।
প্রাচীন সাকীর পাত্র হয়েছে বিচূর্ণ,
হেজাজের সুরা-বিক্রেতাদল আজ বিচ্ছিন্ন।

মক্কার পবিত্র ভূমিতে শিকার করা তীর্থযাত্রীদের জন্য নিষিদ্ধ।

কাবা পরিপূর্ণ আমাদের মূর্তিতে,
কুফ্‌র্ * বিদ্রূপ করছে আমাদের ইসলামকে।
শেখ আমাদের ইস্‌লামকে বলি দিয়েছে
মূর্তির প্রেমে
আর ধরেছে জন্নারের জপমালা।

ঐশী পথনির্দেশকারী আমাদের হয়েছে পদপ্রার্থী
শুভ্র-কেশের কাছে
আর পথচারী শিশুদের কাছেও হয়েছে হাস্যাস্পদ
অন্তরে তাদের অংকিত নেই ঈমানের দাগ,
আবাস সেথায় ইন্দ্রিয়পরতার মুর্তির।
প্রত্যেক দীর্ঘকেশ ব্যক্তি পরিধান করছে
দরবেশী পোষাক,
আফ্‌সোস্ এই সব ধর্ম-বণিকদের জন্য !
রাত্রিদিন তারা পরিভ্রমণ করছে শিষ্যপরিবেষ্টিত,
অজ্ঞ তারা ইস্‌লামের সত্যিকার প্রয়োজন সম্বন্ধে

* কুফ্‌র্—অবিশ্বাস।

‡ 'জুন্নার' অগ্নিপূজকের উপবীত।

আঁখি তাদের দীপ্তিহীন—
নার্গিস ফুলের মতো,
বক্ষ তাদের শূন্য আধ্যাত্মিক সম্পদে।

পীর আর সুফি,—
পূজা কর্‌ছে সবাই ছুনিয়াদারীর সমানভাবে ;
পবিত্র ধর্মের মহিমা হোল বিনষ্ট।
পীর আমাদের নিবদ্ধ কর্‌লে তার দৃষ্টি
বৌদ্ধ মন্দিরের প্রতি,
আর ধর্মের মুফ্‌তি বিক্রয় কর্‌লে তার ফতোয়া।
এর পরে, ওগো বন্ধু,
কি করবো আমরা ?
পীর আমাদেব ফিরিয়েছে তার মুখ
মদ্য-শালার দিকে।

# সপ্তদশ অধ্যায়

[ সময় হচ্ছে তরবারি। ]

তৃনশ্যামল হোক্ শাফীর * পবিত্র সমাধি-ক্ষেত্র,
দ্রাক্ষা যাঁর আনন্দ পবিবেশন করেছে
সমগ্র বিশ্বে !
চিন্তাধারা তাঁর আহরণ করেছে একটি তারকা
আকাশের কোল থেকে ;
কালের নামকরণ ক'রেছিলেন তিনি
"একখানি কর্তনকারী তরবারি।"

কি ক'রে বল্‌বো আমি—
কি সেই তরবারির রহস্য ?
দীপ্তিমান মুখাগ্রে তার জীবন বিরাজমান।
মালিক তার অত্যুচ্চ আশা এবং ভীতির ঊর্ধ্বে,
হস্ত তার শুভ্রতর মুসার হস্তের চেয়ে।

* শাফী ( রাঃ ) মুসলমানদের বিখ্যাত চাবি ইমামের অন্যতম।

এক আঘাতে তার জল নির্গত হয়
পর্বত-গাত্র থেকে
আর সাগর হ'য়ে যায় ভূমিখণ্ড রসের অভাবে।

মুসা ধারণ ক'রেছিলেন এই তরবারি
তাঁর হস্তে,
তাই সাধন ক'রেছিলেন তিনি—
যা' মানব-শক্তিতে অসম্ভব।

দ্বিধা বিদীর্ণ ক'রেছিলেন তিনি লোহিত সাগরকে,
আর তার জলরাশিকে ক'রেছিলেন
শুষ্ক মৃত্তিকার মতো,

খয়বর-বিজয়ী আলীর বাহু
বল সংগ্রহ করেছিলো এই একই তরবারি থেকে।

দর্শনীয় আকাশের আবর্তন,
লক্ষ্যযোগ্য নিত্য পরিবর্তন দিবস ও রাত্রির। *

লক্ষ্য কর,
ওগো, যারা অতীত ও ভবিষ্যতের মায়া-মুগ্ধ,
দর্শন কর আর এক বিশ্ব তোমার হৃদয় মাঝে!

* কালের প্রকৃতি ও অর্থের দিকে লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে।

তুমি বপন করেছো অন্ধকারের বীজ তোমার কর্দমে,
একটী রেখা বলে কল্পনা করেছো তুমি কালকে ;
চিন্তা তোমার সময়ের পরিমাপ করে
রাত্রি-দিবার পরিমাপের সাথে।
এই রেখাকে ক'রে তোল মেখলা
তোমার অবিশ্বাসী কটিদেশে ;
তুমি মিথ্যার বিজ্ঞাপন-কারী
মৃন্মূর্তির মতো।

ছিলে তুমি অমৃত,
পরিণত হয়েছো ধূলি-মুষ্টিতে ;
সত্যের বিবেকরূপে জন্ম তোমার
আর হোলে তুমি মিথ্যা !
মুস্‌লিম তুমি ?
তা' হোলে ছিঁড়ে ফেল এই পরিবেষ্টন !
হও তুমি দীপবর্তিকা মুক্ত-স্বাধীনের মজ্‌লিসে !
না জেনে কালের মূল উৎস,
অজ্ঞ তুমি চিরন্তন জীবন সম্বন্ধে
আর কতোকাল তুমি থাক্‌বে দাস
রাত্রি-দিবার ?

জেনে লও রহস্য কালের
এই বাণী থেকে,—
"আমার সময় নির্ধারিত আছে আল্লার সাথে।
বিশ্ব-প্রকৃতি জাগ্রত হয় কালের গতি থেকে,
কালের অন্যতম রহস্য এই জীবন।
সময়ের কারণ নহে সূর্যের আবর্তন ;
কাল চিরন্তন,
কিন্তু সূর্য নহে স্থায়ী চিরদিনের জন্য।

কালই হচ্ছে আনন্দ ও দুঃখ,
উৎসব ও উপবাস,
কালই চন্দ্রালোক ও সূর্যালোকের রহস্য।
বিস্তৃত করেছো তুমি কালকে
ভূমির মতো
আর প্রভেদ রচনা করেছো
অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে।
পলায়ন করেছো তুমি সুরভীর মতো
তোমার আপন বাগিচা থেকে,

* মহানবী বলেছিলেন—"আমাব সময নির্ধাবিত আছে আল্লার সাথে এমন ভাবে যে, কোনো ফেবেশ্তা বা পযগাম্বব আমার সমকক্ষ হোতে পারেন না।" তিনি নিজেকে কালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ মনে ক্র্তেন না।

রচনা করেছো তোমার জিন্দানখানা
তোমার আপন হাতে।
কাল আমাদের—
যার নেই কোন আদি-অন্ত,
প্রস্ফুটিত হ'য়ে ওঠে আমাদেব অন্তরের ফুল-বাগিচা থেকে।
তার মূল রহস্যের জ্ঞান
অনুপ্রাণিত করে জীবন্তকে নব-জীবনে ;
সত্তা তার দীপ্ততর সূর্য-করোজ্জ্বল উষাব চেয়ে।
জীবন হচ্ছে কালের
আর কাল জীবনেব ;
"অপব্যয় কোর না সময়ের।"—
এই ছিলো আদেশ মহান নবীর।

আহা,—জেগে ওঠে স্মৃতি সেই গৌরবময় দিবসের
কালের অসি যখন সম্মিলিত হ'য়েছিলো
আমাদের বাহুর শক্তির সাথে !
বপন করেছিলাম আমরা ধর্মের বীজ
মানবের অন্তরে,

* যে গৌরবময় যুগে মুসলিম জাতি অভিযান কবেছিলো বিশ্বকে প্রেমে দীক্ষা দিয়ে জয় কব্‌বার জন্য।

অবগুণ্ঠন-মুক্ত ক'রেছিলাম সত্যের মুখ,
নখর আমাদের দ্বিধা বিচ্ছিন্ন করেছিলো
এই পৃথিবীর বন্ধন,
নামাযে আমাদের সেজ্‌দা আশীষ বর্ষণ করেছে
বিশ্বের বুকে।
সত্যের সোরাহী থেকে উৎসারিত করেছিলাম আমরা
গোলাবী সুরারস,
অভিযান করেছিলাম আমরা
প্রাচীন শুঁড়িখানার বিরুদ্ধে।

ওগো, পাত্র ভরা যাদের প্রাচীন সুরা,
যে সুরার উষ্ণতায় দ্রবীভূত হ'য়ে
গেলাস পরিণত হয় জলে,
তারা গর্ব, ঔদ্ধত্য আর আত্ম-অহংকারে মেতে
বিদ্রূপ কর আমাদের রিক্ততায় ?
আমাদেরও পিয়ালা গৌরবান্বিত করেছে
বিশ্ব-মজলিসকে ;
বক্ষে আমাদের পরিপূর্ণ ছিলো এক অপূর্ব তেজ।

নবযুগ জাগ্রত হয়েছে অনন্ত গৌরবে
আমাদের চরণ-ধূলি থেকে
শোণিত আমাদের জল-সিক্ত করেছে
আল্লার ফসলকে,
আল্লার উপাসকরা সকলে ঋণী
আমাদের কাছে।
তক্‌বির আমাদেরই দান বিশ্বের বুকে।
কর্দমে আমাদের নির্মিত হয়েছে কতো কাবা।
আল্লাহ্‌ কোর্‌আন শিখিয়েছেন আমাদের দ্বারা,
বণ্টন করেছেন তাঁর অনুগ্রহ
আমাদেরই হাতে।

যদিও রাজমুকুট আর রাজত্ব চ'লে গেছে
আমাদের হাত থেকে,
তবু চেয়ো না ঘৃণার দৃষ্টিতে আমাদের পানে
এই ভিক্ষুক-জনোচিত দারিদ্র্যে
অপদার্থ আমরা তোমাদের দৃষ্টিতে,
অতীতের চিন্তায় নিমগ্ন, অবজ্ঞাত।

* তকবির-ধ্বনি—"আল্লাহু আকবর"—আল্লাহ্‌ মহত্তম।

গৌরব আমাদের 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' থেকে,
রক্ষক আমরা এই বিশ্বের।
বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোলাহল থেকে মুক্ত আমরা,
শপথ গ্রহণ ক'রেছি অদ্বিতীয়ের প্রেমের,
বিবেক আমরা লুকায়িত বিশ্ব-প্রভুর অন্তরে,
উত্তরাধিকারী আমরা মুসা ও হারুণের।
জ্যোতিতে আমাদের
উজ্জ্বল চন্দ্র-সূর্য,
বিদ্যুৎ-ঝলক আজো আছে লুকায়িত
আমাদের মেঘের বুকে।
অন্তরে আমাদের প্রতিবিম্বিত হয়
স্বর্গের প্রতিচ্ছবি ;
মুস্‌লিমের সত্তাই আল্লার অন্যতম নিদর্শন।

# অষ্টাদশ অধ্যায়

—প্রার্থনা

ওগো, বিশ্ব-দেহের আত্মা-স্বরূপ,
আত্মা তুমি আমাদের
আর চির-পলাতক তুমি আমাদের কাছ থেকে

সংগীত-ঝংকার তোল তুমি জীবন-বীণায় ;
মৃত্যুকে জীবন ঈর্ষা করে তখনই,
যখন সে মৃত্যু তোমার জন্য।
দুঃখ-ভারাক্রান্ত অন্তরে আমাদের
আর একবার এনে দাও শান্তি,
আর একবার আসন গ্রহণ কর
আমাদের বক্ষোতলে !
আর একবার দাবী কর আমাদের কাছ থেকে
নাম ও যশের কোর্‌বানী,
শক্তিমান কর আমাদের দুর্বল প্রেমকে !

অভিযোগ কর্‌ছি আমাদের দুর্ভাগ্যে,
মহার্ঘ্য তুমি আর আমরা মূল্যহীন।
রিক্তহস্ত আমাদের কাছে
আবৃত কোর না তোমার সুন্দর মুখ।
বিক্রয় কর সুলভে
সোলেমান আর বেলালের প্রেম!
দাও আমাদেরকে বিনিদ্র চক্ষু
আর অনুতাপ-ভরা অন্তর,
আবার দাও আমাদেরকে পারদের স্বভাব!
খু'লে দাও তোমার প্রকাশ্য নিদর্শন
আমাদের আঁখির সম্মুখে
যেনো আমাদের দুশমণের শির
হ'য়ে পড়ে অবনত!

এই আবর্জনা-স্তুপকে ক'রে তোল
অনল-চূড়া-বিশিষ্ট পর্বত,
দাহন কর আমাদের অগ্নিতে
যা' কিছু নহে ঐশ্বরিক।

* সোলেমান ছিলেন ফারসী আর বেলাল হাবসী। উভয়ই ক্রীতদাস ছিলেন। এঁরা দু'জনেই সাধনাবলে অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক সম্মান লাভ ক'রেছিলেন। এঁরা মহাপুরুষ মুহাম্মদের (দঃ) খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন।

মুস্‌লিম যখন ছেড়ে দিলো ঐক্য-সূত্র
তাদের হস্ত থেকে,
হ'য়ে পড়লো তারা শতধা বিচ্ছিন্ন।
বিক্ষিপ্ত আমরা বিশ্বের বুকে নক্ষত্ররাজির মতো ঃ
যদিও সন্তান আমরা একই পরিবারের,
অপরিচিত আমরা একে অন্যের কাছে !

বেঁধে দাও একই গ্রন্থিতে এই বিক্ষিপ্ত পত্ররাজিকে,
পুনর্জাগ্রত করো প্রেমের নীতি !
টেনে নেও আমাদেরকে সেই প্রাচীন যুগের মতো
তোমার সেবায়,
ইচ্ছা তোমার পূর্ণ কর তাদের জীবনে
প্রেম করে যারা তোমায় !
দাও আমাদেরকে এব্রাহিমের বলিষ্ঠ ঈমাণ ;
জানিয়ে দাও আমাদেরকে 'লা-ইলাহা'র অর্থ,
পরিচিত কর আমাদেরকে
'ইল্লাল্লাহ্'র রহস্যের সাথে !

জ্বলছি আমি অপরের জন্য
মোমের প্রদীপের ন্যায়,
শিখাও আমায় মোমের প্রদীপের কান্না

ওগো আল্লাহ্,
যে অশ্রু অন্তর-উজ্জ্বলকারী,
অনুরাগ-প্রসূত, বেদনায় উদ্ভূত, শান্তি-বিনাশক,
তাই যেনো আমি বপন কর্‌তে পারি
আমার বাগিচায়,
আর তা' পরিণত হয় অনল-শিখায়,
যা' ধু'য়ে নেবে দাহ্যমান কাষ্ঠকে পুষ্পের পরিচ্ছদ থেকে !

অন্তর আমার বিগত গোধূলিতে নিবদ্ধ
আর আঁখি অনাগত ঊষার প্রতি ;
জন কোলাহলের মাঝে আমি নিঃসংগ—একা।
প্রত্যেকেই ভান কর্‌ছে আমার বন্ধুত্বের,
কিন্তু কেউ জান্‌লো না গোপন রহস্য
আমার অন্তরের।
ওহ্ কোথায় আমার সাথী এই বিপুল বিশ্বে ?
আমি সিনাই-কুঞ্জ ঃ
কোথায় আমার মুসা ?

বিশ্বাস-হন্তা আমি,
কতো অন্যায় করেছি আমি আমার আত্মার উপর,

পোষণ করেছি আমি এক অগ্নি-শিখা
আমার বক্ষমাঝে,
যে অগ্নিশিখা বুদ্ধিকে করেছে ভস্মীভূত,
অনল-সংযোগ করেছে বিবেকের পরিচ্ছদে,
উন্মত্ততার সাথে শিখিয়েছে যে উদ্ধত যুক্তি,
জ্ঞানের অস্তিত্বকে করেছে যে অগ্নিময়।
দীপ্তি তার সিংহাসনারূঢ় করে সূর্যকে আকাশ-লোকে,
আর বিদ্যুৎ-চমক বেষ্টন করে তাকে
চিরন্তন উপাসনা দ্বারা।
আঁখি আমার মুস্ড়ে পড়লো কান্নায়
শিশির-বিন্দুর মতো,
যখন থেকে আমায় দেওয়া হয়েছে সেই গোপন অগ্নি শিখা।

শিখিয়েছিলাম আমি মোমের প্রদীপকে ক্রন্দন কর্তে
উন্মুক্তভাবে,
যখন আমি নিজকে দগ্ধীভূত ক'রেছিলাম
বিশ্বের আঁখি দ্বারা।
তারপর আমার প্রত্যেক কেশাগ্র থেকে নির্গত হোল অগ্নিশিখা,
আমার চিন্তার শিরা থেকে
পতিত হোল অনল-কণা ঃ

বুলবুল্ আমার আহরণ করেছিলো অগ্নি-স্ফুলিংগ,
আর সৃষ্টি করেছিলো অগ্নিময়ী গীতি।
হৃদয়হীন এ যুগের বক্ষ
মজ্‌নুন্ ছট্‌ফট্ কর্‌ছে বেদনায়,
কারণ লায়লার হাওদা আজ শূন্য।
মোমের প্রদীপের পক্ষে সহজ নয়
স্পন্দিত হওয়া একাকী ঃ
আহা, নেই কি পতংগ আমার যোগ্য ?
কতো কাল আমি প্রতীক্ষা করবো
আমার দুঃখভাগীর ?
কতো কাল সন্ধান কর্‌বো
একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ?

ওগো,—মুখ যার আলোক দান করে
চন্দ্র ও তারকারাজিকে,
সংবরণ কর তোমার অগ্নি আমার আত্মা থেকে
প্রতিগ্রহণ কর—যা' দিয়েছো আমার বক্ষে,
দূর কর এই হন্তারক দীপ্তি আমার দর্পণ থেকে,
অথবা দাও আমায় এক প্রাচীন সংগী,
যে হবে আমার দর্পন
সর্বগ্রাসী প্রেমের।

সমুদ্রের বুকে তরংগ নেচে চলে তরংগের সাথে ;
প্রত্যেকেরই আছে অংশী তার আবর্তনে।
আকাশে তারকা সম্মিলিত হয় তারকার সাথে
আর দীপ্তিমান চন্দ্র তার মস্তক স্থাপন করে
রাত্রির জানুদেশে।

প্রভাত স্পর্শ করে রাত্রির অন্ধকার ভাগ,
আজিকার গোধুলি ভর করে
কালিকার উষার গায়ে।
এক নদী হারিয়ে ফেলে তার সত্ত্বা অপরের মাঝে,
এক ঝাপ্‌টা বাতাস ম'রে যায়
সুরভীর মাঝখানে।
নির্জন অরণ্যের প্রতি কোনে চল্‌ছে
অবিরাম নৃত্য,
উন্মাদ নৃত্য করে উন্মাদের সাথে।
কারণ সত্তায় তুমি অখণ্ড,
আবর্তন করেছো তুমি এই বিপুল বিশ্ব
আপনার আনন্দে।
উদ্যানের পুষ্প সমতুল আমি,
বিরাট জনতার মধ্যে আমি নিঃসংগ—একা।

ভিক্ষা করি তোমার কাছে আমি
একটি সহানুভূতিশীল বন্ধু,
পরিচিত আমার প্রকৃতির সাথে,
যে বন্ধু (ঐশী) মত্ততা ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ,
পরিচয় নেই যার ব্যর্থতার অপচ্ছায়ার সাথে,
যেন আমি গোপন করতে পারি আমার ব্যথা-বিলাপ
তার আত্মায়
আর দেখতে পাই পুনর্বার আমার মুখ
তার অন্তরে।
মূর্তি তার আমি গ'ড়ে তুল্‌বো আমার আপন কর্দমে,
আমি হবো তার কাছে—
মূর্তি আর পূজারী—দুই।

তামাম শোদ্‌

# কবি-পরিচিতি

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়াবী পাঞ্জাবের সীমান্তবর্তী সুবিখ্যাত শিয়ালকোট নগরে মহাকবি ইকবালের জন্ম। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের শীতকালীন রাজধানী জম্মুর সহিত এ নগর সংলগ্ন। কাশ্মিবী ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। কয়েক পুরুষ আগে তাঁর পূর্বপুরুষেরা ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ ক'রেছিলেন।

ইকবাল প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন তাঁর জন্মভূমি শিয়ালকোট নগরে। তাঁর পিতা শেখ নূব মোহাম্মদ খুব বিদ্বান ব্যক্তি না হোলেও বহু বিজ্ঞ বন্ধুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। মৌলবী সৈয়দ মীর হাসান ছিলেন তাঁদের অন্যতম। পরবর্তী কালে সরকারী কর্তৃপক্ষ তাঁর পাণ্ডিত্যের পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে "শামসুল উলামা" উপাধি প্রদান ক'রেছিলেন। শিয়ালকোট নগবেব মারে কলেজে তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় অধ্যাপকের কায করতেন। তাঁরই কাছ থেকে ইকবাল আরবী ও ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ লাভ করেন। শিয়ালকোট থেকে ইকবাল এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৮৯৫ সালে ইকবাল বি-এ ও এম-এ ডিগ্রি লাভের জন্য লাহোরের সরকারী কলেজে প্রবিষ্ট হন। সেখান থেকে অধ্যাপক টি ডব্লিউ (পরবর্তীকালে স্যার টমাস) আরনোল্ডের ছাত্র হবার সৌভাগ্য তাঁর হ'য়েছিলো। দর্শন শাস্ত্রের প্রতি তাঁর অত্যধিক অনুরাগ অধ্যাপক

আরনোল্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো এবং সেই সময়ে তাঁদের ভেতরে যে বন্ধুত্ব সূচিত হয়েছিলো, তা' আজীবনকাল স্থায়ী হ'য়েছিলো।

কিছুকাল পরে ইক্‌বাল এম-এ ডিগ্রি লাভ ক'রে, লাহোর ওরিয়েণ্টাল কলেজে আরবী ভাষার ম্যাকলিয়ড রিডারের পদে নিযুক্ত হন। কয়েক বছর পরে তিনি সরকারী কলেজে দর্শন শাস্ত্রের লেক্‌চারার নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি অসাধারণ কৃতকার্যতার সহিত কায করেন।

লাহোরে অধ্যাপনা কালে ইক্‌বাল অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করতেন। তিনি সারাদিনে একবার মাত্র আহার করতেন। রাত্রে তিনি মাত্র এক পিয়ালা চা পান করতেন। মাঝে মাঝে তিনি না খেয়েই কলেজের কায ক'রে চলতেন।

অতঃপর ১৯০৫ সালে তিনি আইন অধ্যয়নের জন্য ও ক্যাম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে গবেষণার জন্য ইংলণ্ড গমন করেন। অধ্যাপক আরনোল্ড তখন ইংলণ্ডে ছিলেন। তাঁর পরামর্শমত ইক্‌বাল পারস্য-দর্শন সম্বন্ধে গবেষণা করেন এবং এই বিষয়ে একটি রচনা লেখেন। এর ফলে তিনি মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ্-ডি উপাধি লাভ করেন। মিউনিকে তিনি একটি ক্ষুদ্রায়তন বাড়ীতে অবস্থান করতেন ও সেখানে থেকে জার্মান ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ ক'রেছিলেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ইক্‌বাল আইন-ব্যবসায়ে আহূত হন এবং ভারতবর্ষে ফিরে এসে লাহোরে আইন-ব্যবসায়ে যোগদান করেন। তাঁর পূর্বতন কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁকে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পদ প্রদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু কতিপয় শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর অনুরোধে তিনি আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন। কিন্তু দর্শন ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ অব্যাহত ছিল। আইন-ব্যবসায় তাঁর সামর্থ্য ও প্রতিভার

অনুরূপ সাফল্য তাঁর জীবনে আনতে পারলো না, কিন্তু আইন-ব্যবসায়ের ব্যর্থতা তাঁর কাছে সাহিত্যের অপূর্ব সাফল্য নিয়ে দেখা দিলো।

ইক্‌বাল-জীবনের প্রাথমিক আলোচনা ক'রে আমরা তাঁর কাব্য-প্রতিভার দিকে দৃষ্টিপাত করবো। ছাত্র জীবনের অতি প্রাথমিক অবস্থা থেকে তাঁর উর্দু কবিতা লেখার ঝোঁক দেখা গিয়েছিলো। লাহোরে আসার আগেই তিনি উর্দু ভাষায় কতকগুলি কবিতা লেখেন ও দিল্লীর খ্যাতনামা কবি মির্জা দাগের কাছে সংশোধনের জন্য পাঠান। দাগ তখন হায়দরাবাদের মরহুম নিজাম বাহাদুরের দরবারের জ্যোতিষ্মান আলোকশিখা। কয়েকবার ইক্‌বালের কবিতা পাঠ করে তিনি লিখলেন যে, তাঁর কবিতার কোন সংশোধনের প্রয়োজন নেই। লাহোরে এসে ইক্‌বাল এক মুশায়েরায় (সাহিত্য-সভা) কয়েকজন বিখ্যাত কবির সম্মুখে কবিতা আবৃত্তি করেন ও তার কবিতা তাদের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হয়। কিছুকাল পরে এক উর্দু সাহিত্য মজলিসে হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা ক'রে এক কবিতা পাঠ করেন এবং তা' সভাজন দ্বারা উচ্চ সমাদৃত হয়। প্রথমে এই কবিতা সুবিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা "মাখজনে" প্রকাশিত হয়েছিলো। এই পত্রিকায় ইক্‌বালের প্রাথমিক উর্দু রচনার বেশীর ভাগই আত্মপ্রকাশ ক'রেছিলো। সাহিত্য-রসিক সমাজে তিনি উদীয়মান কবি ব'লে পরিচিত হবার পরই পাঞ্জাবের মুসলিম সমাজের ধর্ম ও শিক্ষা প্রচারের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান—'আঞ্জুমানে-হিমায়াৎ-ই-ইস্‌লামে'র বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রতি বৎসর আহূত হোতে লাগলেন। তস্‌বীর-ই-দর্‌দ (ব্যাথার ছবি), শেকোয়া (আল্লার কাছে অভিযোগ) ও

জওয়াব-ই-শেকোয়ার ( অভিযোগের উত্তর ) মতো কবিতা আবৃত্তির ফলে উর্দু কবি হিসাবে ইক্‌বালের খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়লো।

ইক্‌বালের উর্দু কবিতারাজিকে নিম্নলিখিত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে,—

(১) ১৯০৫ সালে ইংলণ্ড গমনের পূর্বে লেখা ;

(২) ১৯০৮ সাল পর্যন্ত ইউরোপে অবস্থানকালে লেখা ; এবং

(৩) ১৯০৮ সালের পর থেকে কবির ফার্‌সী ভাষায় কবিতা রচনা শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত লেখা। এই শেষোক্ত সময়ে কবি প্রকৃতপক্ষে উর্দু রচনা থেকে কিয়ৎকালের জন্য বিরত থাকেন।

এই সকল কবিতা কবি নিজে একত্র সংগ্রহ ক'রে ১৯২৪ সালে "বাংগেদারা" ( কাফেলার ঘণ্টাধ্বনি ) নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। এই অস্বাভাবিক নামকরণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, তাঁর সংগীত ভেঙে দিচ্ছে তাঁর দেশবাসীর যুগযুগান্তরের তন্দ্রা আর তাদের কাফেলাকে এগিয়ে নিচ্ছে অগ্রগতির পথে। এই গ্রন্থ প্রকাশ ইকবালকে উর্দু কাব্যের একচ্ছত্র অধিনায়কত্বের অধিকার দান ক'রেছিলো। ১৯২৬ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ ও ১৯৩০ সালে তৃতীয় সংস্করণ আত্মপ্রকাশ করে।

হঠাৎ একদিন ইকবাল আবিষ্কার ক'রে ফেল্‌লেন যে, তিনি উর্দুর মতো ফারসী কবিতার মারফতেও তাঁর চিন্তার অভিনবত্ব ও কাব্যের রস-মাধুর্য্য সমানভাবেই প্রকাশ কর্‌তে পারেন। ইংলণ্ডে একবার তাঁর বন্ধুদের দ্বারা ফারসী কবিতা লিখ্‌তে অনুরুদ্ধ হওয়ার ফলেই

তিনি তাঁর অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে আবিষ্কার ক'রে ফেল্‌লেন। পরদিন তিনি কতকগুলি সুন্দর ফারসী কবিতা লিখলেন এবং ইক্‌বালের প্রতিভা তাঁর দর্শনধারা প্রকাশের জন্য উর্দুর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বাহন খুঁজে পেলো। ফারসী ভাষায় তাঁর প্রথম কাব্য "আস্‌রারে খুদী" (আত্ম-দর্শন) ১৯১৫ সালে আত্মপ্রকাশ কর্‌লো।

এই গ্রন্থ প্রকাশের ফলে ইক্‌বালের খ্যাতি ভারতের সীমান্ত থেকে ইরাণ, আফগানিস্থান, তুরস্ক, রাশিয়া প্রভৃতি স্থানে, এক কথায়, যেখানে ফারসী ভাষা কথিত বা পঠিত হয়, তার সর্বত্র বিস্তার লাভ কর্‌লো। যখন ১৯২০ সালে ক্যাম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর এ নিকল্‌সন ইংরেজী ভাষায় "আস্‌রারে খুদী"র অনুবাদ প্রকাশ করেন, তখন তাঁর কাব্য-প্রতিভা ও দর্শনধারা ইংলণ্ড ও আমেরিকায় সুপরিচিত হ'য়ে পড়ে। এই অনুবাদের মারফতে এই গ্রন্থের কিয়দংশ জার্মাণ ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয় এবং এইরূপে ক্রমে কবি আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হন।

"আস্‌রারে খুদী"র পরে প্রকাশিত হয় ইক্‌বালের আর একখানা ফার্‌সী কাব্য "রামুজে বেখ্‌দী" (আত্ম-অস্বীকারের রহস্য)। এ গ্রন্থখানিকে "আস্‌রারে খুদী"র পরিশিষ্ট ভাগ বলা যেতে পারে। এতে মানবাত্মা বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে ক্রমবর্ধিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে মানুষের জীবনের মহান লক্ষ্যে পৌঁছতে তাকে অনুসরণ কর্‌তে হবে শক্তি ও সাহসের আদর্শ। কবির "রামুজে বেখ্‌দী" সমস্ত শক্তি দিয়ে ব্যক্তিত্বকে অবনমিত কর্‌ছে আইনের বিধানের কাছে। তাঁর মতে মানব-জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য হচ্ছে মানবতার সেবা। মুসলিম হিসাবে কবি ইসলামের

বিধানকে মানব-জীবনের সকল বৈষম্যের সর্বোত্তম সমাধান ব'লে গ্রহণ করেছিলেন।

"রামুজে বেখুদী"র পরে আত্মপ্রকাশ করে "পয়াম-ই-মাশরিক" (প্রাচ্যের সুসংবাদ)। এই ফারসী কাব্য-সংগ্রহের ছন্দ ও ভঙ্গি গ্যেটের "West Ostlicher Diwan"এর অনুরূপ। এর পরে কবির "জবুরে আজম" ও "জাবিদনামা" নামক গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত গ্রন্থে কবির পুত্রের নামানুকরণে নামকরণ করা হয়। এর ভেতরে রয়েছে কবির অসামান্য প্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন—একটি রূপক বর্ণনা এবং তাকে কবির মে'রাজনামা বলা যেতে পারে। ইরাণের বিখ্যাত দার্শনিক কবি জালাল উদ্‌দীন রুমীর আত্মার সাথে কবির আত্মার গ্রহলোক পর্যটন এতে বর্ণিত হয়েছে। রুমীর জগদ্বিখ্যাত মসনবী কাব্যের ভংগি ইকবাল তাঁর ফারসী রচনায় অনুকরণ করেছেন এবং রুমীকে তিনি তাঁর আধ্যাত্ম-রাজ্যের পথ-প্রদর্শক বলে গ্রহণ করেছেন।

ইকবাল যখন তাঁর ফারসী রচনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁর উর্দু কাব্যের অনুরাগীবৃন্দ তার কাছে উর্দু কাব্যে অধিকতর দানের দাবী উত্থাপন করেন। কবি তাঁদের আহ্বানে সাড়া দেন এবং তার ফলে তাঁর দু'খানি উর্দু কাব্য-সংগ্রহ "বালে--জিব্‌রিল" (জিব্‌রিলের পাখা) ১৯৩৫ সালে এবং "জারবে-কলিম" (মুসার যষ্ঠি) ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই উর্দু কবিতাবলির প্রাণবস্তু "আস্‌রারে খুদী" ও কবির অন্যান্য ফারসী কাব্যের অনুরূপ। কাযেই তাঁর প্রথম জীবনের উর্দু রচনার মতো সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও কবিজনসুলভ ভাব-মাধুর্যের চাইতে এতে কর্মের অনুপ্রেরণাই প্রধান বিশেষত্ব।

ইক্‌বালের জীবদ্দশায় তাঁর সর্বশেষ পুস্তক ছিলো ফারসী ভাষায়। সুদীর্ঘ নাম-সম্বলিত ক্ষুদ্রকায় পুস্তকের নাম ছিলো—"পাছ-চে বায়েদ কার্দ, আয় আক্‌ওয়াম-ই-শার্ক"—( কি কর্তব্য আমাদের, হে প্রাচ্য জাতি-মণ্ডলী ? ) এই পুস্তকে রয়েছে প্রাচ্য জাতি সমূহের উপর পাশ্চাত্য জাতিসমূহের শত্রুতামূলক আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ।

ইক্‌বালের কাব্য-প্রতিভার নিদর্শন আর একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করা প্রয়োজন। সে হচ্ছে "আবমুগানে-হেজাজ" ( হেজাজের দান )। ইকবালের রুবাই-গুচ্ছ ও বিবিধ উর্দু কবিতা-খণ্ড ১৯৩৮ সালে কবির তিরোধানের সময়ে মুদ্রণের প্রতীক্ষায় ছিলো। কবির মহা-প্রয়াণের পরে এই কাব্য প্রকাশিত হয়।

আরবের জন্য কবির অন্তরে ছিলো এক দুর্নিবার আকর্ষণ এবং সেখানে যাবার আকাংক্ষা ছিলো তাঁর অদম্য। ভগ্নস্বাস্থ্য হেতু তার সে আশা ছিলো অপূর্ণ। হয়তো এই কাব্য তিনি সেখানে তোহ্‌ফা ( উপহার ) স্বরূপ নিয়ে যাবার আশা পোষণ করতেন। আরো সম্ভব, তিনি পৃথিবীর কাছে হেজাজের মহাদানের অর্ঘ গ্রহণ করেছিলেন, কারণ এই গ্রন্থে কবি-প্রতিভার মারফতে আরবের মহা-পয়গাম্বরের প্রদত্ত মানব জীবনের অতুলনীয় শিক্ষাকে তিনি ফুটিয়ে তু'লেছিলেন।

যদিও কাব্যের ভেতরেই ইক্‌বালের খ্যাতির প্রধানতম কেন্দ্রস্থল, তথাপি তাঁর বিখ্যাত ইংরেজী গদ্য-পুস্তক "Reconstruction of Religious Thought in Islam" একখানি অতুলনীয় গ্রন্থ। মাদ্রাজের এক সাহিত্য-সমাজের আহ্বানে কবির প্রদত্ত ছয়টি বক্তৃতা এতে স্থান পেয়েছে। এতে কবির পাশ্চাত্য দর্শনের গভীর জ্ঞান ইসলামী ভাব-ধারার মাধুর্যের সাথে অপূর্ব সংমিশ্রণ লাভ করেছে। পাশ্চাত্য সুধিসমাজে এই গ্রন্থ যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। এই গ্রন্থ

প্রকাশের পর ইক্‌বালের প্রতিভা পাশ্চাত্য দেশে সুপরিচিত হ'য়ে ওঠে। এর ফলে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে রোড্‌স লেক্‌চারার পদে নিয়োগ কর্‌তে মনস্থ করেন ও অক্সফোর্ডে কয়েকটি বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। কবি এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য হেতু তিনি সেখানে যেতে পারেন নি।

উর্দু কবিদের মধ্যে ইকবালের মত সর্বজনপ্রিয় হোতে কেউ পারেন নি। বাংলা সাহিত্যে কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ শুধু তাঁর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এই কবিদ্বয়ের পরস্পরের জন্য যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিলো। তাঁদের সাহিত্য-সাধনায় কোথাও কোথাও সাদৃশ্য ও কোথাও কোথাও বৈষম্য রয়েছে। এঁরা উভয়েই এদের দেশকে ও সাধারণভাবে প্রাচ্য দেশসমূহকে ভালোবাসতেন। সমগ্র মানবজাতিকে ভালোবাসার মতো অন্তরের প্রসার তাঁদের দু'জনেরই ছিলো। দু'জনেই তাঁরা স্বাপ্নিক কবি এবং দু'জনেই স্বপ্ন দেখতেন বিশ্বের একটা সুন্দরতর ভবিষ্যতের। এই সাধারণ লক্ষ্যের দিকে তাঁদের চিন্তার গতিধারা ছিলো বিভিন্ন। যেখানে রবীন্দ্রনাথের পথ শান্তি ও সাম্যের, সেখানে ইকবালের পথ হচ্ছে সংগ্রামের। তিনি মানুষকে দিয়েছিলেন কর্মের সুসংবাদ। মিঃ আবদুল্লাহ্‌ ইউসুফ আলীর কথায়—তাঁর বাণী আলস্য-সুপ্ত মানুষের কর্ণে এনেছে গতি-চাঞ্চল্য, বলিষ্ঠতা ও আত্মবিশ্বাসের অমোঘ সুসংবাদ।

রবীন্দ্রনাথ এবং ইক্‌বাল উভয়ই ভাববাদী অন্তর্দৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু একদিক দিয়ে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য ছিলো। একজন যখন একেই তাঁর লক্ষ্যবস্তু মনে কর্‌তেন, অপর তখন একে ব্যবহার করতেন একটা চলমান কর্মোন্মাদনা সৃষ্টির জন্য ও নিদ্রাকর ঔষধরূপে ভাববাদকে গ্রহণ করার কুফলের বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্কীকরণের জন্য।

তাঁর মতে প্রাচ্যদেশের বহু বিপত্তির মূল কারণ হচ্ছে আল্লার দেওয়া ক্ষমতা ব্যবহার ক'রে প্রকৃতিকে বশীভূত ক'রে নিজের কাযে লাগাতে না পারার ভেতরে। ইক্‌বাল-দর্শনের এই বৈশিষ্ট্যকে মিঃ ইউসুফ আলী বলেছেন "ভাববাদের বিরুদ্ধে এক ভাববাদী প্রতিবাদ।"

জার্মাণ দার্শনিক নিট্‌শের রচনার প্রভাব ইক্‌বালেব আত্মশক্তি বর্ধনের মতবাদের ভেতরে কতোখানি, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে। নিট্‌শের অতিমানুষের ধারণা ও ইক্‌বালের আত্মদর্শনের মধ্যে নিবিড় সাদৃশ্য রয়েছে,—তা'তে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ইক্‌বালের লেখার সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হোলে দেখা যায় যে, তাঁর রচনার উপর নিট্‌শের প্রভাব থাকলেও বিশ্বের কাছে তাঁর আনীত সুসংবাদের উৎসমূল রয়েছে ইসলামী ভাবধারার ভেতরে। নিটশের কোনো ধর্মের উপর বিশ্বাস ছিলো না, কিন্তু ইক্‌বাল ধর্মকে বিশ্বাস করতেন জীবন ও শক্তির উৎসরূপে। তাঁদেব উভয়ের দর্শনের মধ্যে রয়েছে এই মূলগত পার্থক্য।

হায়দরাবাদ ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাক্তার আবদুল হাকিম বলেন: "ইক্‌বালের কাব্যের প্রধান বিশেষত্ব আল্লার সন্ধানের আগে মানুষের সন্ধান—ইক্‌বাল ও নিটশের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই ধরণের চিন্তাধারার সাথে ইস্‌লামী সুফিবাদের ভাবধারা অপরিচিত নয়। আবদুল করিম জাবালী প্রণীত বিখ্যাত পুস্তক —'পরিপূর্ণ মানব' ( The Perfect man ) রহস্যবাদের রূপে এই একই ধরণের দর্শন। মওলানা জালাল উদ্‌দীন রুমীর বিখ্যাত মস্‌নভী ও দিওয়ানের অনেক স্থানে এই চিন্তাধারার ছাপ রয়েছে। সর্বোপরি কোরাণ শরীফের মতে মানুষ বিশ্বের সর্বশক্তির অধিকারী। এই খানেই এই চিন্তধারার উৎসমূল। কালের গতিস্রোতে এ ধারণা এক

সংহতি মৃত জাতিসমূহের সমাধি বিভাগের জন্য। ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে এর ফলে দীর্ঘকাল যাবত জাতিসংঘকে শববস্ত্রাপহারী সংঘ বলে অভিহিত করা হোত।

যদিও সাহিত্য-সেবাই ছিলো ইকবাল-জীবনের শ্রেষ্ঠতম সাধনা, তথাপি কিছুকালের জন্য তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রেও অবতরণ ক'রেছিলেন। নিজের ইচ্ছায় তিনি হয়তো রাজনীতি-কণ্টকিত পথে পদক্ষেপ করতেন না। বন্ধুদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি লাহোরের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যপদ-প্রার্থী হয়েছিলেন। বন্ধুদের চেষ্টায় ও তাঁর জনপ্রিয়তার জন্য তিনি একরূপ বিনা চেষ্টায় সদস্য নির্বাচিত হন। এই কৃতকার্যতা অবশ্যি কোন স্থায়ী ফল প্রসব করেনি। তিন বছর পর ব্যবস্থাপক সভার সংগে তাঁর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। আরো দু'বার তাঁকে রাজনীতির সাথে সংযুক্ত হোতে হয়েছিলো।

তিনি একবার নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে নেতৃত্ব কববার জন্য আহূত হন। আর একবার ১৯৩১ সালে গোলটেবিল বৈঠকের সদস্য হিসাবে ইংলণ্ডে গমন করেন। এই দু'বারের মধ্যে মুস্লিম লীগ অধিবেশনই উল্লেখযোগ্য। এই সভায় কবির প্রদত্ত অভিভাষণে তিনি হিন্দু-মুস্লিম দুই মহাজাতির দুর্ভাগ্য-সূচক বিভেদের প্রতিষেধক হিসাবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিভাগের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। তখন তাঁর প্রস্তাব মুস্লিম সমাজে সমর্থন পায়নি তেমন। অবশেষে তাঁর সেই পরিকল্পনাকে কেন্দ্র ক'রেই গ'ড়ে উঠেছে ভারতীয় মুসলমানদের নিজস্ব বাসভূমি পাকিস্তান।

ইক্‌বালের অসামান্য দান ছিলো শিক্ষাক্ষেত্রে। তিনি তাঁব জীবনের আরম্ভ করেছিলেন সত্যিকার শিক্ষাব্রতী হিসাবে, কিন্তু যখন তিনি ইংলণ্ডে গমন কবেন, তখন এ কাযের সাথে তাঁর সম্বন্ধ ছিন্ন হয়। এর মানে এ নয় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁব উৎসাহের সমাপ্তি এখানেই। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটেব সদস্য হিসাবে এবং বহু বছর যাবত তথাকার ওরিয়েণ্টাল ফ্যাকাল্‌টির অধ্যক্ষ (Dean) হিসাবে তাঁর প্রদত্ত শিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রণা সমূহ শিক্ষাব্রতীদের কাছে অত্যন্ত কার্যকরী হযেছিলো। আফগান রাজ্যের শিক্ষাবিভাগ সংস্কার উদ্দেশ্যে পরলোকগত বাদ্‌শাহ নাদিব খাঁ কর্তৃক আহূত তিনজন পণ্ডিত ব্যক্তির মধ্যে ইক্‌বাল ছিলেন অন্যতম। তাঁর সহকর্মী ছিলেন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানিন্তন ভাইস্ চ্যান্সেলব মরহুম সৈয়দ স্যার রাস্ মস্‌উদ ও সৈয়দ সুলায়মান নদ্‌ভী। লাহোবের মিঃ গোলাম রসুল বার্‌-য়্যাট্‌-ল ও আলীগডেব অধ্যাপক হাদী হাসান যথাক্রমে ইক্‌বাল ও স্যার রাস্‌ মস্‌উদের প্রাইভেট সেক্রেটাবী হিসাবে গমন করেন। তাঁরা কাবুল গমন ক'বে আফগানদের শিক্ষা সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। তাঁদের কাবুল থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে দুর্ভাগ্যবশতঃ শাহ্‌ নাদির খাঁ শত্রুহস্তে নিহত হন, সুতরাং তাঁদের পবিকল্পনা তখনই কার্যে পরিণত হয় না। কিন্তু তাঁদেব পরিকল্পনা অনেকাংশে কার্যকবী হয়েছে এবং অবশিষ্টাংশ বিবেচনাধীন রয়েছে।

কাবুল গমনকালে কবি বাদ্‌শাহের জন্য এক কপি মূল্যবান কোবাণ শরীফ উপহার নিয়ে যান। বাদ্‌শাহকে উপহার দেবার সময়ে তিনি বলেন—"বিশ্বের রহস্য, উজ্জ্বল নিদর্শনে পূর্ণ আল্লার বাণী এই পবিত্র গ্রন্থ আপনাকে উপহার দিচ্ছি। এই আমার সর্বস্ব। আমি ফকির।"

ইকবাল সরকারী বা বে-সরকারী ক্ষমতা দ্বারা বাস্তব শিক্ষাক্ষেত্রে যা' করেছেন, তা' দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সেবার পরিমাপ করা যায় না। শিক্ষার আদর্শের দিকে তাঁর দানের পরিমাপ করতে হবে তাঁর কাব্যের ভিতর দিয়ে। আলীগড় ট্রেণিং কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, কাশ্মীর ও জম্মুরাজ্যের শিক্ষাবিভাগের প্রাক্তন ডিরেক্টর, বোম্বের বর্তমান শিক্ষা উপদেষ্টা মিঃ কে, জি সাঈয়িদাইন প্রণীত "Iqbal's Educational Philosophy" নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে চমৎকার আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের উপক্রমণিকা অধ্যায়ে তিনি বলেন,—"পৃথিবীর কাছে একটা অভূতপূর্ব সুসংবাদ বহন ক'রে আনবার জন্য ও নূতনতর মান স্থাপিত করার জন্য এমন একটা অনন্য-সাধারণ সৃষ্টি-প্রতিভাশালী ভাবুকের আবির্ভাব শিক্ষাব্রতীদের কাছে একটা প্রাকৃতিক অবদান। তাঁর চিন্তাধারা যত বেশী ক'রে তাঁর সমসাময়িকদের কল্পনা, বোধ ও উৎসাহ আকর্ষণ করে, তত বেশী ক'রে তাঁর প্রভাব মানুষের কাছে একটা শিক্ষার উৎস হ'য়ে ওঠে।'

সাহিত্য-পত্রিকাসমূহে ইক্‌বালের জীবন ও রচনাবলী সম্বন্ধে বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলী এত বেশী সমালোচনা করেছেন যে, তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। কবির কাব্য সম্বন্ধে ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী একটি চমৎকার সমালোচনা প্রকাশ ক'রেছিলেন। ইকবালের পরলোকগমনের কয়েকমাস পূর্বে তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ক'রে সিঙ্গাপুরের "Voice of Islam" পত্রে তার বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি বলেন :

'ইক্‌বালের গৃহে আধুনিকতার নামগন্ধ খুব কমই আছে। বাস্তবিক পক্ষে, তাঁর সম্মুখে আহূত হবার জন্য অপেক্ষা করতে গেলে একটা

ঔদাসীন্যের বিশ্রী হাওয়া মানুষকে পীড়ন করে। হুকার নল মুখ থেকে সরিয়ে রেখে অসামান্য সম্মোহনের সহিত তিনি চৌকির উপর উঁচু হ'য়ে মানুষকে অভ্যর্থনা করেন। সেখানে তিনি পুরোপুরি প্রাচ্য কায়দায় একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের পরিচ্ছদে অর্ধশায়িত থাকেন। তাঁর হাসি মানুষকে স্বস্তি দেয়; নিখুঁত ইংরেজীতে তিনি আধুনিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করেন।'

ডাঃ চক্রবর্তী বলেছেন :

'ইস্‌লামের প্রতি অটল বিশ্বাস এবং শিল্পীসুলভ নৈপুণ্য তাঁর কাব্যকে দিয়েছে একটা অসামান্য শক্তি। তা' অন্তরে প্রবিষ্ট হয় এবং তরুণ মুসলিম জানে তার কারণ। যদি কোথাও তাঁর কাব্যশ্রুতি কঠোর ও সর্ব-ভারতীয় অনুভূতির দিক দিয়ে খাটো হয়, তা' আমাদেরকে ভুলতে হবে, শেষ পর্যন্ত মানুষকে উদ্বুদ্ধ-সঞ্জীবিত করার শক্তি রয়েছে তাঁর গুরুগম্ভীর মনুষ্যত্বের ভেতরে।"

কবি তাঁর আদর্শের সত্যিকার সাধক ছিলেন। কারো ভয়ের বা অনুগ্রহের জন্য পরওয়া না ক'রে নিজ বিবেক অনুযায়ী তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেছেন তিনি চিরদিন।

মহাকবি ইক্‌বালের জীবনের শেষ কয়েক বছর স্ত্রীর মৃত্যুজনিত গভীর দুঃখ ও দীর্ঘকালব্যাপী অস্বাস্থ্যের মধ্য দিয়ে কেটেছিলো। দুর্বল স্বাস্থ্যের দুস্তর বাধা থাকা সত্ত্বেও কবি তাঁর সখের সাহিত্য-সাধনা ও বন্ধু-অভ্যাগতদের সাথে আলাপ-আলোচনা অব্যাহতভাবেই চালাতেন।

স্বল্পকালের অসুস্থতার পরে তাঁর মহাপ্রয়াণের দিন এলো ১৯৩৮ সালের ২১শে এপ্রিল তারিখে। লাহোরের শাহী মস্‌জিদের পাশে তাঁর

শেষ বিরাম-ভূমি। তাঁর জানাজায় যেরূপ শোকসন্তপ্ত লোক সমাগম হ'য়েছিলো, তা' যে-কোনো রাজা-বাদশার কাছেও ঈর্ষার বস্তু। নানাভাবে তাঁর শোকসন্তপ্ত জাতি তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে।

মৃত্যুর আগের দিন ইক্‌বালের জার্মাণ বন্ধু ব্যারণ ভন্ ভেল্‌থিম কবির সাথে সাক্ষাত করেন। প্রথমে তিনি রাজনীতি সম্বন্ধে কবির সাথে আলোচনা করেন। পরে কবির স্বাস্থ্যের অবস্থা জান্‌তে চাইলে কবি বলেন : 'মৃত্যুর জন্য আমি ভীত নই। আমি মুস্‌লিম ; মৃত্যুকে আমি সহাস্য বদনে আমন্ত্রণ কর্‌বো।'

## কবির শেষ বাণী

سرود رفته باز آید که ناید
نسیمے از حجاز آید که ناید
سر آمد روزگار این فقیرے
دگر دانائے راز آید که ناید

اقبال

আস্‌বে সুরের হারানো রেশ
কিম্বা সে আর আস্‌বে না,
হেজাজ-হাওয়া আস্‌বে অশেষ
কিম্বা সে আর আস্‌বে না,
সীমান্তে আজ পড়্‌লো আসি
এই ফকীরের দিনগুলি ;
আস্‌বে নতুন সুধী এ দেশ
কিম্বা সে আব আস্‌বে না।

অনুবাদ : ফর্‌রুখ আহ্‌মদ